NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ এসএফআইয়ের মিছিলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে, আহত একাধিক

হিন্দুরা বাইরের চেয়ে আপনদের কাছে বেশি বিপদে: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ২

কলকাতা ৩ মার্চ ২০২৫ ১৮ ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৬১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.03.2025, Vol.18, Issue No. 261 8 Pages, Price 3.00

চক্রব্যূহে আটক কিউয়িরা

■ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে উঠল অপরাজিত ভারত। বাংলাদেশ, পাকিস্তানের পর জয় নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও। ভারত জিতল ৪৪ রানে। পাঁচ উইকেট নিলেন বরুণ চক্রবর্তী। ভারত প্রথমে ব্যাট করে ২৪৯ রান করে। নিউ জিল্যান্ড শেষ হয়ে গেল ২০৫ রানে।

লন্ডনে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কিকে অভ্যর্থনা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারের। ছবি: এক্স।

পরীক্ষার সমস্যায় ‘অ্যাকশন’, যাদবপুর আবহে কড়া সিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তি, কয়েক জন পড়ুয়ার ‘আক্রান্ত’ হওয়ার ঘটনায় আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই। সোমবার থেকে পথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। আবার সোমবার থেকেই রাজ্যে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীদের যাতে রাস্তাঘাটে কোনও রকম সমস্যায় পড়তে না হয়, তা নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা। তিনি বলেন, ‘কাল কিছু রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি রয়েছে। পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও রকম সমস্যায় পড়তে না হয়, তা খেয়াল রাখতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে। যদি পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়েন, তা হলে অ্যাকশন নেওয়া হবে।’ সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতার সিপির সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিমও। তিনিও একই কথাই বলেন।

শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুপার বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁকে ঘিরে ‘গো ব্যাক’ স্লোগানও দেন এসএফআই, আইসা, ডিএসএফের সদস্যরা। তা থেকেই অশান্তির সূত্রপাত। দফায় দফায় উত্তেজনা তৈরি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে। অভিযোগ, ব্রাত্যের গাড়ির চাকার হাওয়া খুলে দেন বিক্ষোভকারী পড়ুয়ারা। শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির পাশাপাশি তাঁর পাইলট কারে ভাঙচুর চালানোরও অভিযোগ ওঠে। ব্রাত্য আহতও হন।

বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের পালটা অভিযোগ, মন্ত্রীর গাড়ি এক ছাত্রকে চাপা দিয়েছে। তিনি আহত হয়েছেন। ওই ছাত্র যাদবপুরের কেপিসি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও, তাঁর বাঁ চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা সহপাঠীদের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের পড়ুয়া অভিনব বসু নামে এক ছাত্রের পায়ের উপর দিয়ে তৃণমূল সমর্থিত অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রের গাড়ির চাকা চলে গিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

রবিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে সিপি জানান, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের রাস্তাঘাটে যাতে কোনও সমস্যার মুখে পড়তে না হয়, তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা রাখা হবে। পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের উদ্দেশে সিপি বলেন, ‘সমস্যায় পড়লেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। পুলিশ তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেবে। রাস্তাঘাটে প্রচুর পুলিশ থাকবে। রাস্তাঘাট যাতে সচল থাকে, আমরা সেই ব্যবস্থাই করব।’ কলকাতা পুলিশের তরফে একটি হেল্পলাইন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। নম্বরটি হল; ৯৪৩২৬১০০৩৯। পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়লে এই নম্বরে ফোন করলেই সাহায্য পাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন সিপি।

রাজ্য পুলিশের তরফে জাভেদ শামিমও একই কথা জানিয়েছেন। তিনিও জানান, পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষার হলে পৌঁছতে পারে, আবার পরীক্ষা শেষের পর বাড়ি ফিরতে পারে, তার জন্য রাজ্য পুলিশের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন পরিবহণ সংস্থা, এমনকি রেলের সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে পুলিশের তরফে, যাতে পরীক্ষার্থীরা রাস্তাঘাটে বিপদে না-পড়ে।

শনিবার বিকেলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির পর রাতেও উত্তেজনা ছড়িয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতর তৃণমূল সমর্থিত কর্মী সংগঠন ‘শিক্ষাবন্ধু’র অফিসে হঠাৎ আগুন লাগে। সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কলকাতার সিপি মনোজ বর্মা। তিনি বলেন, ‘যাদবপুরের ঘটনায় মোট সাতটি এফআইআর রুজু হয়েছে। তার মধ্যে দু’টি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে পুলিশ করেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে ১২ দিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে কোর্ট।’

যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রী আক্রান্ত হওয়ার পরে আসরে নামে তৃণমূলও। শনিবার সন্ধ্যায় সুকান্ত সেতু থেকে মিছিল করে তারা। ঘটনার পরেই সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দলের সাংসদ সায়নী ঘোষ। তৃণমূল চড়া সুরে জবাব দেওয়ার ডাক উঠে দিয়েছে। কুণাল ঘোষ বলেন, ‘যাদবপুরে যা হয়েছে তা বাঁদরামি। শিক্ষামন্ত্রী ও তৃণমূল সমর্থক অধ্যাপকেরা সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। তৃণমূলের সৌজন্য মানে দুর্বলতা নয়। সীমা পার করলে উপযুক্ত জবাব দেওয়া উচিত।’ অরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা চাইলেই যাদবপুর দখল করতে পারি! কিন্তু গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংযম দেখাচ্ছি।’

তলব ১১

■ আরজি কর খুন ও ধর্ষণ মামলায় এবার কলকাতা পুলিশের ১১ জন আধিকারিককে তলব করল সিবিআই। ঘটনার দিন টালা থানা ও আরজি কর হাসপাতালের ফাঁড়ির এই ১১ জনই ডিউটিতে ছিলেন বলে খবর। চার্জশিট পেশ করার আগেই এবার টালা থানা ও আরজি কর হাসপাতালের ফাঁড়ির পুলিশকর্মী ও আধিকারিককে জেরা করতে চান সিবিআই। মহিলা চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণের দিন এই ১১ জন পুলিশকর্মী ও আধিকারিক ডিউটিতে ছিলেন।

একদিন আগে

■ ১৫ ঘণ্টা আগে, অর্থাৎ চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার একদিন আগে মৃত্যু হয় প্রধান শিক্ষকের। সময়ের এই ফারাকে প্রধান শিক্ষক বাবার চাকরি ছেলেকে দিতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ওই প্রধান শিক্ষকের বয়স ৫৯ বছর ১১ মাস ২৯ দিন। ১৫ ঘণ্টা পরে বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হলে তাঁর অবসরের সময় হত। নিয়ম মোতাবেক, চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে প্রধান শিক্ষকের। এমতাবস্থায় তাঁর পরিবার অনুকম্পাজনিত নিয়োগ পাওয়ার যোগ্য।

রাজ্যে ভোটার কার্ডের নম্বর একে ভুয়ো ভোটার নয়, জানাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভোটার কার্ডের নম্বর এক হলেই তা ভুয়ো ভোটার হিসেবে গণ্য হয় না। জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

দুই ভোটার কার্ডে দেওয়া তথ্য পোলিং বুথের নম্বর এবং বিধানসভা কেন্দ্র আলাদা থাকে। সে ক্ষেত্রে দুই ভোটারের নাম বা তাদের বাবার নাম যদিও একই হয় তাও তারা ভুয়ো ভোটার হিসেবে গণ্য হতে পারেন না। সংশ্লিষ্ট ভোটার কার্ডে উল্লেখ করা নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রেই তাদের ভোট দিতে হবে। রবিবার এ কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। অর্থাৎ তৃণমূল নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা অভিযোগ কার্যত নস্যাৎ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

একই এপিক কার্ড নম্বরে একই ভোটারের নাম যার বাবার নামও একই একাধিক রাজ্যে রয়েছে। বাংলার একাধিক জেলায় গুজরাট ও হরিয়ানার ঠিকানা উল্লেখ করা এ ধরনের ভুয়ো ভোটারের সন্ধান মিলেছে বলে গত শুক্রবার নেতাজি ইনডোরের কর্মী সমাবেশ থেকে সোচ্চার হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভুতুড়ে ভোটার ধরতে রাজ্যজুড়ে দলীয় নেতা কর্মীদের অভিযান এবং কর্মসূচিও স্থির করে দেন মমতা। তা নিয়ে পালটা রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে দরবার করেন রাজ্য বিজেপি নেতারাও। ভোটার তালিকায় গরমিল এবং ভুতুড়ে ভোটার বা ভুয়ো ভোটার নিয়ে রাজ্য রাজনীতি যখন সরগরম, ঠিক তখনই এই ধরনের অভিযোগ কে নস্যাৎ করল নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের মতে ‘ইপোনেট’ মঞ্চের মাধ্যমে ভোটারদের তথ্যভাণ্ডার তৈরির আগে বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার কার্ড তৈরির কাজ শুরু হয়। সেজন্যই একাধিক রাজ্যে ভোটার কার্ড বা এপিক কার্ড এর নম্বর এক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু রাজনৈতিক মহলে এ নিয়ে চাপানো তো শুরু হয়েছে সে কারণে এই সমস্যা বা বিভ্রান্তি দূর করতে নির্বাচন কমিশন একটি নির্দিষ্ট নম্বর বা ইউনিক নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেও জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে। সব মিলিয়ে ভোটার তালিকা বা ভুয়ো ভোটার নিয়ে রাজ্য রাজনীতির জল যখন গরম, তখনই নির্বাচন কমিশনের এই ব্যাখ্যা এই রাজনৈতিক চাপাল উত্তর আদৌ বন্ধ করতে পারে কিনা সেদিকেই লক্ষ্য সকলের।

বেলায় পারদ

■ সকালের দিকে আবহাওয়া মনোরম হলেও বেলা বাড়লেই চড়ছে পারদ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা থাকছে স্বাভাবিকের থেকে বেশি। তবে এই তাপমাত্রা একটু কমার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। মার্চের প্রথম সপ্তাহে মিলতে পারে বসন্তের আমেজ। উত্তরবঙ্গে যদিও তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

আজ শুরু উচ্চ মাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের দিনেই শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সে কারণে পরীক্ষা পর্ব যাতে নির্বিঘ্নে নেওয়া যায় সেজন্য ঢালাও ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় ভাবে নজরদারির জন্য যেমন কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে তেমনই জেলা ও মহকুমা স্তরেও কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। রাজ্য সরকার ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কর্তারা ওই কন্ট্রোল রুম থেকে পরীক্ষা পর্ব পরিচালনা করবেন।

পরীক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যাতায়াতের জন্য গণপরিবহণ ব্যবস্থা যাতে মসৃণ থাকে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। সোমবার সকাল থেকেই রাস্তায় নামবে পরীক্ষা স্পেশাল বাস। থাকছে বিশেষ ট্রেন এবং মেট্রো। বেসরকারি বাস অটো টোটোর মতো যানবাহন যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে সে ব্যাপারেও সরকারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের পাশাপাশি যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে রাস্তায় বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কোনও রকম অসুবিধা হলে যাতে সহায়তা পান সেজন্য পুলিশের কিয়স্ক রাখা হচ্ছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যাতে ফাঁস না হয় তার জন্য পৃথক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মেটাল ডিটেক্টর সব স্কুলে পৌঁছে গিয়েছে। যাতে পরীক্ষার্থীরা বাইরে থেকে কোনও কিছু নিয়ে এলে ধরা পড়ে যায়। মোবাইল বা ইলেকট্রনিক গেজেট সহ কোনও পরীক্ষার্থীর ধরা পড়লে তার পরীক্ষা বাতিল করা হবে বলে এবার স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

উত্তরাখণ্ডে শেষ নিখোঁজ শ্রমিকের দেহ উদ্ধার, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮

দেরাদুন, ২ মার্চ: উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় রবিবার শেষ হল উদ্ধারকাজ। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আটকে পড়া শ্রমিকদের শেষ জনের দেহের খোঁজ মিলল দুপুরের দিকে। তাঁর দেহ উদ্ধারের পরে তুষারধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল আট। ৪৬ জন শ্রমিকের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে উদ্ধারকারী দল। শুক্রবার চামোলির মানা গ্রামে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)-র শিবিরে তুষারধস নেমে আটকে পড়েছিলেন ৫৪ জন শ্রমিক। রবিবার সেই উদ্ধারকাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দেরাদুনের জনসংযোগ আধিকারিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মণীশ শ্রীবাস্তব।

শুক্রবার রাতে খারাপ আবহাওয়ার কারণে থমকে যায় উদ্ধারকাজ। এর পরে দ্বিতীয় দিন, শনিবার জোর কদমে উদ্ধারকাজ শুরু করে রাজ্য এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর পাশাপাশি ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি), বিআরও। এই চার বাহিনীর প্রায় ২০০ জন মিলে চালান তল্লাশি। উদ্ধারকাজে নামানো হয় হেলিকপ্টারও। তাতেও সুরাহা না হওয়ায় ‘ভিকটিম লোকেটিং ক্যামেরা’ (ভিএলসি), থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। আটকে থাকা শ্রমিকদের খোঁজে নামানো হয় কুকুরও।

ভারতীয় সেনা সূত্রে জানা যায়, শনিবার প্রায় ৫০ জনকে উদ্ধার করা হয়। তাঁদের মধ্যে চার জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে তিন জন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এক জনের মৃত্যু হয় জোশীমঠে সেনা হাসপাতালে। মৃতেরা হলেন হিমাচল প্রদেশের মোহিন্দ্র পাল, জিতেন্দ্র সিংহ, উত্তরপ্রদেশের মনজিৎ যাদব, উত্তরাখণ্ডের অলোক যাদব। পরে জানা যায় সুশীল কুমার নামে হিমাচলপ্রদেশের এক বাসিন্দা নিজেই প্রাণ বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। রবিবার সকাল থেকে নিখোঁজদের খোঁজে আবার শুরু হয় উদ্ধারকাজ। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পরে তাঁদের পরিণতি নিয়ে আশঙ্কাও তৈরি হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আরও তিন শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয়। শেষে রবিবার দুপুর নাগাদ শেষ শ্রমিকের দেহ উদ্ধার করা হয়।

ধসে আটকে অসুস্থ হয়ে পড়া বিআরও শ্রমিকদের জোশীমঠের সেনা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এমস ঋষিকেশের তরফে জানানো হয়েছে, সেখান চার শ্রমিককে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের অবস্থা সঙ্কটজনক।রবিবার বিকেলে নিখোঁজ চার শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধারের পর উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে তুষারধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে আটজনে দাঁড়িয়েছে।

শুক্রবার বদ্রীনাথ মন্দির থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে মানা গ্রামের কাছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের (বিআরও) শ্রমস্থলে তুষারধসের ঘটনা ঘটে, যার ফলে আটটি পাত্র এবং একটি শেডের ভেতরে ৫৪ জন শ্রমিক তুষারের নীচে চাপা পড়েন। সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি), জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং রাজ্য দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনীর (এসডিআরএফ) কর্মীদের সহায়তায় শুক্রবার রাত পর্যন্ত তাদের মধ্যে ৩৩ জন এবং শনিবার ১৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

চিকিৎসার সময় চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাতের কারণে উদ্ধার অভিযান ব্যাহত হয়েছে, যা গত দুই রাত ধরে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল। ত্রাণ দলগুলি ৩,২০০ মিটারেরও বেশি উচ্চতায় তুষারধসের স্থানে কাজ করছে, যেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এসেছে।

সেনাবাহিনী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, আইটিবিপি, বিআরও, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, আইএএফ, জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং দমকল বাহিনীর ২০০ জনেরও বেশি কর্মী উদ্ধার অভিযানে নিয়োজিত। ছয়টি হেলিকপ্টার - ভারতীয় সেনা বিমান বাহিনীর তিনটি, বিমান বাহিনীর দু'টি এবং সেনাবাহিনীর ভাড়া করা একটি বেসামরিক হেলিকপ্টার উদ্ধার অভিযানে নিয়োজিত রয়েছে।

নিখোঁজ শ্রমিকদের খুঁজে বের করার জন্য কর্মকর্তারা বিশেষায়িত রেকো রাডার, ড্রোন এবং তুষারধস উদ্ধারকারী কুকুরও ব্যবহার করছেন। শনিবার, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিও তুষারপাত-বিধ্বস্ত স্থানের একটি পরিদর্শন করেছেন এবং ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম পর্যালোচনা করেছেন। নিখোঁজ শ্রমিকদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

কন্টেইনারে রাখা ৫৪ জন শ্রমিকের একজন মনোজ ভান্ডারী বলেন, তিনি ঘুম থেকে উঠে ‘তুষার পাহাড়’ চূড়া থেকে পড়ে যেতে দেখেন। বলেন, ‘আমি সবাইকে সতর্ক করার জন্য চিৎকার করে নিজেকে বাঁচাতে কাছে পার্ক করা লোডার মেশিনের পিছনে দৌড়ে যাই।’ আরেকজন কর্মী, গোপাল জোশি বলেন, ‘গত কয়েকদিনের মতোই আবহাওয়া খারাপ ছিল। সবকিছুই মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। বাইরে তুষারপাত হচ্ছিল। ঘটনাটি সম্ভবত সকাল ৬টার দিকে ঘটেছে। কন্টেইনার থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একটি প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা যখন উপরের দিকে তাকালাম, তখন আমরা দেখতে পেলাম যে তুষারপাতের বন্যা আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। আমি আমার সঙ্গীদের সতর্ক করার জন্য চিৎকার করে দৌড়ে গেলাম। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক ফুট তুষার জমে আছে, যার কারণে আমরা দ্রুত দৌড়তে পারিনি। দুই ঘণ্টা পর, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের সৈন্যরা আমাদের উদ্ধার করতে আসেন।’ বিপিন কুমার বলেন যে, তিনি প্রায় ১৫ মিনিট তুষারে চাপা পড়েছিলেন।

উত্তরখণ্ডের চামোলিতে একটি নির্মাণ শিবিরে তুষারধসের পর ৫০ জনেরও বেশি শ্রমিক আটকে পড়েন। উত্তরখণ্ডের তুষারধসের পর নিখোঁজ চার শ্রমিককে উদ্ধার করতে শূন্যের নীচে তাপমাত্রায় উদ্ধারকর্মীরা কাজ করেন।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ
তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি অর্থেক আকাশ
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

কলকাতায় ঝুপড়িবাসীদের স্থায়ী ঠিকানা, ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে আশার আলো

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার শহর উন্নয়নের পাশাপাশি নিম্নবিত্ত ও হতদরিদ্র পরিবারের বসবাসের পরিস্থিতিরও আমূল পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা পুরনিগম। শহরের চারটি এলাকায় প্রায় ১৫০০-এর বেশি পরিবার স্থায়ী মাথা গোঁজার ঠাঁই পেতে চলেছে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের আওতায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের জন্য একাধিক প্রকল্প চালু হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম ‘বাংলার বাড়ি’, যার মূল লক্ষ্যই হলো শহরের প্রান্তিক মানুষদের জন্য পাকা ছাদের ব্যবস্থা করা। ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নকে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে দেখছে রাজ্য সরকার।

চারটি জায়গায় নতুন আবাসন, উপকৃত হবে অসংখ্য পরিবার। কলকাতা পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়া, অরফানগঞ্জ, শশী শেখর বসু রোড এবং কেওড়া পুকুর এলাকায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

বেলগাছিয়া (রসগোল্লা পট্টি ও আশপাশের এলাকা), একসময় টালা সেতু নির্মাণের কারণে যেসব পরিবার আশ্রয় হারিয়ে খালপাড়ে বাস করছিল, তাদের জন্য এখানে ৩৮৪টি ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। ২৪টি বিল্ডিং, প্রতিটিতে চারতলা থাকবে। একেকটি বিল্ডিংয়ে ১৬টি ফ্ল্যাট থাকবে।

প্রতিটি ফ্ল্যাটের আয়তন হবে ৩৭৪ বর্গফুট।

এই প্রকল্পের আনুমানিক খরচ ৩২ কোটি টাকা।

অরফানগঞ্জ (৭৪ নম্বর ওয়ার্ড), এখানে ৪টি বিল্ডিং নির্মিত

হবে, যাতে থাকবে ৬৪টি ফ্ল্যাট। অরফানগঞ্জ বাজারের খালপাড়ে বসবাসরত মানুষদের জন্য এই নতুন বাসস্থানের ব্যবস্থা।

নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ কোটির বেশি টাকা।

শশী শেখর বসু রোড (৭৩ নম্বর ওয়ার্ড), এখানে মাত্র ৮টি ফ্ল্যাট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় হবে ১ কোটির বেশি টাকা।

কেওড়া পুকুর (১২৩ নম্বর ওয়ার্ড), বৃহত্তম প্রকল্প

প্রায় ১৭ বিঘা জমির উপর ১০০০টি পরিবার পাবে স্থায়ী ঠিকানা। এটি বর্তমানে পরিকল্পনার স্তরে থাকলেও জমি প্রস্তুতির কাজ চলছে পুরোদমে। এটি বাস্তবায়িত হলে, এটি হবে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের সবচেয়ে বড় উদ্যোগ।

দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা

পুরনিগম সূত্রে জানা গেছে, তিনটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, এবং কেওড়া পুকুরের জমি প্রস্তুত করা হচ্ছে। সরকারি আর্থিক সহায়তার কারণেই এত বড় সংখ্যক পরিবারের জন্য স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে।

পুরনিগমের এক আধিকারিক সূত্রে জানা যাচ্ছে ,

‘আমাদের প্রধান লক্ষ্য, এই পরিবারগুলিকে দ্রুত পাকা ছাদ দেওয়া, যাতে তারা রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আর বেঁচে থাকার লড়াই করতে না হয়। প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।’ এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে, কলকাতার হাজারো নিম্নবিত্ত পরিবার স্থায়ী বাসস্থানের নিশ্চয়তা পাবে, যা শহরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্প যে বাস্তব অর্থেই গরিব মানুষের স্বপ্নের ঠিকানা হয়ে উঠতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

মাটিয়ারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড রেজি নং-১৭২
Dated- 07/05/1962
গ্রাম-মাটিয়ারী পোস্ট বানপুর
কৃষ্ণগঞ্জ উন্নয়ন ব্লক, নদীয়া
নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মাটিয়ারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সকল বৈধ সদস্যদের জানানো যাইতেছে যে, অদ্য ০৩/০৩/২০২৫ তারিখে সমিতির খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। (Draft Voter List), Vide Memo No-947 Dated-25/07/2024 Of The R. O And A.R.C.S, Nadia)। উক্ত ভোটার তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে মাননীয় A.R.CS নদিয়া মহাশয়ের অফিসের নোটিশ বোর্ডে, মাননীয় B.D.O কৃষ্ণগঞ্জ মহাশয়ের অফিসের নোটিশ বোর্ডে, মাটিয়ারী বানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হইল। এবং দৈনিক সংবাদপত্র একদিন পেপারে ০৩/০৩/২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হইল।

উক্ত ভোটার তালিকায় নামের সংযোজন, সংশোধন ও বিয়োজন সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে আগামী ১৮/০৩/২০২৫ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে সমিতির ম্যানেজার জয়া রানী দালাল মহাশয়ার নিকট জমা দিতে হইবে এবং আগামী ২৭/০৩/২০২৫ তারিখে সমিতির মিটিং রুমে শুনানি হইবে। শুনানির পরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইবে।

শ্রী অমলকৃষ্ণ অধিকারী
A.R.O & C.D.O
মাটিয়ারী সমবায় কৃষ্ণ উন্নয়ন সমিতি

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
ম্যাট স্যুট নং-০৭/২০২৪
দরখাস্তকারী:- **ববিতা হালদার**, - বনাম -
প্রতিপক্ষ:- **স্বপন বিশ্বাস, বরাবর:- স্বপন বিশ্বাস**, পিতা- অনিল বিশ্বাস, সাং- ঘুর্ণী মেছুয়াপাড়া লেন, পোঃ ঘুর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩ এতদ্বারা আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তি দিয়া জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী **ববিতা হালদার**, স্বামী- স্বপন বিশ্বাস, পিতা- অনিল হালদার, সাং- মিস্ত্রীপাড়া, রাণীরচড়া, ওয়ার্ড নং ০৭, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ ধারা মতে আপনার সহিত তার বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনায় অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। আপনার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। অদ্য ইংরাজী ০১.০৩.২৫ তারিখে আমার স্বাক্ষর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

আদেশানুসারে
প্রতীম চৌধুরী (সেরেস্তাদার)
নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি **অশোক মাজী**, পিতা- ৺ বঙ্কু বিহারী মাজী গ্রাম- বিলাসপুর, পোঃ-গুটী, থানা- জাঙ্গীপাড়া, রসিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা-হুগলীর বাসিন্দা। ভুলবশত জমির এল.আর. রেকর্ডে (মৌজা-বিলাসপুর, জে.এল. নং -৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং-৯০৬, এল.আর. প্লট নং-৪৪৮, থানা- জাঙ্গীপাড়া, জেলা-হুগলি) **আমার ডাক নাম জহরলাল মাজী** লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় গত ইং ২৮.০৯.২০২৪ তারিখে এল.ডি. ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টের এফিডেভিট বলে **অশোক মাজী** পিতা- ৺ বঙ্কু বিহারী মাজী এবং **জহরলাল মাজী** পিতা- ৺ বঙ্কু বিহারী মাজী একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম।

ধন্যবাদান্তে
অশোক মাজী

বিজ্ঞপ্তি

NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that, I Sampa Chakraborty, wife of Amit Kumar Chakraborty does hereby declare that, I have become the owner of the property by way of adverse possession and therefore I am claiming right over 1000 square feet area on the First Floor, of the premises situated at, Plot no. 94, Block – A, Survey Park, Santoshpur, Kolkata – 700075. In support of such declaration of mine, I have sworn an affidavit before the Learned Judicial Magistrate, 1st Class, at Calcutta on September 23, 2024. If anybody has any objection, such objection can be intimated to me by a letter through registered post at Plot no. 94, Block – A, Survey Park, Santoshpur, Kolkata – 700075 or by making any paper advertisement, within 15 days from the publication of this paper advertisement.

Phone No. : 8910859133

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩রা মার্চ। ১৮ ই ফাল্গুন। সোম বার। শুক্লা চতুর্থী তিথি, জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র, ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব ।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি। । বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হিন্দুরা বাইরের চেয়ে আপনদের কাছে বেশি বিপদের সম্মুখীন: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

কলকাতা: রবিবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিবেকানন্দ সেবা সম্মান ২০২৫ অনুষ্ঠানে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, অন্যান্য ধর্ম বা অনুসারীদের তুলনায় হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে তথাকথিত উদারপন্থী এবং চরম বামপন্থীদের থেকে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি যে হিন্দুদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হল বামপন্থী এবং উদারপন্থীরা। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের দুর্বল করার ঐতিহ্য বামপন্থীদের দিয়ে শুরু হয়েছিল, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।’

তিনি বলেন, ভারতের সভ্যতা ৫,০০০ বছরেরও বেশি পুরনো এবং দেশের ইতিহাস কেবল ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার মাধ্যমেই শুরু হয়নি। শর্মা বলেন, ‘ভারত স্বাভাবিকভাবেই একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতি, আমাদের কারো কাছ থেকে সহনশীলতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষার প্রয়োজন নেই।’

হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘হিন্দু সভ্যতা হাজার হাজার বছর ধরে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা মোকাবেলা করবে। হিন্দুরা কখনও ধ্বংস হতে পারে না।’ তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করে বলেন যে, তাঁর নেতৃত্বে দেশে প্রকৃত পরিবর্তন এসেছে। শর্মা বলেন, ‘৫০০ বছর পর রাম মন্দির তৈরি হয়েছে। সম্ভবত ভগবান শ্রী রাম প্রধানমন্ত্রী মোদীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন যে আজ প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশে সকল ধরণের সংস্কার হচ্ছে। কংগ্রেসের শাসনামলে যে ভুলগুলি হয়েছিল তা সংশোধন করা হচ্ছে। তিন তালাক বাতিল করা হয়েছে, ওয়াকফ আইন নিয়ে আলোচনাও শুরু হয়েছে। দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বাস্তবায়নেরও ইঙ্গিত রয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘ভারতীয় সভ্যতার শক্তি হলো স্বাধীনতার পর পাকিস্তান একটি ইসলামিক দেশ হয়ে ওঠে, কিন্তু ভারত তার প্রাচীন ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের উপর অটল থাকে। অনেক সভ্যতা এসে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু হিন্দু সভ্যতা আজও শক্তিশালী।’ তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে, শর্মা লিখেছেন, ‘আমি কলকাতায় বিবেকানন্দ সেবা সম্মান ২০২৫-এ আছি, যা স্বামীজির আদর্শ এবং শিক্ষার প্রতি নিবেদিত একটি প্রচেষ্টা।’

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, তবুও পানিহাটিতে সিপিএমের রক্তদান শিবিরে বাজল মাইক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের উচ্চ মধ্যমিক পরীক্ষা। অথচ কারও হুঁশ নেই। পরীক্ষার্থীদের কথা ভুলে তার স্বরে বাজানো হচ্ছে মাইক। শনিবার পানিহাটিতে দু'দিন ব্যাপী এমএলএ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় মাইক বাজানোর অভিযোগ উঠেছে। ফের একই অভিযোগ পানিহাটিতে। রবিবার সারাভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পানিহাটি আঞ্চলিক কমিটি-৩ এর ২১ নম্বর ইউনিটের তরফে নাটাগড়ের অম্বিকাপুরে একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

অভিযোগ, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা ভুলে গিয়ে উক্ত রক্তদান শিবিরে তার স্বরে বাজল মাইক। যদিও মাইক বাজানোর বিষয় এড়িয়ে গেলেন রক্তদান শিবিরের উদ্যোক্তারা। তাদের সাফাই, মাইক বাজানো হয়নি। নিয়ম মেনে বক্স বাজানো হয়েছে।

এসএফআইয়ের মিছিলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পুলিশের সঙ্গে এসএফআই কর্মীদের ধস্তাধস্তিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বর্ধমান। যাদবপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার বর্ধমানে এসএফআইয়ের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় এসএফআইয়ের সাতজন আহত হয়েছে বলে দাবি।

এদিন বর্ধমান স্টেশন থেকে এসএফআই কর্মীরা মিছিল করে পার্কাস রোড মোড় পৌঁছায়। যাদবপুরের ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন তারা। পার্কাস রোড মোড়ে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখতে থাকেন তারা। পরে শিক্ষা মন্ত্রীর কুশ পুতুল পোড়াতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এরপরই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় এসএফআই কর্মীদের। পরে পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক উষসী রায় চৌধুরী জানান, ‘ছাত্র সংগঠনের গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ কর্মসূচির উপর পুলিশ আক্রমণ করেছে। পুলিশ

মহিলা কর্মীদের হেনস্থা করেছে। সংগঠনের অন্যান্য কর্মীরা আটকাতে গেলে তাদের উপর আক্রমণ করেছে পুলিশ। এর ফলে সাতজন এসএফআই কর্মী গুরুতর চোট পেয়েছে।’

একসময় এসএফআই কর্মীদের সরাতে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যায় বর্ধমান থানার পুলিশ। ঘটনায় রবিবার সকাল থেকে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে এসএফআই। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তাঁদের কর্মীরা নিগ্রহের শিকার হয়। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই রবিবার বেলায় প্রতিবাদ মিছিল বার করে এসএফআইয়ের বর্ধমান শাখা। বর্ধমানের এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক ঊষশী রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে মিছিল বার হয় এদিন। বর্ধমান স্টেশন থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত মিছিলের কর্মসূচি ছিল। পার্কাস মোড় এলাকায় মিছিল এলে পুলিশ তাঁদের পথ আটকায়। বর্ধমান থানার আইসি দিব্যেন্দু বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে উপস্থিত ছিল আগে থেকেই। ওই এলাকাতেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। পুলিশ তাঁদের বাধা দিলে নিমেষে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশ ও এসএফআই কর্মীদের হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। ধুন্ধুমার পরিস্থিতিতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে একসময় লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যায় পুলিশ। বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উত্তপ্ত পরিস্থিতি থাকে। শেষপর্যন্ত বিক্ষোভকারীদের এলাকা থেকে হটিয়ে দেয় পুলিশ। ঘটনায় তাঁদের তিনজন জখম হয়েছেন বলে দাবি এসএফআই নেতৃত্বের। মহিলা পুলিশ সেখানে ছিল না। পুরুষ পুলিশের হাতে এসএফআইয়ের মহিলা কর্মীদের হেনস্তা হতে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

তারাসুন্দরী পার্ক প্রিমিয়ার লিগে ব্যাট হাতে তাপস রায়। কিপারের ভূমিকায় উত্তর কলকাতার বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ।

পোড়া লঙ্কা মাখা শোল খেয়ে সন্তুষ্ট মা, গ্রামবাসীদের রক্ষা করেন শ্মশান কালী

রাজীব মুখোপাধ্যায়, হাওড়া

মা সন্তুষ্ট থাকলেই মেলে অভয় দান। তাই মাকে সন্তুষ্ট রাখতে তার ভক্তরা মাথায় আগুন জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন ! গ্রামের মানুষের যে কোনো বিপদকে দূরে ঠেলে অকালে প্রাণ রক্ষা করেন স্বয়ং শ্মশান কালী।

বিজ্ঞান যতই আস্থার উপর প্রশ্ন তুলেছে ততই নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতার আলো ঈশ্বরের উপরেই ভরসা রাখতে শিখিয়েছে। সেরকমই এক ঘটনা ঘটেছিল হাওড়ার বাগানের হারোপ গ্রামে। আজ থেকে ৫৪ বছর আগে, সেই দুর্যোগের সময় এই গ্রামের মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটছিল। প্রাণ চলে যাচ্ছিল অকালেই। গ্রামের মানুষেরা এক কঠিন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। কী ভাবে সমাধান মিলবে তাও জানা ছিল না কারোর। সেই সময় বাগনানের হারোপ গ্রামের একটি শ্মশানে থাকতেন গ্রামেরই এক বাসিন্দা হারাধন দোলোই। তাকে হঠাৎই একদিন মা স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন তাকে পূজা করলে এই অকাল মৃত্যু রোধ হবে । সেই থেকে হারাধন দোলুই নিজে পূজা শুরু করেন গ্রামের মানুষদের নিয়ে। আর এরপর থেকেই গ্রামের মানুষের এই অকাল মৃত্যু রোধ হয়। মায়ের এই অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়ার পর বিশ্বাস আরো গভীর হয় গ্রামের মানুষের। সেই থেকে শিব চতুর্দশীর পরে অমাবস্যার দিনে প্রত্যেক বছর পূজা হয়ে আসছে। মাকে ভোগ হিসাবে শোল মাছের পোড়া লঙ্কা মেখে শ্মশানে এক কোণে দিয়ে আসতে হয়, এই প্রথা আজও হয়ে আসছে। মায়ের কৃপা পেতে বা কারোর মনো কামনা পূরণ হলে মাথায় মাটির সরাতে আগুন জ্বালিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভক্তরা । এই অকাল মৃত্যু আটকাতে রক্ষা কর্তা এই মা, তাই গ্রামের ও আশপাশের সকল ভক্তরা

দেবীকে দর্শন করতে আসেন । হারাধন বাবু ব্যক্তিগত ভাবে মায়ের আরাধনা শুরু করলেও এখন তা সর্বজনীন পূজা। শ্মশান চত্বর নানান ধরনের লাইটিং দিয়ে , মাটির পুতুল মডেল সাজিয়ে,বসে মেলা। ধুমধাম করে বাজী পোড়ানো চলে সারা রাত ধরে। রাতে পূজা সম্পন্ন করে, ভোরের আলো ফুটতেই দেবীর নিরঞ্জন করা হয়।

গ্রামের এক বধূ শিউলি মাঝি দেবীর মাহাত্ম্য কথা জানালেন । তার স্বামী পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন, বাঁচার আশা ক্ষীণ ছিল। দেবীর পায়ের ফুল জল মাথায় ঠেকাতেই ঘটে আশ্চর্য্য ঘটনা। জীবন ফিরে পান তার স্বামী। সেই থেকে অন্তরে অগাধ বিশ্বাস নিয়ে প্রতিবার তিনি মাকে পূজা দেন। পুরনো কথা বলতে বলতে চোখে জল আসে ওই মহিলার। এভাবেই হাওড়ার বাগানের হারোপ গ্রামে মানুষের মধ্যেই অবস্থান করেন জাগ্রত মা শ্মশান কালী।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৩ মার্চ, ২০২৫ ১৮ ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার

যাদবপুর কাণ্ডে উঠে আসছে অভিনব বসুর নাম, মতাদর্শের বিরোধ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায় নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে হাওড়ার সাকরাইল ঝোড়হাট এলাকার বাসিন্দা অভিনব বসুর নাম। অভিনব বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিটিটিভ লিটারেচার নিয়ে মাস্টার্স করছেন। তবে তার নাম উঠে আসায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

কে এই অভিনব বসু? অভিনব বসু ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পাশাপাশি তিনি বামপন্থী ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির পরিসরে তার নাম বেশ পরিচিত। তবে সাম্প্রতিক ঘটনার পর তার ভূমিকাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বাবা-ছেলের সম্পর্ক ও মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। অভিনব বসুর বাবা অমৃত বসু সাঁকরাইল ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। তবে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তার ছেলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, 'অভিনব বাম ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আমি তৃণমূল করি, ফলে আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ এক নয়। এই কারণেই আমাদের সম্পর্ক নেই।'

যদিও শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। শনিবার তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যেই ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই। আন্দোলনের জেরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, লুকিং গ্লাস ও উইন্ড-স্ক্রিন ভাঙা হয়েছে। গাড়ির বনেটে ছোড়া হয়েছে জুতো।

এদিন ক্যাম্পাসে প্রবেশের সময় থেকেই পড়ুয়াদের প্রতিবাদের মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী। তুমুল স্লোগান দিতে থাকেন বামপন্থী ছাত্ররা। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির চাকার হাওয়া খুলে দেওয়া হয়। এরপরই শুরু হয় ব্যাপক ভাঙচুর। শিক্ষামন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গেও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে আন্দোলনকারীরা। পরে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, 'আমার গাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর হামলা হয়েছে।

যাদবপুর কাণ্ডে তার নাম জড়ানোর পর বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।' অমৃত বসু সাফ জানিয়েছেন, 'যাদবপুরের ঘটনায় যারা দোষী, তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। আমার ছেলে যদি এর সঙ্গে জড়িত থাকে, তবে তাকেও শাস্তি পেতে হবে।'

এই ঘটনায় তদন্ত চলছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে প্রশাসন, সবাই বিষয়টি নিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। অভিনব বসুর ভূমিকা আদৌ কী ছিল, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। তবে তার পরিবারের অবস্থান স্পষ্ট;দোষ প্রমাণিত হলে কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। এই ঘটনার জেরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। প্রশাসনের পদক্ষেপ কী হবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

যাদবপুরে বিক্ষোভ সামাল দিতে ভিন্ন পথের সন্ধান উপাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুপার বার্ষিক সম্মেলন ঘিরে উত্তেজনার মধ্যেই পুলিশ ডাকার পরিবর্তে বিকল্প সমাধানের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিলেন অস্থায়ী উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত।

শনিবার সম্মেলন চলাকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বাম ও অতিবাম ছাত্র সংগঠনের পড়ুয়ারা স্লোগান দিতে থাকেন, এমনকি পোস্টারও টাঙানো হয় শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সভা শেষে বের হওয়ার সময় ছাত্রদের একটি দল মন্ত্রীর গাড়ি আটকালে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, তখনই গাড়ি চলতে শুরু করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম বর্ষের ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায় গুরুতর আহত হন। আরেক ছাত্র অভিনব বসুও চোট পান। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সন্ধ্যায় আহত ছাত্রদের দেখতে হাসপাতালে গেলে উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকেও প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়। কিছু ছাত্র তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, জামা ধরে টানাটানি করা হয়, এমনকি জামা ছিঁড়ে যায় বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ঘটনার পর উপাচার্য বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন পরিস্থিতি কাম্য নয়। আমি চাই, আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হোক। আমরা পুলিশ ডাকতে চাই না, বরং বিকল্প উপায়ে সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।' শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও আগে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেয়, সেটাই এখন দেখার।

আহত পড়ুয়ার এক্স রে রিপোর্ট দেখানোর দাবি জানান কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভা ঘিরে শনিবার নজিরবিহীন অশান্তির সাক্ষী ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। হামলার মুখে পড়তে হয় স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীকে! তিনি নিজেও আহত হয়ে এসএসকেএমে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। এমন অশান্তিতে ব্রাত্য বসুর নিশানা করেন অতি-বামকে। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরনোর সময় বাম ছাত্রদের পথ অবরুদ্ধের মাঝেই ব্রাত্যর গাড়ি এগোতে চাইলে একজন গাড়ির ধাক্কায় জখম হন বলে অভিযোগ ওঠে। রক্তাক্ত ওই ছাত্র এসএফআই সমর্থক বলে জানা গিয়েছে। তা নিয়ে পালটা শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর আরও চড়ায় এসএফআই। কিন্তু এমন একটা দুর্ঘটনা, অথচ আহতের এক্স রে রিপোর্টে কোনও চিড় নেই কেন? এই প্রশ্ন তুলে এদিন এক্স হ্যান্ডলে বাম ছাত্রদের কার্যত খোঁচা দিলেন তৃণমূলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁদের 'বিপ্লবী পোস্টদাতা' বলে উল্লেখ করে এক্স রে রিপোর্টটি প্রকাশ্যে আনার দাবি করলেন তিনি। গাড়ির তলায়

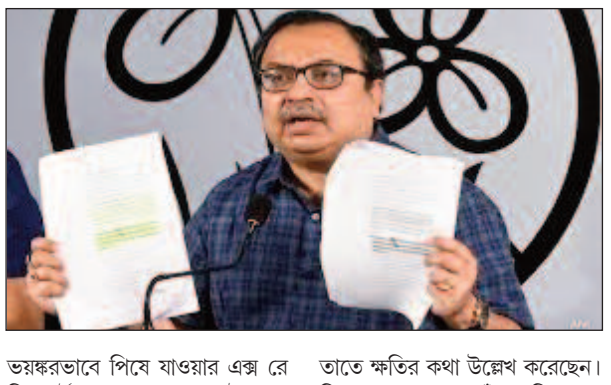

ভয়ঙ্করভাবে পিষে যাওয়ার এক্স রে রিপোর্টে কোনো ফ্র্যাকচার নেই।

বিপ্লবী পোস্টদাতারা একটু রিপোর্টটা পোস্ট করবেন প্লিজ? তা না করে শুধু 'আমি সোমা বলছি' র মডেলে মিথ্যাচারের নাটক কতক্ষণ চলবে? গাড়িতে হামলা, কাঁচ ভাঙা, জাতীয় পতাকা খোলা, ঝুলতে থাকা, বেয়ে ওঠার অসভ্যতার মধ্যে। এক্স হ্যান্ডেলে পরপর দুটি পোস্ট করে কুণাল ঘোষ আসলে দুই সময়কালকে ধরতে চেয়েছেন। একটি পোস্টে তিনি শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে হামলা এবং তাতে ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে তাঁর নিশানায় এসএফআইয়ের 'মিথ্যাচার'। যিনি শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় জখম হয়েছেন বলে বাম ছাত্র সংগঠন দাবি করছে, তাঁর এক্স রে রিপোর্টটি প্রকাশ্যে আনার কথা পোস্টে উল্লেখ করেছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। সেইসঙ্গে আর জি করের ঘটনার সময় বামেরা কীভাবে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করেছিল, তাও জানান।

দ্বিতীয় পোস্টটিতে তিনি ১৯৯৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি জনসভার কথা উল্লেখ করেছেন সেসময়ের ছবি দিয়ে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী। তাঁকে ঘিরে প্রচুর মানুষ। এই ঘটনা সম্পর্কে বামেদের ব্যাখ্যা, আন্দোলনের নামে রাস্তায় নেমে মমতা সেসময় জয়প্রকাশ মজুমদারের গাড়ি ভাঙচুর করেছেন। অর্থাৎ বামেরা সেই ঘটনার সঙ্গে শনিবারের ঘটনার তুলনা এভাবেই করতে চেয়েছেন। কিন্তু এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে কুণাল ঘোষের দাবি, 'মিথ্যাচার বন্ধ করুন। বামেরা দিদির এই ছবি দিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের গাড়ি বলে পোস্ট করছে। এসব ছাগলদের বলে রাখি, 'দিদি জয়প্রকাশ নারায়ণের গাড়ির উপর কখনও ওঠেননি। এই ছবিটি ১৯৯৬ সালে আলিপুরের। গাড়িটি আমার ব্যবহারের। গাড়ির ভিতরে তখন কেউ ছিল না। সামনে বিপুল জনতা। যাতে সবাই দিদির কথা শুনতে পান, তাই উঁচু জায়গার দরকার ছিল। এর সঙ্গে কোনও গাড়িতে কোনো হামলার সম্পর্ক নেই।'

মার্চেই লু বইবার আশঙ্কা আবহাওয়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মার্চেই বইতে পারে লু। কয়েকদিন আগেই আশঙ্কার কথা শুনিয়েছিল আবহাওয়া দফতর। আর সেই পূর্বাভাসই যেন সত্যি করে মার্চের শুরু থেকেই হু হু করে চড়ছে পারদ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। তবে তারপর থেকে আগামী ৪ থেকে ৫ দিন তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না। এমনকী বর্তমানে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। মোটের উপর আকাশ পরিষ্কার থাকছে। শুকনোই থাকবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, জেলার দিকে খুব সকাল এবং সন্ধ্যায় মোটের উপর মনোরম আবহাওয়াই থাকবে। কিন্তু, বেলা বাড়তেই দাপট বাড়বে উষ্ণতার দাপট। রাতের দিকে সামান্য অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকতে পারে। স্বাভাবিকের উপরেই থাকবে পারদ। স্বাভাবিকের ওপরে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘোরাফেরা করছে ৪৩ থেকে ৯৬ শতাংশের মধ্যে। আগামী কয়েকদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরে থাকতে পারে।

তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি না হলেও উত্তরবঙ্গে থাকছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। রবিবারই দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। তবে সোমবার থেকেই আবার আকাশ পরিষ্কার। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে না। পরিষ্কার আকাশই থাকবে দিনভর। পার্বত্য এলাকায় দু'এক জায়গায় কুয়াশা-ধোঁয়াশার খেলা দেখা যেতে পারে। তবে তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকালে জগদ্দলের মজদুর ভবনে এসে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সংসদ অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করলেন চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবীর পুত্রও। এই সাক্ষাৎ নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, উনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে চান। বাংলাদেশে সনাতনীদের ওপর অত্যাচার এবং বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন-সহ একাধিক ইস্যু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাবু ওনাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর আইনজীবীকে আশ্বস্ত করে অর্জুন সিং বলেন, সঠিক জায়গায় তাঁর কথা তিনি পৌঁছে দেবেন। যাতে ওনারা ডেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভালো নয়। ওনার শারীরিক অবস্থাও ভালো নয়। তবে কূটনৈতিক চাপ বাড়িয়ে ওপর বাংলায় যাতে সনাতনীদের ওপর

অত্যাচার কমানো যায়, সেই চেষ্টা করা হবে। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে নিশানা করে তিনি বলেন, ভুয়ো ভোটার খোঁজার নামে ফিরহাদ হাকিম হিন্দুদের বাড়ি গিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন। সেটা তাঁরা নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ওপার বাংলার সনাতনীদের দুঃখ দুর্দশা তিনি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানাতে চান। তাঁর সংযোজন, প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সঙ্গে উনি সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন। ওনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে কথা হবে। বর্ষীয়ান এই আইনজীবীর আক্ষেপ, অনেকের সঙ্গে দেখা করেছি। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানিয়েছি। কিন্তু কেউ সমাধান দিতে পারছেন না।

ঘোলায় সরকারি জমি দখলের অভিযোগে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার সরকারি জমি জবরদখল করার অভিযোগ উঠেছে ঘোলা থানার বিলকান্দা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নবপল্লী এলাকায়। সরকারি জমির চারধার পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখার অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান দীন মহম্মদের বিরুদ্ধে। দখল জমি মুক্ত করার দাবিতে এদিন সোচ্চার হলেন গ্রামবাসীরা। প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালেন। স্থানীয় বাসিন্দা প্রতিমা হালদারের অভিযোগ, বহু বছর ধরে প্রাক্তন প্রধান দীন মহম্মদ এবং ক্লাবের লোকজন সরকারি জমি দখল করে রেখেছে। তাঁর দাবি, এলাকার কচিকাঁচাদের খেলাধূলার জায়গা নেই। তাই পাঁচিল ভেঙে মাঠটা পরিষ্কার করে দিলে ওখানে বাচ্চারা খেলাধূলা করতে পারবে। আরেক বাসিন্দা অসীম মন্ডলের অভিযোগ, দীন মহম্মদের নেতৃত্বে স্থানীয় ক্লাব

ওই জমিটা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দখল করে রেখেছে। তাঁর দাবি, এলাকায় অনুষ্ঠান করার মতো ফাঁকা জায়গা নেই। অনুষ্ঠান করার জন্য পাঁচিল ভেঙে জায়গাটা খালি করে দেওয়া হোক। যদিও প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান দীন মহম্মদের সাফাই, আজ থেকে ৩০ বছর আগে ক্লাব ওই জমিটা দখল করেছে। তখন তিনি ক্লাবেও ছিলেন না। ওই জমিতে গরিব মানুষজন চাষাবাস করেন। গত দশ বছর ধরে তিনি ক্লাবেও নেই। প্রয়োজনে সরকার ওই জমি নিয়েও নিতে পারে। এই বিষয়ে বিলকান্দা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান প্রবীর দাস বলেন, গ্রামবাসীরা এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। ওখানে ১০-১২ বিঘে আয়তনের জমি পাঁচিল দিয়ে দখল করে রাখা হয়েছে। বিডিওকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি মেনে তাঁরা দখল জমি মুক্ত করার চেষ্টা করবেন।

ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট বাতিলের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো ভোটার কার্ডে রক্ষা নেই, এবার দোসর ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট। শোরগোল শিলিগুড়িতে। বেআইনিভাবে জমি দখলের মামলাকে কেন্দ্র করেই সামনে এসেছিল একটি ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট। পরবর্তীতে দেখা গেল অন্তত একশো ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে। যার সঠিক রেকর্ড পর্যন্ত নেই। তাহলে কী অসাধু কাজেই ব্যবহার করার ছক ছিল? চাপানউতোরের মধ্যেই দ্রুত বাতিলের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। কিন্তু, কোথা থেকে মূল ঘটনার সূত্রপাত?

সূত্রের খবর, বাগডোগরায় মাধব চন্দ্র মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন ২০০০ সালে। তার জমির উত্তরাধিকার নিয়ে মামলা হয় ২০১৩ সাল নাগাদ। মামলা করেন রেখা পাল নামে এক মহিলা। মামলা শুরু হতেই নানা তথ্য জমা পড়ে আদালতে। সেখানেই জমা পড়েছিল একটি ডেথ সার্টিফিকেট। তাতে দেখা যাচ্ছে মাধবের মৃত্যু হয়েছে ১৯৯৮ সালে। কিন্তু, এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায় বাস্তবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ২০০০ সালে। এদিকে ডেথ সার্টিফিকেটে সই পয়েছে বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রবীর রায়ের। তাতেই সন্দেহ বাড়ে রেখা পালের। এরপরই তথ্য জানার অধিকার আইনে সত্যি খোঁজার চেষ্টা করেন রেখা পাল এবং স্থানীয় এক সমাজসেবী গৌতম কির্তনিয়া। স্বাস্থ্য দফতর সহ জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধকরণ দফতরের দ্বারস্থ হন। কিন্তু জানানো ওই নির্দিষ্ট সার্টিফিকেটের নম্বরের কোনও তথ্য তাঁদের কাছে নেই।

গৌতম কির্তনিয়া বলছেন, 'যখন বুঝলাম সার্টিফিকেটটি ভুয়ো তখনই আরও সন্দেহ বাড়ে। ওই সার্টিফিকেট যে বই থেকে ইস্যু করা হয়েছিল তার আগে পিছে মোট একশোটি ডেথ সার্টিফিকেট কাদের কী নথির ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে তা

জানতে চেয়ে ট্রেজ্জ করি। এক্ষেত্রেও এর উত্তরে ২০২৪ সালের ৩০ অগস্ট স্বাস্থ্য দফতর জানায় ওই বইয়ের বাকি সার্টিফিকেট নিয়েও তাদের কাছে তথ্য নেই।' এরপরেই হাইকোর্টে জনসবার্থ মামলা করেন গৌতম কির্তনীয়া। অবিলম্বে ওই সমস্ত ডেথ সার্টিফিকেট বাতিল করার দাবি জানান। গত ২০ ফেব্রুয়ারি প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চ সব খতিয়ে দেখে ডেথ সার্টিফিকেটগুলি বাতিলের নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে জেলা বাতিলের জন্য নোটিস জারির নির্দেশ দেওয়া হয় জেলাশাসককে।

গৌতম কির্তনীয়া বলছেন, 'একটি ভুয়ো সার্টিফিকেট তো প্রায় একশো কোটির জমি হরফ করতে বানানো হয়েছিল। বাকি সার্টিফিকেট কাদের ইস্যু করা হয়েছে জানি না। পাসপোর্ট থেকে ভোটার, আধার কার্ড তৈরি করা, অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব দিতে, জমি দখল করতেই এর ব্যবহার হচ্ছে বলেই আশঙ্কা করছি।' অন্যদিকে রেখা পালের মেয়ে কৃষ্ণা পাল বলেন, 'এভাবে বহু ভুয়ো সার্টিফিকেট টাকার বিনিময়ে মিলছে। যেসব সামনে রেখে নানা অবৈধ কাজ হচ্ছে। এখনও উত্তরাধিকার সূত্রে ওই জমি পাইনি। যারা এসব করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হোক।'

অন্যদিকে যে সময়ে মাধবচন্দ্র দে'র নামে এই সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছিল তখন গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় কংগ্রেস। উপপ্রধান ছিলেন প্রবীর রায়। তারই সই রয়েছে সার্টিফিকেটে। এখন তিনি আবার তৃণমূলে। টেলিফোনে প্রবীর জানান, 'সার্টিফিকেটে আমার সই থাকলে আমিই তা দিয়েছিলাম। কিন্তু কেন স্বাস্থ্য দফতরে রেকর্ড নেই, কেন এসব বাতিল তা আমি বলতে পারব না। সঠিক নথি দেখেই আমি ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করেছিলাম। বহু পুরানো ঘটনা, এখন আর মনে নেই।'

চাপানউতোর চলছে রাজনৈতিক মহলে। স্থানীয় বাগডোগরা (লোয়ার) গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ত্রায়ের কপি পেয়েছি। যে বই থেকে ওই সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছিল গোটা বইটার খোঁজ নেই আমাদের কাছেও। কারা ওগুলো পেয়েছেন জানি না। নানা পরিষেবা নিতে ওই নির্দিষ্ট ডেথ সার্টিফিকেট কেউ জমা দিলে পদক্ষেপ করব স্থানীয় তৃণমূল নেতা নিরেন রায় বলেন, 'এমনটা হয়ে থাকে তাহলে কারা করলেন তাঁদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হোক। যারা করেছিলেন তারা যদি এখন তৃণমূলেও থাকে তাহলেও শাস্তি হোক। যারা দু'নম্বরি করছে তাদের শাস্তি চাই।' অন্যদিকে ঘটনা সামনে আসতেই হইচই শুরু করেছে বিজেপিও। বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'এই ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট শুধু জমি দখলে নয়, নাগরিকত্ব পেতেও কাজে লাগে অনুপ্রবেশকারীদের কাজে লাগে এরা বাংলাটাকেই বেচে দেয়নি এটাই যা সান্তনা।'

'কাকা চারবার খুনের চেষ্টা করেছিল', দাবি নাবালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'কাকা আমাকে চারবার খুনের চেষ্টা করেছিল। তবুও আমি মরিনি। জীবনে বড় হতে চাই।' শনিবার হাসপাতালের বেডে বসে পুলিশকে এমনটাই জানিয়েছে ট্যাংরার অভিজাত দে পরিবারের নাবালক। তার কথায়, বাবা-কাকার ব্যবসার অবস্থা যে ভালো নয়, তা সে জানত। তার মা সুদেষ্ণ দে তাকে ভরসা করে অনেক কথা বলতেন। সেও বিভিন্ন ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করত। কিন্তু আত্মহত্যার পরিকল্পনা তাকে বা তার দিদিকে জানানো হয়নি।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে তার মা ও কাকিমা তার হাতে পায়েসের বাটি তুলে দেন। কাকা তাকে খেতে বলেন। পায়েস খাওয়ার সময় তার সন্দেহ হয় বলে পুলিশকে জানিয়েছে প্রতীপ। ওষুধ মেশানো পায়েস তাকে না জানিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। কাজেই প্রতীপের মতে, সেটাই তাকে খুনের প্রথম চেষ্টা। তার কথায়, পরদিন কাকা তাকে জীবিত দেখে প্রথমবার তার মুখে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে। সে নিশ্বাস বন্ধ করে কোনওমতে বেঁচে যায়। তারপর বাবার সামনেই কাকা তার হাত কেটে খুন করার চেষ্টা করেন। প্রতীপের দাবি, তার মৃত্যু না হওয়ায় প্রসূন ফের ছুরি দিয়ে তার হাত বা গলা কেটে তাকে খুন করার চেষ্টা করে। যদিও ওই সময় তার বাবা কাকাকে বাধা দেন। ভাইকে প্রণয় বলেন, ছেলেকে ছেড়ে দিতে। ওকে মারতে হবে না। দোতলায় এই ঘটনার পর বাবা ও কাকা তাকে নিয়ে তিনতলায় উঠে যান।

ভাইপো এই বয়ান দিয়েছে, তা জানতে পেরেই পুলিশের সামনে মেজাজ হারাচ্ছেন ছোট ছেলে প্রসূন দে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, বিরক্ত হয়ে প্রসূন পুলিশ অফিসারদের বলেন, তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাই এখনই কারও সঙ্গে কোনও কথা বলতে চান না। উল্লেখ্য, একদিন আগেই প্রসূন স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তিনি স্ত্রী ও বউদির হাতের শিরা ও গলা কেটে খুন করেছেন। যদিও মেয়েকে খুনের কথা স্বীকার করেননি তিনি। পুলিশের ধারণা, প্রসূন হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর দিকেই আঙুল যাচ্ছে। সেই কারণে পুলিশের সামনে আর মুখ খুলতে চাইছেন না। যদিও গ্রেপ্তারির আগেই ফের প্রসূনকে জেরা করতে চায় পুলিশ। একই সঙ্গে কীভাবে প্রসূন এতটাই নৃশংস হলেন, সেই উত্তরও খুঁজছে পুলিশ। এদিকে সূত্রের খবর, দাদা ও ভাইপো যে খুনের ঘটনায় তার উপরে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন, তা জানতে পেরে রেগে যাচ্ছেন প্রসূন। বার বার বেডে শুয়েই যে পুলিশ কর্মীরা পাহারায় রয়েছেন, তাঁদের কাছেও নিজের সাফাই গাওয়া চেষ্টা করছেন। আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ কাছে গেলেই মেজাজ হারিয়ে ফেলছেন দে পরিবারের ছোট ছেলে। হাসপাতাল কর্মীদের বারবার বলছেন বুকে ব্যথা। কথা বলতে পারছেন না তিনি। দে পরিবারের বড় ছেলে প্রণয় দে পুলিশকে জানিয়েছে, শুধু গাড়ি ধাক্কা দেওয়ার জন্য মনোমতো জায়গা খুঁজে পাননি তাঁরা। প্রথমদিকে কোনও গাড়িতে বা তার পর কোনও দেওয়ালে মুখোমুখি ধাক্কা দেওয়ার সুযোগ পাননি। সেই কারণেই গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে ট্যাংরার বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান তাঁরা। এর পরই এম বাইপাসে উঠে গাড়ির ধাক্কা দেন মেট্রো রেলের পিলারে।

সম্পাদকীয়

বাড়তি পণ্য উৎপাদনের জন্য সাধারণ মানুষ বেকার হন

এআই-এর ব্যবহার যত বেশি হতে থাকবে, বাড়বে বেকার বাহিনী। খোঁজ নিলে দেখা যাবে পৃথিবীর উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে একই চিত্র। এ সঙ্কট মেটার নয়। সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যাবে আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে দাসব্যবস্থা, আবার দাসব্যবস্থা ভেঙে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এসেছে। প্রতিটি সমাজে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে হাতিয়ার করে উৎপাদিকা শক্তি এগিয়েছে এবং এই শক্তির সঙ্গে স্থিতিশীল উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব হয়েছে। এর পরিণতিতে প্রচলিত সমাজ ভেঙে পরবর্তী সমাজ তৈরি হয়েছে। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কিত লেখায় জোসেফ স্তালিনের কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য; উৎপাদিকা শক্তিকে বিপুল ভাবে বিকশিত করে পুঁজিবাদ এমন দ্বন্দ্বের জালে জড়িয়ে পড়েছে, যা থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা তার নেই। উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে, আর তার দাম কমিয়ে পুঁজিবাদ প্রতিযোগিতাকে তীব্র করেছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যক্তিমালিকদের ধ্বংস করছে, তাঁদের সর্বহারায় পরিণত করছে এবং তাঁদের কেনার ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। অপর দিকে উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বিরাট বিরাট কলকারখানায় একত্র করে পুঁজিবাদ উৎপাদনকে সামাজিক চরিত্র দিয়েছে। এর ফলে পুঁজিবাদের নিজের ভিত্তি ক্ষয় হচ্ছে। কারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়ার এই সামাজিক চরিত্র উৎপাদন উপকরণের সামাজিক মালিকানা দাবি করে। কিন্তু উৎপাদন উপকরণ এখনও পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই অবস্থা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের এই ক্রমান্বয় দ্বন্দ্বের ফলে মাঝে মাঝে অতি উৎপাদনের সঙ্কট দেখা দেয়। জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা নিজেরাই কমিয়ে তখন পুঁজিপতিরা দেখতে পান, তাঁদের পণ্যের কার্যকর চাহিদা নেই। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা উৎপন্ন দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলেন, উৎপাদিত জিনিসপত্র নষ্ট করে দেন, উৎপাদন বন্ধ করে দেন এবং যে সময় লক্ষ লক্ষ লোক কাজ ও খাদ্যের অভাবে হাহাকার করেন, সেই সময় উৎপাদিকা শক্তিকে পঙ্গু করে দেন। পণ্যের অভাবে নয়, বরং বাড়তি পণ্য উৎপাদনের জন্যই সাধারণ মানুষ বেকার হয়ে যান, অনাহারে থাকেন।

শব্দবাণ-২০৮

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পুকুর ৩. দীনদরিদ্র, অনুকম্পার পাত্র ৫. বিস্তারিত ৬. (আল.) তীব্র রসাত্মক বাক্য ৭. সম্পূর্ণ ৯. আশা, কামনা ১১. শিব ১২. রুটি সেঁকবার বিশেষ ধরনের বড়ো উনুন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মুসলমানদের জপমালা ২. গুরু ৩. কুল গাছ ৪. শক্ত ৭. অবসান, পরিত্রাণ ৮. পায়চারি ৯. পরন্তু, পক্ষান্তরে ১০. শ্যামবর্ণ।

সমাধান: শব্দবাণ-২০৭

পাশাপাশি: ২. প্রত্যবসান ৩. বলপূর্বক ৬. নগরপাল ৭. সমীকরণ।

উপর-নীচ: ১. আত্মগোপন ২. প্রত্যবহার ৪. পূর্বলক্ষণ ৫. করণাধ্যক্ষ।

জন্মদিন

আজকের দিন

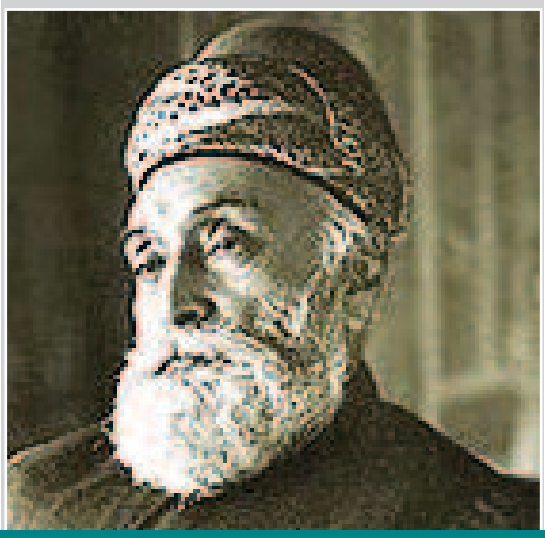

জামশেদজি টাটা

১৮৩৯ *বিশিষ্ট শিল্পপতি জামশেদজি টাটার জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শঙ্কর মহাদেবনের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরের জন্মদিন।*

তুমি নারী — জাগো, গর্জে ওঠো

মতিউর রহমান

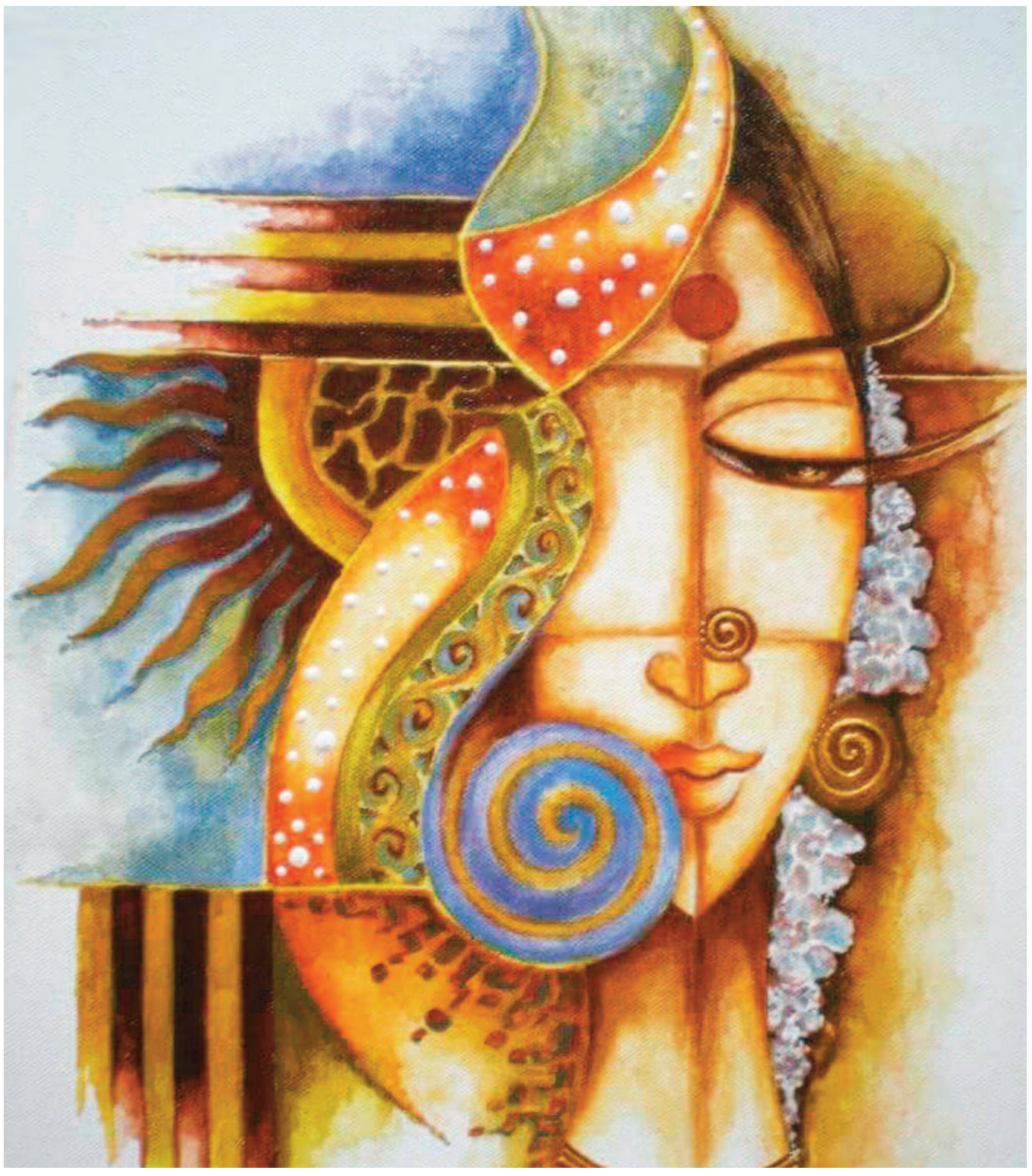

রহস্যময়ী

তুমি নারী। তুমি লক্ষ-কোটি পুরুষ-হৃদয়ের স্বপ্ন। তুমিই পৃথিবীর প্রথম স্টেশন, তুমিই পৃথিবীর শেষ স্টেশন! তোমার প্রেম-সমুদ্রে অবগাহন করে পুরুষ খুঁজে পায় জীবনের সার্থকতা। তোমার জন্যই এত যুদ্ধ, এত সংঘাত, এত রক্ত। তুমি কুহকিনী- মায়াবিনী, তুমি লাস্যময়ী অনন্যা। তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-রহস্যের ন্যায় অপার রহস্যের আধার। তোমার হৃদয়-রহস্য উন্মোচনে হাজার হাজার বিজ্ঞানী, গবেষক হাঁপিয়ে ওঠে। তবুও খুঁজে পায় না তার সঠিক কিনারা। তোমার রূপে-গুণে-মোহিনী শক্তিতে পুরুষ মুগ্ধ , মোহিত । তোমার হাসি তো হাসি নয়, যেন গোলাপি ঠোঁটের ফ্রেমে মুক্তোর ঝিলিক। সময় সময় তা মোনালিসার হাসির মতো চিরন্তন রহস্যের আধার। নারী, কোথায় পেলে এমন মায়াবী চোখ, মোমঢালা ত্বক? তোমার এমন মেঘকালো কেশ, কখনো সোনালী চুলের ঢেউ প্রভাতের নবারুণে উদ্ভাসিত ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্যকেও ম্লান করে দেয়। তোমার শরীরী তরঙ্গের অব্যর্থ চুম্বক পুরুষের চিন্তাভাবনাকে উথাল-পাথাল করে দেয় ,কেড়ে নেয় রাতের ঘুম। তোমার চোখের ইঙ্গিতপূর্ণ ইশারা কামনা বাসনার আগুনে জ্বালিয়ে দেয় পুরুষকে ,তার হৃদয়তটে আছড়ে পড়ে সুনামির ঢেউ। সৃষ্টির আনন্দে তখন দুচোখ ভরে দেখতে থাকে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন। তোমাকে নিয়েই বোনে স্বপ্নের মায়াজাল, তোমার মায়াবী মনের লুকোচুরি খেলায় মর্ত্যের মাটিতে খুঁজে পায় স্বর্গের সন্ধান। আজও কোটি কোটি পুরুষ তোমার প্রতীক্ষায় থাকে পথ চেয়ে।

ছলনাময়ী

নারী তুমি ছলনাময়ী। ছলা-কলা-লীলা পুরুষ বধের এই মহৌষধের একচেটিয়া স্বত্বাধিকার তো শুধু তোমারই। তোমার ছলনাজালে আবদ্ধ হয়ে পুরুষ ছটফট করে দিবারাত্র। পতঙ্গ যেমন আগুনের আকর্ষণে ছুটে গিয়ে পুড়ে মরে , পুরুষও তেমনি তোমার ছলনার বহ্নিশিখায় জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায় । তোমার সম্মোহনী শক্তি, শরীরী সম্ভারের পাহাড়ি ঢালে গড়াগড়ি খেতে খেতে তলিয়ে যায় মহাকালের রহস্যময় অতল গহ্বরে। তোমার ছলনাবাণে যুগে যুগে কত রথীমহারথী হয়েছে ধরাশায়ী। শুধু তোমার জন্য সে রোম জ্বালিয়ে দিয়েছে, লঙ্কা করেছে তছনছ, বাঁধিয়েছে কুরুক্ষেত্র, ধ্বংস করেছে মেবার। তোমার পাতা ত্রিকোণ প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে সে শহীদ হয়েছে কতবার! তবুও তোমার ভয়ংকর সুন্দর রূপ তাকে টানে তোমার দিকে বারবার।

স্নেহময়ী

নারী তুমি স্নেহময়ী। তোমার স্নেহের সিন্ধুতে অবগাহন করে ধন্য হয়েছে স্রষ্টার সৃষ্টি। স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা - এ তো ঈশ্বরের দেওয়া তোমার শুধু শ্রেষ্ঠ অলংকারই নয় , অহংকারও । তুমি করুণার প্রতিমূর্তি। তুমি ধরিত্রীর মতো সহনশীল। সেবার ধর্মে তুমি মহান। আত্মত্যাগেও তুমি তুলনাহীন। তুমি করুণার সিন্ধু মমতাময়ী মাদার টেরেজা, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুমূর্ষুদের স্নেহময়ী সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল ।

প্রেরণাদায়িনী

তুমি সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণা। তুমি ব্যতীত স্রষ্টার সৃষ্টিও অসম্পূর্ণ। তুমি কবির কল্পনা, বড় মানুষদের বড় হয়ে ওঠায় প্রেরণা, তুমি বিরহীর বাঁশির সুর, ব্যর্থ-প্রেমিকের শোকগাথা। তুমি সাহিত্যিকের মন-বীণায় সুরের ঝংকার, তুমি শিল্পীর শিল্প। তুমি ভাস্করের ভেনাস , দ্যা ভিঞ্চির মোনালিসা। জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত সৈনিকের কাছে তুমি একঝলক ম্লানরোদের হাসি, নতুন কর্মপ্রেরণার মন্ত্র। তুমি হতাশ হতোদ্দমের আশ্রয়, সঞ্জীবনী শক্তি, জীবনযুদ্ধে নতুন উদ্যোমে ঝাঁপিয়ে পড়ার অক্সিজেন। তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি বর্ণহীন জীবনকেও রাঙিয়ে দেয় সুরে সুরে, রঙে রঙে।

বাসনার বহ্নিশিখা

নারী তুমি আগুন। তুমি কামনা-বাসনার বহ্নিশিখা। তুমি আগ্নেয়গিরির লাভা, তোমার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়েই শান্তি! তোমার শরীরে সাজানো যৌবন- সম্ভার পুরুষের শরীরে জাগায় শিহরণ, রক্তে তোলে তুফান। তোমার শরীরী চুম্বকের টানে রক্ত মাংসের মানুষ ছুটে যায় দুর্বার বেগে যেমন নদী ছুটে যায় মোহনার দিকে। তোমার ছোঁয়ায় জেগে ওঠে ঘুমন্ত সিংহ! তোমার আগুনে পুরুষ সেঁকে নেয় ঠান্ডায় জমে যাওয়া শরীর। যৌবন-জোয়ার ভাসিয়ে দেয় সংযমের বেড়াজাল। সঙ্গমের সমুদ্র-স্রোতেই শান্ত হয় উত্তাল সিন্ধু।

জননী

তুমি মা। তুমিই সৃষ্টির প্রথম কথা, তুমিই সৃষ্টির শেষ কথা। বিশ্বজনীন মাতৃত্বের একচেটিয়া অধিকার তো শুধু তোমারই। ফুটফুটে একটি সন্তান তোমার জীবনে নিয়ে আসে পূর্ণতা। তোমার কোলই তো শিশুর কাছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান , তুমিই তো তার নির্ভরতার প্রতীক। তোমার স্নেহের আঁচলেই সে খুঁজে পায় ভালোবাসার পরশমণি। তুমি না থাকলে এই পৃথিবী হয়ে যেত বন্ধ্যা, প্রাণের ধারা শুকিয়ে গিয়ে হয়ে যেত মরুভূমি। কল্লোলিত প্রাণের তরঙ্গ থেমে গিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসত শ্মশানের নীরবতা।

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে

সংসার! দাম্পত্য সম্পর্কের আশ্রয়স্থল! সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে সুখের নীড়! তিল তিল করে বাবুই পাখির মতো যে গড়ে সে তো নারী। সংসার-সজ্জার নিপুণ কারিগর, পাকশালার প্রাণভোমরা — নারীর মেধা মননের ছোঁয়ায় জ্বলজ্বল করে সংসার। তার মরমী হৃদয়ের ছোঁয়ায় প্রাণ পায় ইট-কাঠ -পাথরের কড়ি-বর্গা। সংসারে সুখপাখি বাঁসা বাঁধে যার সৌজন্যে সে তো নারী। স্বামী-সেবা, সন্তান-সেবা, গৃহ-সেবা তার ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে সে হয়ে ওঠে মহৎ মহীয়সী। নারীই সংসার বেঁধে রাখে মায়ার বাঁধনে, সুখের আতর ছড়িয়ে দেয় সমাজ সংসারে।

পদদলিত

নারী বর্তমানে অত্যাচারিত, পদদলিত, শোষিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত, দলিত, দংশিত। সে আজ বন্দিনী। দুপায়ে সংসার নামক সোনার শেকল। তার স্বাধীনতা আজ লুণ্ঠিত। সে ইচ্ছা করলেই মুক্ত ,খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতে পারে না। নিষেধের লালবৃত্ত প্রতিটি মেয়ের চারিদিকে। পুরুষ তাদের শোষণ করে, লুণ্ঠন করে, পরাধীন করে। নারীকে সে শুষে নেয়, তারপর প্রয়োজনে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে। এ জীবন, এ সংসার, এ পৃথিবীকে ভালোবাসে নারী আজ পণ্য হয়ে গেছে। পুরুষের দৌলতে নারীর লজ্জা-সম্ভ্রম বিক্রি হয় হাটেবাজারে! পুরুষের লালসা ও নীচতা, হিংস্রতা ও আধিপত্য, চাতুরী ও দখলদারির কাছে নারী হেরে গেছে। তাই তার এত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার, অপমান, শোষণ, বঞ্চনা। সে আজ বন্দী পুরুষের তৈরি কারাগারে। সে বন্দী নীতি-নিয়ম সংস্কারের কাছে। সে বন্দী সর্বত্র। কোথাও তার মুক্তি নাই। কোথাও তার স্বাধীনতা নাই। কোথাও তার শোষণহীন বঞ্চনাহীন সুখী সুন্দর জীবনের অধিকার নাই। সে পুরুষের দাসী। তার লালসা। তার ভোগ্যপণ্য। পুরুষ নারীকে পণ্য করে, শৃঙ্খলিত করে, বাঁদী করে। এতেই তাদের শান্তি। এতেই সুখ। মরুক নারী গুমরে গুমরে। সে পচুক কারাগারে - অন্ধকারাচ্ছন্ন সামাজিক গুহার ভিতরে। পুরুষ তাদের গণ্ডি বেঁধে দিয়েছে। এর বাইরে বেরিয়ে আসার তার অধিকার নাই। ধর্ম তাদের ইন্ধন যোগাচ্ছে। সমাজ তাদের আশকারা দিচ্ছে। রাষ্ট্র নারীর নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ - তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নেই, সামাজিক নিরাপত্তা নেই, রাজনৈতিক নিরাপত্তাও নেই। পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বধূহত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, নারী পাচার — তার ভাগ্যলিপি। নারীর প্রধান যোগ্যতা পুরুষকে তৃপ্ত ও তুষ্ট করা। পুরুষ নারীর রূপরস শোষণ করে, গুণগন্ধ শোষণ করে। প্রতিবাদ করলে তুমি মরবে, মরবে। বিড়ম্বিত, বিপন্ন, দুর্গত, নিরাশ্রয় নারী তুমি বন্দী পাকশালা আর শিশুপালন ঘরে। পুরুষ তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে ওটাই তোমার স্বর্গ।

বৈষম্যের কালাপাহাড়

সামাজিক বিধি-বিধান, সংস্কার-সমন, ধর্মীয় অনুশাসন-চোখরাঙানি নারীকে অত্যাচারিত, নিগৃহীত, শোষিত, ধর্ষিত, শৃঙ্খলিত করছে শরীরে, মনে। নারীর নিরাপত্তা দিতে রাষ্ট্রীয় অক্ষমতা ওইসব বীরপুঙ্গবদের উৎসাহিত করছে প্রতিনিয়ত। নারীকে পদদলিত, লুণ্ঠিত, ধর্ষিত করেই পুরুষের পৈশাচিক উল্লাস! সর্বত্রই নারী শোষিত, দ্বিখন্ডিত। নারী আজ পুরুষের হাতের পুতুল, ক্রীতদাস। সর্বত্রই বঞ্চনা আর বৈষম্য। শত দোষ করেও পুরুষ ধোওয়া তুলসী পাতা। আর নারী সামান্য দোষেই পাপী, অসতী, বেশ্যা। পুরুষ রচে দিয়েছে নারীর সংবিধান - নারী স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে, পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে, পুরুষের কথার উপর কথা দেবে না। নারীকে ভোগ কর, নারীকে মারো, নারীকে শৃঙ্খলে বন্দি কর। পুরুষের কোন ভয় নেই কারণ সামাজিক আইন-কানুন-বিধান তাকে সমর্থন দিয়েছে, ধর্মীয় কালাকানুন তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে , রাষ্ট্রীয় অক্ষমতা তাকে সাহস জুগিয়েছে। তাই পুরুষ যা খুশি করতে পারে, যেখানে খুশি যেতে পারে । কিন্তু নারী পারেনা, কারণ তার পায়ে বেড়ি, নারীত্বের বেড়ি। বাড়ি থেকে বেরোলেই , স্বাধীন হতে চাইলেই সে পারবে না। বাইরে লক্ষ কোটি বুনো ষাঁড় তাকে ছিঁড়ে খাবে, টুকরো করবে, পিষে দেবে। শরীরে, প্রাণে মেরে দেবে। পুরুষ ব্যভিচারী হলে তার সাত খুন মাফ আর নারীর ক্ষণিক দুর্বলতার জন্য সে বেচারি চিরজীবনের জন্য দাগী রয়ে যায়, তার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। নারীর দুর্নাম কলের কালো ধোঁয়ার মত নিমেষে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। পুরুষের বেলায় আইনটা আলগা আর নারীর বেলায় শক্ত। কেন? কেন? একটা পুরুষ একা একা জীবন কাটাতে পারে কিন্তু একটি নারী তা পারে না। তাহলে তাকে অনেক কু কথা শুনতে হয়। পুরুষকে তাদের আশ্রয় হিসাবে নিতে হয়। না হলে ভয়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় তার জীবন তরুর প্রতিটি পাতা। পুরুষের মন জোগানো ছাড়া, তাদের সঙ্গ দেওয়া ছাড়া নারীর যেন বাঁচার অধিকার নাই । একা একা বাঁচার চেষ্টা করলে নারীকে হতে হয় পাপিষ্ঠা, ভ্রষ্টা, কলঙ্কিনী। সমাজ তাকে ছিঁড়ে খাবে, পুরুষ তাকে ছিঁড়ে খাবে। মূর্খ, শিক্ষিত সব পরিবারেই মেয়ে সন্তান জন্মালে হাঁড়ির কালির মত কালো হয়ে যায় সকলের মুখ - কি শ্বশুর, কি শাশুড়ি, কি স্বামীর। নারীকে অপরাধী হতে হয়। কিন্তু এতে নারীর দোষ কোথায়? সন্তানের বীজটি তো আসে পুরুষের কাছ থেকে। পক্ষান্তরে পরিবারে যদি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে সন্তানের মা সেখানে যুদ্ধে বিজয়ী বীরের সম্মান পায়। কেন এই বৈষম্য? কেন? কেন? বর্তমানে মানুষ আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে জানতে পারছে মায়ের পেটে কি সন্তান। কন্যা সন্তান হলে বহু ক্ষেত্রেই ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে। কেন? কেন? একজন পুরুষ নিত্য নিত্য স্ত্রী বদল করছে কিন্তু নারী তা পারে না। পারলেও মুষ্টিমেয়। একটি পুরুষ পাঁচটি বিয়ে করছে শোনা যায় কিন্তু তা নারীর ক্ষেত্রে শোনা যায় না। একমাত্র মহাভারতেই এই ঘটনা দেখা যায়, বাস্তবের মাটিতে নয়। একটি মেয়ের বিয়ের পর স্বামী মারা গেলে তার সহজে বিয়ে হচ্ছে না — কেউ বিয়ে করতে চাইছে না । কেন? কি অপরাধ তার? অথচ পুরুষের স্ত্রী আজ মারা গেলে কাল তার বিয়ে করতে দোষ নাই। বৈধব্যের বিষাদ শুধু নারীর জন্য, পুরুষের জন্য নয়। কেন? অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় ও ভার কেন শুধু নারীকেই বহন করতে হয়? কেন? কেন? বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন — ওসব বড় বড় ব্যাপার। ওগুলি দেখবে পুরুষ! বিদ্যাবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, মনুষত্ব নাকি পুরুষকে মানায়, নারীকে নয়! সম্বর্ধনা পাবে পুরুষ। পুরস্কার পাবে পুরুষ। নারী তাদের গলায় ফুলের মালা পরাবে, মঞ্চের শোভা বাড়াবে। এর বাইরে নারী নৈব নৈব চ। সমাজ তাকে সুযোগ দেয় নি, পরিবার তাকে সুযোগ দেয়নি। কারণ বড় বড় ব্যাপারগুলো পুরুষের জন্য, নারীর জন্য নয়। দু'একটি ব্যতিক্রম দেখে উল্লসিত হলে চলে না। চারিদিকে বৈষম্যের পাহাড়। বৈষম্যের বেড়াজালে সে বন্দি, বন্দি ।

নারী মুক্তি সম্ভব!

সম্ভব। নারী মুক্তি সম্ভব। রূপ-যৌবন ভাঙিয়ে বড় হওয়ার চেষ্টা নয়, গুণে বড় হতে হবে নারীকে। বিদ্যাবুদ্ধি , ব্যক্তিত্ব, মনুষত্বে বড় হতে হবে নারীকে। আত্মশক্তির উদ্বোধন করতে হবে। নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে। নিজে খোঁড়া সেজে পুরুষ নামক অবলম্বনের সাহায্যে নয় । দ্বিধাদ্বন্দ্ব , ভয় , পারস্পরিক হিংসা-ঈর্ষা ত্যাগ করে নিজেদের শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। পুরাতনের ভিতে গড়তে হবে নতুনের সৌধমালা। তাকে একত্রিত, সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। জীবনের সমস্ত ধারায় এগিয়ে আসতে হবে। আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করতে হবে। সমস্ত শৃঙ্খল থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে। সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চাই পরিবর্তন। ধর্মীয় শৃংখল, সামাজিক শৃংখল, বিধি-নিষেধ-সংস্কারের শৃংখল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে নারীকে । প্রলোভন আর কানে কানে মন্ত্রণার শৃংখল, মিথ্যা-ভালোবাসার শৃংখল। আরও কত শৃংখল । সমস্ত শক্তি নিয়ে, ইচ্ছা নিয়ে, মনোবল নিয়ে, তেজ নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে নারী যেদিন সমস্ত শৃঙ্খল চূর্ণ করে বেরিয়ে আসবে সেদিনই সম্ভব হবে নারী মুক্তি ।

তুমি কামদুনি-কাঠুয়া-আরজিকর

নারী তুমি কামদুনি-কাঠুয়া-আরজি কর। তুমি পুরুষের পশুত্ব -লালসা-বিকৃত বাসনার বলি। তুমি আট বছরের শিশুকন্যা, নাকি আশি বছরের বৃদ্ধা বিবেচ্য নয় । তুমি স্কুল পড়ুয়া, না বার বধূ, ডাক্তার, না বিমানবালা বিবেচ্য নয়। তুমি নারী - তোমার লিঙ্গে অধিকার চায়। তুমি ইচ্ছুক, না অনিচ্ছুক বড় কথা নয়। চায় অধিকার, চায় দখলদারিত্ব। যে কোন মূল্যে ইচ্ছার চরিতার্থতা চায়। তুমি মানলে ভালো কথা, না মানলে জোর করে মেরে-ধরে ইচ্ছপূরণ চায়। তোমাকে মেরে-ধরে-কেটে, তোমার যৌনাঙ্গ ছিঁড়ে-খুঁড়ে টুকরো করে হলেও তোমার শরীরে অধিকার চায়। প্রয়োজনে তোমাকে প্রাণে মেরে মৃত শরীরে চায় বাসনার পরিতৃপ্তি! প্রয়োজনে পঞ্চভূতে বিলীন করে দিতেও হাত কাঁপে না বিকৃতকাম পুরুষের। প্রয়োজনে প্রমাণ লোপাটে রাতের অন্ধকারে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে তোমাকে। ভস্ম করে তুমি। এভাবেই প্রতিদিন কত নারী হয়ে যাচ্ছে পঞ্চভূতে বিলীন। জাগো, জেগে ওঠো নারী, এই ভস্মের ভেতর থেকে ফিনিক্স পাখির মত তুমি জেগে ওঠো।

জাগো, গর্জে ওঠো নারী

আর নয়। আর ঘুমায়ো না নারী। অনেক হয়েছে। এবার তুমি জাগো। সমস্ত শক্তি নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বেরিয়ে এসো নারী। তুমি গর্জে ওঠো। তুমি ভেঙে ফেলো সব শৃংখল। তুমি দুর্বল নও। তুমি মহামায়ার অংশ। তুমি দুর্গতিনাশিনী - দানবদলনীর শক্তি। নারী তুমি একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো নিজের চেহারাটা। তুমি ক্লিষ্ট, জীর্ণ, রুগ্ন, মূর্খ, অন্ধ, বধির, বোবা হয়ে গেছো। তুমি সামাজিক মিথ্যার উপর দাঁড়ানো একটি ফ্যাকাশে পুতুল হয়ে গেছো। সতীদাহের আগুন, সামাজিক বিধি-বিধানের আগুন, পণপ্রথার আগুন, নির্যাতনের আগুন — কোন আগুনে পুড়তে হয় না তোমায়? পুড়ে পুড়ে তোমার চেহারা আজ কালো হয়ে গেছে। আর পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়। সকল শেকল ছিঁড়ে এবার তুমি উঠে দাঁড়াও, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াও। এসে দাঁড়াও মুক্ত আকাশের নিচে। সকল মিথ্যা সংস্কার ভেঙে এবার তুমি মানুষ হও। ভয় পেয়ো না, জীবন স্রোতস্বিনী নদীর মত। এক পাড় ভাঙে তো আর এক পাড় গড়ে। ক্ষোভগুলোকে জমাট বেঁধে বেঁধে বিস্ফোরণের রূপ দাও। ভোঁতা চেতনায় ছোড়ো লক্ষ্যভেদী তির। তাবৎ নিন্দার মুখে থুতু ছিটিয়ে ভয় দ্বিধা দূর করে সকল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। শৃঙ্খলাবাদীদের দিকে নিক্ষেপ কর ঘৃণা। নষ্ট সমাজ ও সভ্যতার দুই গালে কষিয়ে দাও বিরাশি সিক্কের থাপ্পড়। এ জীবন, এ পৃথিবী তোমারও। নদী, নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস, ঝরনা, সমুদ্র তোমারও। এ পৃথিবীতে বাঁচবার, চলবার, বলবার, ভালবাসবার অধিকার তোমারও। তুমি একাই অসংখ্য, বিপুল, বিস্তৃত। চেতনার গভীরে অন্ধকার রেখে পৃথিবী আলোকিত হয় না। নারীকে অবদমিত বঞ্চিত রেখে সৃষ্টি সার্থক হয় না। নারী তোমাকেই জ্বালতে হবে আলো। অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পৃথিবীতে অপরূপ হৃদয়ের আলো। তুমি দেখিয়ে দাও পুরুষকে, সমাজকে, পৃথিবীকে — তুমি পারো। কারণ তোমার সহিষ্ণুতা, সততা, একাগ্রতা অনেক বেশি। তাই আর দেরি নয়। দুনিয়াজুড়ে একসাথে ঐ শোষক অত্যাচারী জাতটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে দাও, গুঁড়িয়ে দাও মেকী পৌরুষত্ব আর শক্তির দম্ভ। চূর্ণ করে দাও তাদের পৌরুষত্বের অহংকার আর সামাজিক বৈষম্যের কালাপাহাড়। হ্যাঁ নারী, তুমি তা পারো। তোমার সমবেত প্রতিরোধ কাঁপিয়ে দিতে পারে তামাম দুনিয়া। তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করলে পুরুষ জীবনে নিভে যাবে সূর্য, পৃথিবী হয়ে যাবে অন্ধকার। তুমি পুরুষের জীবন থেকে সরে এলে তাদের জীবন হয়ে যাবে মরুভূমি, শেষ হয়ে যাবে সব কেরামতি। হ্যাঁ, তুমি পারো। জেগে ওঠো নারী, 'তুমি মহাশক্তি' ।

বন্যার হাত থেকে বাঁচতে পৃথক খানাকুল মাস্টার প্ল্যান করার দাবি তুলল খানাকুলবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বন্যার হাত থেকে খানাকুলকে বাঁচাও। ভয়ংকর বিপদ থেকে বাঁচার আর্তনাদ। কিন্তু প্রশাসন যেন সব জেনেও মুখ ঘুরিয়ে আছে। তাই এবার খানাকুল বাঁচাও সোসাইটির পক্ষ থেকে সমগ্র খানাকুলবাসীর জোরালো দাবি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের সঙ্গে খানাকুলকে যুক্ত করতে হবে। অথবা আরামবাগ মহকুমা তথা খানাকুলের জন্য আলাদাভাবে মাস্টার প্ল্যান করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই নিয়ে সোচ্চার তারা। প্রসঙ্গত, ১৭৮ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত খানাকুল। খানাকুলের মানুষের অনেক সমস্যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল এই এলাকার বন্যা। বর্ষার সময় দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণের ত্রিফলা আক্রমণে বিপর্যস্ত হয় সমগ্র এলাকা। তবে সম্প্রতি রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান রূপায়ণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় আশঙ্কার কালো মেঘ আরও ঘনীভূত হয়েছে। কারণ এই প্রকল্পে অভাগা খানাকুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকী যে রূপনারায়ণ নদী শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী সহ ইত্যাদি সমস্ত নদীর প্রবাহিত জলরাশি আজীবন একাই বহন করে চলেছে তার ড্রেজিং বা পলি অপসারণের কথা ভাবাই হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। খানাকুলকে সরিয়ে রেখে উক্ত প্ল্যান বাস্তবায়িত করা হলে খানাকুলের মানুষের দুর্ভোগ যে চরমে পৌঁছবে তার প্রমাণ পেতে অপেক্ষা রাখে না। তাই খানাকুলের মানুষের দাবি, দ্রুত খানাকুলের জন্য পৃথক মাস্টার প্ল্যান করা হোক। ২০২৪ সালের বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় খানাকুলে। বন্যার সময় খানাকুল সমগ্র রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের ন্যায় অবস্থান করে। বিগত বন্যায় দেখা গেছে, হাওড়া জেলাকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে ডিভিসির ছাড়া বিপুল জলরাশি বেগের মুখ থেকে অধিকাংশই (প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ) দামোদর দিয়ে না পাঠিয়ে মুণ্ডেশ্বরী নদী দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আবার নিম্নচাপের কারণে দ্বারকেশ্বর অববাহিকায় প্রবল বৃষ্টিপাত হলে এই নদীতে কোনও বাঁধ বা জলাধার না থাকায় তার অনিয়ন্ত্রিত জল বহন করার ক্ষমতা নদীর থাকে না। ফলস্বরূপ এই হিসেব বহির্ভূত জলে খানাকুল ও আরামবাগ এলাকা বন্যায় ভেসে যায়।

আর এই সমস্ত নদীগুলির নিকাশ নদী হিসাবে কাজ করে রূপনারায়ণ। সেজন্য রূপনারায়ণ নদীকে উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঘাটাল মাস্টার প্রকল্পে নাকি রূপনারায়ণকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে খানাকুল বাঁচাও সোসাইটির পক্ষ থেকে অমিত আঢ্য জানান, বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে হলে খানাকুল মাস্টার প্ল্যান খুবই প্রয়োজন। প্রশাসনের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ করা। রাজনৈতিক জন প্রতিনিধিদের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। এখন দেখার বন্যার হাত থেকে খানাকুলের মানুষকে বাঁচাতে এবং দীর্ঘ বছরের বন্যা সমস্যার সমাধানের জন্য খানাকুল মাস্টার প্ল্যান পাশ করে প্রশাসন বাস্তবায়িত করে কিনা।

বাগদার তৃণমূল কর্মীর নাম রয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের ভোটার তালিকায়

অভিযোগ তুলে জেলা শাসককে মেইল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: তৃণমূল কর্মীর ভারত এবং বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নাম, নথি রয়েছে বলে দাবি জেলা বিজেপির, অন্যদিকে জেলা সভাপতির এই অভিযোগকে মিথ্যা বলে দাবি তৃণমূলের। বাগদায় বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিদা গ্রামের তৃণমূল কর্মীর বাংলাদেশের ভোটার পাশাপাশি ওই ব্যক্তির উত্তর ২৪ পরগনার বাগদায় ভারতীয় ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। দুই দেশের নথি দেখিয়ে এমনই দাবি করলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। রবিবার বিজেপি দেবদাস মণ্ডল সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, বাগদার বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিদায় তৃণমূলের একনিষ্ঠ কর্মী সহিদুল বিশ্বাস। বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের কন্ট্রাক্টরি করেন। বাংলাদেশের নথি দেখিয়ে দেবদাস দাবি করেন, সহিদুল বাংলাদেশের যশোরের চৌগাছার বাসিন্দা। পাশাপাশি বাগদার মালিদার ভোটার। দেবদাসের আরও দাবি, শুধু সহিদুল নয় তার পুরো পরিবার বাংলাদেশের বাসিন্দা এবং এখানের ভোটার। এরা তৃণমূলের সম্পদ। তৃণমূলের বুথ সভাপতি সমু মল্লার কাছে কর্মী স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও তৃণমূল জেলা সভাপতির আদরের লোক। এরাই ভোটের সময় তৃণমূল হয়ে ভোট করায় এবং এর জন্য সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারে না। দেবদাসের দাবি, সহিদুলের সমস্ত নথি দিয়ে জেলাশাসককে মেইল করা হয়েছে কিন্তু তার কোনও উত্তর আসেনি। তবে সহিদুলের দাবি, তার বাবা ঠাকুরদাদা এখানের বাসিন্দা। তার জন্মও এখানে। জমিজমা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে সমস্যার কারণে তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের যশোরে তার আত্মীয় স্বজন আছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন। বিজেপি মিথ্যা অভিযোগ করছে বলে দাবি বয়রা আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আসিত মণ্ডলের। সহিদুল তৃণমূল কর্মী বলেন জানিয়ে তিনি বলেন, সহিদুল ভারতের বাসিন্দা। মিথ্যা নথি দেখাচ্ছে বিজেপি এটাই ওদের কাজ।

লক্ষাধিক দেশি-বিদেশি ভক্ত নিয়ে শুরু হল ইসকনের নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়া বিশ্বের ১০০ দেশের ৫০০ বিদেশি সহ লক্ষাধিক ভক্তকে নিয়ে শুরু হয়েছে মায়াপুর ইসকনের নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত ৩৫ দিন ব্যাপী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩৯ তম আবির্ভাব তিথি উৎসব চলবে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরে। রবিবার থেকে শুরু হলো নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা। ইসকনের অসংখ্য দেশীয় বিদেশি ভক্তরা নবদ্বীপের নয়টি জায়গায় স্থল পথ এবং জলপথে এই পরিক্রমায় অংশ নিয়েছেন। হরে কৃষ্ণ আন্দোলনকে বিশ্বভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নিয়ে এসে ইসকন আর তাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মের মানুষকে ইসকন ডাক দিয়েছেন এই অনুষ্ঠানে। আগামী ১৪ মার্চ তিনটি পৃথক খোলা মঞ্চে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব প্রীতি উপলক্ষে সম্পন্ন হবে মহাভিষেক অনুষ্ঠান। তাই উৎসবমুখর ইসকন মায়াপুর এখন যেন মিনি ওয়ার্ল্ডে পরিণত হয়েছে সমস্ত দেশের দেশীয় বিদেশি ভক্তদের আগমন ও উপস্থিতিতে। এ বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রশিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, প্রায় ৩৫ দিনব্যাপী এই উৎসব শুরু হয়েছে নদিয়ার মায়াপুর ইসকনে। ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের ১৪৯ তম আবির্ভাব উৎসব উদযাপন অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

ওরা ক্যাম্পাসের ভিতরে যা করছে, বাইরে বেরোলে ফল ভোগ করতে হবে: পঞ্চায়েত মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: যাদবপুরে শিক্ষা মন্ত্রীর ওপর যা ঘটেছে সেটা নিয়ে নিন্দা করার কোনও ভাষা নেই। ছাত্রদের কাছ থেকে এমন বর্বরোচিত আচরণ আশা করা যায় না। এটা কি ধরণের অসভ্যতা। যেহেতু সব কিছু সহ্য করে নেওয়া হয়। তার বিনিময়ে এই উপহার দেওয়া হচ্ছে। বিধানসভা যারা শূন্য হয়ে গিয়েছে। যাদের নিজেদের চরিত্রের কথা ভুলে গিয়েছে। একসময় কি অত্যাচার করেছে সেটা বাংলার মানুষ এখনো ভোলেনি। তারা কখনো ট্রিম্পা নাচাচ্ছে আবার কখনো গণতন্ত্রের পুজো করে যাচ্ছে। তারা এই সব অপসংস্কৃতির ব্যবহার শেখাচ্ছে এবং প্রশ্রয় দিচ্ছে। যেহেতু ক্যাম্পাসের ভেতরকে তারা সম্মান করেন। তাই ক্যাম্পাসের বাইরে বেরোলে ওদেরকে ফল ভোগ করতে হবে। এক প্রকার হুঁশিয়ারির সুরে পানাগড়ে এসে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এদিন পানাগড় এসে একটি বেসরকারি ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের উদ্বোধন করতে এসে এমনই মন্তব্য করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ছাত্র ভোটের দাবি নিয়ে শনিবার দিনভর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ওয়েবকুপারের বার্ষিক সাধারণ সভায় গিয়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। আহত হন পড়ুয়াও। দিন গড়িয়ে রাত হলে অশান্তি বাড়তে থাকে। পড়ুয়াদের উপর হামলা চালিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং তাঁর সঙ্গীরা। এই অভিযোগ তুলে সোমবার রাজ্যের সব কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দেয় সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই। শিক্ষামন্ত্রী এবং অন্য অধ্যাপকদের ওপর হামলার প্রতিবাদ করে রবিবার প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেয় তৃণমূল। ওয়েবকুপারের বার্ষিক সাধারণ সভায় গিয়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভের মুখে পড়ের রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ওয়েবকুপার সদস্য ওমপ্রকাশ মিশ্রকেও হেনস্তার অভিযোগ ওঠে বিক্ষোভরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে। এক মহিলা অধ্যাপকের শাড়ি ছেঁড়ার অভিযোগও ওঠে। ঘটনার পর আহতদের ভর্তি করা হয় কেপিসি হাসপাতালে। [illegible] গিয়েছিলেন উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। অভিযোগ, সেখানেই তাঁকে কয়েকজন হেনস্তা করে। তাঁর পাঞ্জাবিও টানাটানিতে ছেঁড়া হয়। শিক্ষামন্ত্রী এবং অন্য অধ্যাপকদের উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা করতে তৃণমূল। রবিবার প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেয় তৃণমূল ছাত্রপরিষদ অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপা। রবিবার দুপুর ২টোয় যাদবপুর এইটবি বাসস্ট্যান্ডে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়।

এসএফআই-এর অভিযোগ, তৃণমূলের ছাত্র নেতাদের বাধা দিয়ে বচসা ও অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। যার জেরে আহত হয় তাদের বেশ কয়েকজন সদস্য। সোমবার ধর্মঘটের আগে রবিবারও রাজ্যজুড়ে একযোগে আন্দোলন-প্রতিবাদে নামে তারা।

রবিবার সেই কর্মসূচি সফল করতে প্লাকার্ড পোস্টার হাতে পানাগড় বাজারে সিপিআইএম এর দলীয় কার্যালয়ের সামনে পথ সভার মাধ্যমে বিক্ষোভ দেখায় বাম ছাত্র যুবরা। এদিন বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি বাম ছাত্র নেতাকে শিক্ষা মন্ত্রীর গাড়ি ধাক্কার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান তারা। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রীর ওপর হামলার ঘটনায় এক ছাত্র নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে গুলি, গুলিবিদ্ধ তৃণমূলের বুথ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে চলল গুলি, গুলিবিদ্ধ তৃণমূলের বুথ সভাপতি। শাসক দলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে গুলি চলল বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার চকাই গ্রামে। গুলিতে জখম হয়েছেন তৃণমূলের এলাকার বুথ সভাপতি নাসিম শেখ। গুলি লাগে তাঁর পেটে। আহত অবস্থায় তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্থানীয়ভাবে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের পিয়ারবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চকাই গ্রামে একটি পাকা নর্দমা করা নিয়ে বিবাদ বাধে তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে। তা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্বে সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। বিকালের দিকে আচমকাই দুই গোষ্ঠীর কর্মীদের মধ্যে কার্যত সংঘর্ষ বেধে যায়। এই সময়ই তৃণমূলের সেকেন্দার খান নামের এক কর্মী বন্দুক বার করে গুলি ছুড়তে শুরু করে বলে অভিযোগ। অভিযোগ মোট ২ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। এরমধ্যে একটি গুলি লাগে তৃণমূলের চকাই গ্রামের বুথ সভাপতি নাসিম শেখের পেটে। আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা প্রথমে তাঁকে সোনামুখী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে গুলিবিদ্ধ বুথ সভাপতিকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

গুলি চালানোর পরেই অভিযুক্ত সেকেন্দর খানের ওপর নাসিম শেখের দলবল চড়াও হয় বলে অভিযোগ। সেকেন্দারকে বেধড়ক মারধর করা হয়। আহত সেকেন্দরকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে। সেকেন্দার খানের পরিবারের দাবি সেকেন্দার কোনও গুলি চালায়নি। ঘটনাস্থল থেকে সোনামুখী থানার পুলিশ খালি কার্তুজ ও একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে।

আর এই ঘটনা নিয়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় গোটা রাজ্য জুড়েই এসব হচ্ছে আজকে সোনামুখীর ঘটনা আবারও প্রমাণ করল।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত কুম্ভ ফেরত বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ফের জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে কুম্ভ ফেরত বাস। সূত্রের খবর, ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে আসছিল বাসটা। বাসে ছিলেন ৬২ জন পুণ্যার্থী। তাঁদের উদ্ধার করে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে ধনিয়াখালি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার, সঙ্গে যান ডিএসপি প্রিয়ব্রত বক্সী। সূত্রের খবর, বর্ধামানের দিক থেকে কলকাতামুখী রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় দাদপুরের সোমসারার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বাসটি। দুটি রাস্তার মাঝে উল্টে যায়। সূত্রের খবর, ৬২ জন যাত্রীর মধ্যে ২৪ জন আহত ও ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের কলকাতায় চিকিৎসার জন্য কলকাতা পাঠানো হয়।

নিখোঁজ চুঁচুড়ার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই হঠাৎই নিখোঁজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পুলিশের তৎপরতায় বাড়ি ফিরল সে। হুগলির চুঁচুড়ার ঘটনা। পরীক্ষার দু'দিন আগে গত শুক্রবার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুমন পাল। সুমনের বাড়ি চুঁচুড়ার ২ নম্বর কাপাসডাঙা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকাল ৫টা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয় সে। বহু খোঁজাখুঁজির পরেও খোঁজ না মেলায় শনিবার চুঁচুড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার। চুঁচুড়া দেশবন্ধু স্কুলের ছাত্র। মেধাবী ছাত্র টেস্ট পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে। ছাত্রের বাবা সঞ্জীব পাল বলেন, 'বড় ছেলেকে কোনও চাপ দেওয়া হয় না। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে মনে হয় মানসিক চাপে ছিল। ভাই শুভদীপের সঙ্গে সুমনের সামান্য কথাকাটি হয়। তারপর সুমন স্কুল ব্যাগ ও মোবাইল নিয়ে বের হয়ে যায়।' পরীক্ষার আগে ছেলে নিখোঁজ হওয়ায় দুশ্চিন্তায় ছিল পাল পরিবার। থানায় অভিযোগের পরেই তৎপর হয়ে ওঠে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। সুমনের ফোনের লোকেশান ট্র্যাক করতে থাকেন তাঁরা। রবিবার চুঁচুড়া থানার পুলিশ ফোন ট্র্যাক করে জানতে পারে চুঁচুড়ার গঙ্গা লাগোয়া ঘুটিয়াবাজার এলাকায় রয়েছে সে। সেই মতো ওই এলাকায় খোঁজাখুঁজি করতে করতে গঙ্গার পাড়ে একটি মন্দিরের কাছে ঘাটে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে। সেখান থেকেই তাকে উদ্ধার করে পুলিশ।

নদিয়ার জাতীয় সড়কের ধারে পড়ে থাকা করোনা কিট ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানা এবং ধুবুলিয়া থানার মধ্যবর্তী ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে অসংখ্য মেডিক্যাল কিট। যা এক সময় করোনাকালে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই রকম সাদা মাস্ক থেকে শুরু করে হাত গ্লাভস এমনকী দ্রুত সহ কি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তার ধারে। যা দেখে পথ চলতি মানুষ এক প্রকার আতঙ্কিত। কবে ব্যবহার করা হয়েছিল এই কিট তা সকলেরই অজানা। করোনার সময় ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা এই সমস্ত পড়ে থাকা কিটগুলো তাও জানে না কেউ। কোথা থেকে ঠিক এখানে এই সমস্ত কিটগুলো এল তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে সকলেই। তবে কি সেগুলো কোনও গাড়ি থেকে এখানে পড়ে গেছে নাকি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে রেখে গেছে তা নিয়ে চলছে সাধারণ মানুষের মধ্যে জোর জল্পনা। যদিও এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতিষ চন্দ্র দাস জানান, করোনা যখন শেষ হয়ে গিয়েছে ২০২৪ সালে এইরকম কিট জেলাতে আর কিছুই নেই। কেউ হয়তো সরকারকে বিপাকে ফেলতে বা ভাবমূর্তি নষ্ট করতে কিংবা বদনাম করতে এই ধরনের কিট প্রকাশ্যে রাস্তায় ফেলে যেতে পারে। যদিও এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই রাস্তার ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই করোনা কীটগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একই সঙ্গে সেগুলো ব্যবহার করা কিনা তা নিয়ে রীতিমতো সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

যাদবপুরের ঘটনার প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় পথ অবরোধ এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার বাঁকুড়ায় রাস্তায় নামল ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। বাঁকুড়ায় সিপিএম এর দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল করে প্রথমে বাঁকুড়া জিলা স্কুল মোড় ঘুরে চার্চ মোড়ে হাজির হন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই কর্মীরা। সেখানে পথ অবরোধ করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারী এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই কর্মীদের দাবি, একদিকে দিনের পর দিন কলেজের নির্বাচন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আর তা নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে যাওয়ায় এসএফআই এর এক কর্মীকে পিষে দিয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি। এই ঘটনা কোনও ভাবেই এসএফআই মেনে নেবে না। অবিলম্বে শিক্ষা মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

ইভটিজিংয়ের অভিযোগ তুলে নতুন করে অভিযোগ দায়ের করলেন সুতন্দ্রার মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: নতুন করে সুতন্দ্রার মা চন্দননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন। সেখানে ইভটিজিংয়ের অভিযোগ তুললেন তিনি। সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে ইভটিজিংয়ের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে পুলিশ। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি পানাগড়ে দুর্ঘটনার পর সুতন্দ্রার গাড়ির চালক ও সঙ্গীরা দাবি করেছিলেন ইভটিজিং হয়েছিল। তাঁদের গাড়িতে ধাক্কা মেরে ধাওয়া করা হচ্ছিল। জাতীয় সড়ক থেকে নেমে সার্ভিস রোডে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁদের গাড়ি।

দুর্ঘটনার পর কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছে। সাদা গাড়ির মালিক বাবলু যাদব গ্রেপ্তার হয়েছেন। সুতন্দ্রার গাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বয়ান নিয়েছে আদালত। এরপর দেখা যায় সুতন্দ্রার গাড়ির চালক রাজদেও শর্মা দাবি করেন, সুতন্দ্রা বলেছিল সাদা গাড়িকে ধাওয়া করে ধরতে। তাই তিনি একশো কিমি বেগে গাড়ি ছুটিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েন। শনিবার চন্দননগর থানায় সুতন্দ্রার মা তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগে তিনি লেখেন, ইভটিজিং হয়েছিল। নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় দুটি গাড়িই চলেছিল বলে তাঁর অভিযোগ। দুর্ঘটনায় মেয়ের মৃত্যুর জন্য দুটি গাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই দায়ী বলে তিনি অভিযোগ করেন।

পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কলকাতায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী দলের সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ডেকে আগামী ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কিভাবে দলকে এগিয়ে যেতে হবে সেই বার্তা দেন। তারপর থেকেই বিভিন্ন জেলায়, জেলায় শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি। এলাকায় কর্মীদের চাঙ্গা করতে বৈঠক শুরু করে দিয়েছেন। রবিবার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালনা ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ভোটার লিস্ট সংক্রান্ত পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নান্দাই অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি, ভোটার লিস্টে নতুন নাম সংযোজন ও বিয়োজনের বিষয়ে কিভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তারই নির্দেশিকা দেওয়া হয় এই বৈঠকে থেকে। বৈঠকে উপস্থিত হয়ে ধাত্রীগ্রামে নতুন থানা করার ভাবনা রয়েছে বলে ইঙ্গিতে স্পষ্ট করেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

রাজ্য স্তরের প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম হল গোঘাটের মেয়ে তৃষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্য স্তরের প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে আরামবাগ মহকুমার নাম উজ্জ্বল করল তৃষা মুর্মু। শুধু তাই নয়, জিপি সার্কেল, সাব ডিভিশন, ডিস্ট্রিক্ট, স্টেট লেভেল সবেতেই উচ্চলম্ফন অর্থাৎ হাইজাম্পে প্রথম তৃষা। হতদরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে তৃষা এই সাফল্য অর্জন করেছে। তৃষার এই সাফল্যে খুশি পরিবার-সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও গ্রামবাসীরা। প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় শালবনি নেতাজি ক্রীড়াঙ্গণে। সেইখানে হাইজাম্প প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে তৃষা। জানা গিয়েছে, তৃষা মুর্মু এই মহকুমার গোঘাটের শ্যামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের সাওড়াগেরিয়া আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। তৃষার বাবা দিনমজুরের কাজ করেন। গরিব মেহনতি পরিবারের মেয়ে হয়েও তৃষা মুর্মুর খেলায় উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃষার এই সাফল্যের কথা জানতে পেরে গোঘাট দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দিঘার ও গ্রামের মানুষ গোঘাট স্টেশনে সংবর্ধনা দেয়। মালা পরিয়ে তাকে বরণ করে নেয় গ্রামের মানুষ। বাদ্যযন্ত্র সহকারে তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। তৃষার এই সাফল্য নিয়ে স্কুলের শিক্ষক আশিস কুমার খাঁ বলেন, এই ছাত্রীর জন্য খুবই গর্বিত। জেলা স্তরের থেকেও নয় সেন্টিমিটার বেশি হাইজাম্প দেয় তৃষা। এখন পর্যন্ত তৃষা ২২ টি পুরস্কার ঘরে তুলেছে। জানা গেছে, ২৭ ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে বের হয় সে। খেলা হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ লা মার্চ। সাত বছর বয়সেই এই সাফল্য। অপরদিকে গোঘাটের শ্যামবাজার পঞ্চায়েতের প্রধান প্রভাত গোস্বামী বলেন,খবর পেয়েই গোঘাট স্টেশনে তৃষার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। ওর পড়াশোনার দায়িত্ব শ্যাম বাজার পঞ্চায়েত নেবে। তৃষা যাতে ভালো করে খেলাধুলা করতে পারে সেই বিষয়ে সব রকম সহযোগিতা করা হবে। ছোট তৃষা বলে, খেলায় প্রথম হতে পেরে ভালো লাগছে।

শক্তিদাতা কমার্শিয়াল এলএলপি
এলএলপিআইএন : এএপি-৯৯৭৮
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩২/১, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭

কেন্দ্রীয় সরকার, কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে ২০০৮ সালের এলএলপি আইন, ২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা এবং ২০০৯ সালের এলএলপি রুলসের রুল ১৭ অধীন সম্পর্কিত

এবং

শক্তিদাতা কমার্শিয়াল এলএলপি, রেজিস্টার্ড অফিস ১৩২/১, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা অধীনে এলএলপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**মহারাষ্ট্র রাজ্যে**" স্থানান্তর নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট এলএলপি-র রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**মহারাষ্ট্র রাজ্যে**" পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সমূহ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় মূল নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

শক্তিদাতা কমার্শিয়াল এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
মহেন্দ্র কুমার সারোগি
তারিখ : ০৩.০৩.২০২৫ (স্বীকৃত অংশীদার)
স্থান : কলকাতা ডিপিআইএন : ০০৪৮০৩৬৩

সরওয়ামঙ্গল মার্চেন্ডাইস এলএলপি
এলএলপিআইএন : এএপি-৯০২৫
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩২/১, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭

কেন্দ্রীয় সরকার, কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে ২০০৮ সালের এলএলপি আইন, ২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা এবং ২০০৯ সালের এলএলপি রুলসের রুল ১৭ অধীন সম্পর্কিত

এবং

সরওয়ামঙ্গল মার্চেন্ডাইস এলএলপি, রেজিস্টার্ড অফিস ১৩২/১, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা অধীনে এলএলপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**মহারাষ্ট্র রাজ্যে**" স্থানান্তর নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট এলএলপি-র রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**মহারাষ্ট্র রাজ্যে**" পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সমূহ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় মূল নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

সরওয়ামঙ্গল মার্চেন্ডাইস এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
মহেন্দ্র কুমার সারোগি
তারিখ : ০৩.০৩.২০২৫ (স্বীকৃত অংশীদার)
স্থান : কলকাতা ডিপিআইএন : ০০৪৮০৩৬৩

লক্ষ্মী টি কোং প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U01132WB1912PTC002104
রেজি. অফিস : ১৭, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩ ২২৪৮ ৪২২৭; ফ্যাক্স ০৩৩ ২২৪৩ ০১৭৭
ইমেল আইডি : mail@luxmitea.com

নোটিশ

কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) স্থানান্তর

এতদ্বারা কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর ধারা ১২৪(৬) এর বিধান এবং তৎসহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস ২০১৬ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত ('রুলস') অনুযায়ী কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার যার লভ্যাংশের এনটাইটেলমেন্ট, যদি সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অবৈতনিক বা অদাবিকৃত থাকে তাহলে সাত বছরের মেয়াদ শেষ হলে তা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে দায়বদ্ধ।

বিধিতে বর্ণিত প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে, কোম্পানি এখনও পর্যন্ত, ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের জন্য বা তার পূর্বে টানা ৭ (সাত) বছরের জন্য অপ্রদেয়/অদাবিকৃত ছিল এমন সমস্ত শেয়ার হস্তান্তর করেছে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছে, যাদের লভ্যাংশ গত সাত বছর ধরে দাবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে তাদের অবিলম্বে লভ্যাংশ দাবি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ যাদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে তার নিবন্ধিত অফিসে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ। শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে অদাবিকৃত/অপ্রদেয় লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি উভয়ই এই ধরনের শেয়ারের উপর সঞ্চিত সমস্ত সুবিধা সহ, যদি থাকে তবে, নিয়মের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে।

যদি কোম্পানি ৩ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনো যোগাযোগ না পায়, তাহলে বিধির বিধান অনুযায়ী কোম্পানি, বিধিতে বর্ণিত কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ারগুলিকে ডিমেটেরিয়ালাইজ করবে এবং হস্তান্তর করবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা, যারা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করে এবং যাদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তর করার জন্য দায়বদ্ধ তারা মনে রাখবেন যে কোম্পানি আইইপিএফ নিয়ম অনুযায়ী আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে থাকা আসল শেয়ার শংসাপত্রের পরিবর্তে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করবে এবং এই ধরনের ইস্যু করার পরে, মূল শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) তাদের নামে নিবন্ধিত হবে এবং পরবর্তীতে পূর্বের শেয়ারগুলি বাতিল হবে এবং পরবর্তী আলোচনা করা হবে না। শেয়ারহোল্ডাররা আরও নোট করতে পারেন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদ আইইপিএফ নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকৃত শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির দ্বারা নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত [illegible] শেয়ারহোল্ডারদের কোনো প্রশ্ন থাকলে [illegible] প্রা. লি., [illegible] তল, কলকাতা-৭০০০০১ যোগাযোগ ০৩৩ ২২৪৮, [illegible] ইমেল mdpldc@yahoo.com বা কোম্পানির [illegible] কলকাতা-৭০০০০১ যোগাযোগ ০৩৩ ২২৪৮ ৪৪৫৭, ০৩৩-২২৪৮ ৪২২৭, ইমেল kalyani@luxmigroup.in [illegible] পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
লক্ষ্মী টি কোং প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
স্বা/-
কল্যাণী ভৌমিক
নোডাল অফিসার
তারিখ : ২১/০২/২০২৫
স্থান কলকাতা

গেনওয়েল ট্রেডলিংক এলএলপি
এলএলপিআইএন : এএপি-২২২৩
রেজিস্টার্ড অফিস : বিশ্বজিৎ বারুই, বিদ্যাসাগর সরণি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫৪

কেন্দ্রীয় সরকার, কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে ২০০৮ সালের এলএলপি আইন, ২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা এবং ২০০৯ সালের এলএলপি রুলসের রুল ১৭ অধীন সম্পর্কিত

এবং

গেনওয়েল ট্রেডলিংক এলএলপি, রেজিস্টার্ড অফিস বিশ্বজিৎ বারুই, বিদ্যাসাগর সরণি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫৪, ভারত সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা অধীনে এলএলপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**ওড়িশা রাজ্যে (পূর্বতন উড়িষ্যা)**" স্থানান্তর নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট এলএলপি-র রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**ওড়িশা রাজ্যে (পূর্বতন উড়িষ্যা)**" পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সমূহ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় মূল নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

গেনওয়েল ট্রেডলিংক এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
লালবাহাদুর ললিত কুমার জেনা
তারিখ : ০৩.০৩.২০২৫ (স্বীকৃত অংশীদার)
স্থান : কলকাতা ডিপিআইএন : ০৩৬০৬৪৩৪

স্বর্ণভূমি ট্রেডলিংক এলএলপি
এলএলপিআইএন : এএপি-২৩৩৭
রেজিস্টার্ড অফিস : প্রযত্নে, বিশ্বজিৎ বারুই, বিদ্যাসাগর সরণি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫৪

কেন্দ্রীয় সরকার, কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে ২০০৮ সালের এলএলপি আইন, ২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা এবং ২০০৯ সালের এলএলপি রুলসের রুল ১৭ অধীন সম্পর্কিত

এবং

স্বর্ণভূমি ট্রেডলিংক এলএলপি, রেজিস্টার্ড অফিস প্রযত্নে, বিশ্বজিৎ বারুই, বিদ্যাসাগর সরণি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫৪, ভারত সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২০০৮ সালের এলএলপি আইনের ১৩ ধারা অধীনে এলএলপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**ওড়িশা রাজ্যে (পূর্বতন উড়িষ্যা)**" স্থানান্তর নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট এলএলপি-র রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**ওড়িশা রাজ্যে (পূর্বতন উড়িষ্যা)**" পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সমূহ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় মূল নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

স্বর্ণভূমি ট্রেডলিংক এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
লালবাহাদুর ললিত কুমার জেনা
তারিখ : ০৩.০৩.২০২৫ (স্বীকৃত অংশীদার)
স্থান : কলকাতা ডিপিআইএন : ০৩৬০৬৪৩৪

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরবিও-III, বিধাননগর (১৪৮৭০)
১/১৬, ভিআইপি রোড, সিআইটি স্কিম VIIM, কলকাতা-৭০০০৫৪

এসবিআই ব্যারাকপুর রেলওয়ে স্টেশন শাখা স্থানান্তরের জন্য একটি বাণিজ্যিক প্রেমিসেসের প্রয়োজন

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ব্যারাকপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে অথবা **এসবিআই ব্যারাকপুর রেলওয়ে স্টেশন শাখার** বিদ্যমান প্রেমিসেস থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এটিএম সহ ব্যাঙ্ক প্রেমিসেসের জন্য দীর্ঘমেয়াদী লিজে একটি বাণিজ্যিক প্রেমিসেস অধিগ্রহণ করতে চায়। প্রদত্ত প্রেমিসেসটি অবশ্যই গ্রাউন্ড ফ্লোরে হতে হবে যার ব্যবহারযোগ্য মেঝের পরিমাপ **৩০০০ বর্গফুট থেকে ৪০০০ বর্গফুট** (প্রায়) হতে হবে, ভাল সম্মুখ ভাগ এবং দৃশ্যমানতা, পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা, বিদ্যুৎ ও জলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সম্পত্তির স্পষ্ট মালিকানা সহ উপযুক্ত প্রেমিসেসের (বাণিজ্যিক) মালিকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে **১৭.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা** পর্যন্ত।

আবেদনপত্রগুলি অনুমোদিত পরিকল্পনার সাথে সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাঠাতে হবে এবং "**টেকনিক্যাল বিড এবং প্রাইস বিড**" "**এসবিআই ব্যারাকপুর রেলওয়ে স্টেশন শাখা এবং এটিএমের জন্য অফার**" চিহ্নিত পৃথক সিল করা খামে জমা দিতে হবে। **কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও এজেন্সি কমিশন কাউকে দেওয়া হবে না। কোনও কারণ না দেখিয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া যেকোনো বা সমস্ত অফার বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।**

বিস্তারিত পরামিতি শর্তাবলী এবং মূল্য বিড সম্বলিত টেকনিক্যাল বিড জমা দেওয়ার ফর্ম্যাট **www.sbi.co.in** ওয়েবসাইট থেকে "**প্রকিউরমেন্ট নিউজ**" -এর অধীনে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

লিঙ্ক- https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/procurement-news.

তারিখ: ০৩.০৩.২০২৫

রিজিওনাল ম্যানেজার,
আরবিও-III, বিধাননগর

৬ মার্চ শুরু ফুরফুরায় ঐতিহাসিক ইসালে সওয়াব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ফুরফুরা শরিফের ৩ দিনব্যাপী ঐতিহাসিক ইসালে সওয়াব শুরু হবে ৬ মার্চ বৃহস্পতিবার। শেষ হবে ৮ মার্চ সকালে। ১৩৪ বছরের ঐতিহাসিক মাহফিল এবারে পবিত্র রোমজান মাসে পড়েছে। প্রায় সাড়ে তিন দশক পর এই শুভক্ষণের আগমন।

প্রশাসনের তরফে ধারণা, এবারের ইসালে সওয়াবে ৪০-৫০ লক্ষ মানুষের ভিড় হবে। দ্বিতীয় দিনেও মানুষের উপচে পড়া ভিড় নজির স্থাপন করবে, দাবি করেছেন পীরসাহেবগণ। কর্তৃপক্ষ সেহরি, ইফতার ও তারাবিহ নামাজের ব্যবস্থা করেছে বলে জানা গিয়েছে। এশিয়ার বিখ্যাত এই পবিত্র ধর্মীয় মাহফিলে উপস্থিত হবেন বাংলাদেশ, অসম ও ত্রিপুরা-সহ উপমহাদেশের অসংখ্য মানুষ। তিন দিনের এই সভায় অজস্র ধর্মপ্রাণ মানুষরা আসবেন নিজেদের আত্মশুদ্ধির জন্য।

ফুলচাষিদের গ্রামে ফুটবল মাঠে অভিনব পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: হাওড়ার বাগনান দুই ব্লকের ওড়ফুলি, মুগ-বেনাপুর, আন্টিলা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের কমবেশি এক লক্ষ মানুষের রুটি রুজির প্রধান মাধ্যম ফুল ও ফুলের চারা উৎপাদন। বলা ভালো একমাত্র অবলম্বন। কাকভোরে উঠে ফুলের গাঁট নিয়ে কোলাঘাট কিংবা জগন্নাথ ঘাটে রওনা দেয় পরিবারের দু'একজন। বাকিরা ফুলের বাগানের পরিচর্যা করেন। দুপুর পর্যন্ত চলে সেই কাজ তারপর বিশ্রাম। আবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফুলের বাগানে। এই ভাবেই চলে দিন। ক্লান্ত চোখ অল্প রাতেই টিভির পর্দায় থাকতে থাকতে বুজে যায়। তাই বিনোদন বলতে আর কিছুই নেই। ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েত। রূপনারায়ণ নদের তীরের এই গ্রামের মানুষের পুরুষদের একমাত্র বিনোদন এখন ও ফুটবল। বাঙালির সেরা খেলা ফুটবল। ডিজিটাল যুগে যেখানে খেলাধুলা উঠে গেছে বলে অনেকে আক্ষেপ করেন সেখানে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রীতিমতো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরই অন্যতম চককমলা গ্রামের যুবক সংঘ এবং আলোর দিশারী গ্রন্থাগার। রবিবার চককমলা ফুটবল মাঠে শেষ হল ফুটবল টুর্নামেন্ট। এখানে উদ্যোক্তারা এক ধরনের অভিনব পোস্টার লাগাল মাঠের আশপাশে। যাতে লেখা 'ফোন ছাড়ো, বল ধরো', 'ফোন ছাড়ো মাঠে চলো।' এই অভিনব পোস্টার সম্পর্কে উদ্যোক্তা সংগঠনের চেয়ারম্যান রঘুনাথ জানা জানান, 'নতুন প্রজন্মকে ফোন ছেড়ে মাঠমুখী করা এবং খেলাধুলায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ফোন থেকে দূরে সরাতেই এই উদ্যোগ।'

মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে পরীক্ষায় কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবার শিক্ষা পর্ষদের নতুন নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় সার্চ করার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে মেটাল ডিটেক্টর পাঠানো হয়েছে। ঘড়ি পরে পরীক্ষা হলে প্রবেশ এবার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফেও নেওয়া হয়েছে একাধিক ব্যবস্থা। জেলা জুড়ে মাইকিং করে সমস্ত জেরক্স সেন্টার বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। মোড়ে মোড়ে রাখা হচ্ছে সিভিক ভলান্টিয়ার্স। কোনও পরীক্ষার্থী সমস্যায় পরলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সাহায্য করবে। দুই জেলার বিস্তীর্ণ জঙ্গল রাস্তা পারাপারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে বনদপ্তর। যে সমস্ত এলাকায় বাঘ ও হাতির আতঙ্ক রয়েছে সেসব এলাকার জঙ্গল রাস্তায় বন কর্মীরা পাহারায় থাকবেন। পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে জঙ্গল রাস্তা পার করে দিতে হাতি তাড়ানোর ঐরাবত গাড়ি সহ একাধিক গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও থাকবে মোবাইল ব্যবস্থা। পরীক্ষার্থীরা যতক্ষণ পর্যন্ত না বাড়ি ফিরছে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত জঙ্গল রাস্তায় টানা টহলদারির ব্যবস্থা করেছে জেলা প্রশাসন। ঝাড়গ্রাম জেলায় এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের প্রায় অর্ধেক। গত বছর ১১৪৯৪ জন পরীক্ষার্থী ছিল। এবার পরীক্ষা দেবে ৬৭২৭ জন। তার মধ্যে ৩২৭৫ জন ছাত্র এবং ৩৪৫২ জন ছাত্রী।

শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ

টাকার বিনিময়ে ঘটনা চাপা দেওয়ার চেষ্টা অভিযুক্তের পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বড়ঞা: আট বছরের শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশীর উপর। ঘটনা জানাজানি হতেই পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে অভিযুক্তের পরিবার। শনিবার রাতের ঘটনায় রবিবার অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে থানার দ্বারস্থ হন নির্যাতিতা শিশু কন্যার বাবা। অভিযোগের পর তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে বড়ঞা থানার একটি গ্রামে। বড়ঞা থানার পুলিশ জানিয়েছে, পকসো ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শিশুর শারীরিক পরীক্ষা করানো হবে। তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আট বছরের শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতন, পরে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে ঘটনার মীমাংসা করার মতো চাঞ্চল্যকর ঘটনা মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানা এলাকায়।

বড়ঞা থানার এক গ্রামের এই ঘটনা শনিবার রাতের। ওই নাবালিকা শিশুকে তার বাড়ি থেকে মেলা নিয়ে যাওয়ার নাম করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে জঘন্যতম ভাবে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ ওই শিশু কন্যার বাবার। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে ওই শিশু কন্যা নিখোঁজ থাকার পর শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফেরে। সেখানে মীমাংসা করার নাম করে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে পুরো ঘটনা মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলে অভিযুক্ত যুবক-সহ তার পরিবার বলে দাবি নাবালিকা ওই শিশুর পিতার। রবিবার অভিযুক্ত যুবকের শাস্তির দাবিতে নাবালিকা শিশু কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বড়ঞা থানা দ্বারস্থ হয় নাবালিকা শিশুর বাবা। অভিযোগ মিলতেই তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্তের নাম অজয় প্রামাণিক। নির্যাতিতার বাবা হেমন্ত প্রামাণিক বলেন, আমরা ওর কঠোর শাস্তি চাই।

পানাগড়ে সড়ক দুর্ঘটনা ধৃত বাবলু যাদবকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় চন্দননগরের যুবতীর মৃত্যুতে জড়িত থাকার অভিযোগে ধৃত বাবলু যাদবকে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের পর রবিবার তাকে মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃত বাবলু যাদবকে মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে মহকুমা আদালতের বিচারক তাকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

প্রসঙ্গত গত শুক্রবার তাকে মহকুমা আদালতে পেশ করার পর আদালতের বিচারক তাকে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। দু'দিনের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে শনিবার তাকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত তদন্তে দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের পর রেষারেষির জেরেই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশের তদন্তে সেই তথ্যই উঠে এসেছে।

গত রবিবার মাঝ রাতে চন্দননগর থেকে ছোট গাড়িতে করে চন্দননগরের বাসিন্দা নৃত্য শিল্পী

সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায় নামের এক যুবতী চালক সহ তার আরও ৩ সঙ্গীকে নিয়ে বিহারের গয়ায় নাচের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন।

রাস্তায় যাওয়ার পথে বুদবুদ পার করতেই পানাগড়ে অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। দুটি গাড়ির সংঘর্ষের পর শুরু হয় রেষারেষি। যার জেরেই পানাগড় বাজারে রাইসমিল রোডে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারায় ওই যুবতী। প্রথমে অভিযোগ ওঠে ওই যুবতীকে লক্ষ্য করে কটূক্তি করা হয়েছিল। পরে বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনে পুলিশ দাবি করে রেষারেষির জেরেই দুর্ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বাবলু যাদব। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের পাশাপাশি কাঁকসায় আসে ফরেনসিক দল। গত সোমবার যুবতীর গাড়ির চালক রাজদেও শর্মা দাবি করে ইভটিজিং করার জন্যই তারা ভয় পেয়ে যায়। হয়তো সুতন্দ্রাকে ওরা অপহরণ করতে পারে। সেই ভয়েই পালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পরে তিনি বয়ান বদল করে সংবাদ মাধ্যমের কাছে সে জানায় তাদের গাড়িতে বাবলুর ধাক্কা মারার পাশাপাশি তাদেরকে রাস্তায় কোণঠাসা করে দেয়। তাদের গাড়ি ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে যাওয়ার পরেই সুতন্দ্রা ম্যাডাম বাবলুর গাড়িকে ধাওয়া করতে বলে। ১০০-র বেশি গতি নিয়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ছেড়ে পানাগড়ের দিকে পুরাতন জাতীয় সড়ক ধরে তাদের গাড়ি ছুটে গিয়ে বাবলুর গাড়িকে ধরতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২ এর ৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণকে** নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণ** এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১. ঋণগ্রহীতা : **মহ মনীরুল** সহ ঋণগ্রহীতা : **খালিদা বেগম।** ২. ১১১৯১৬৭৫১০০০০১১৭৫	১. ০৭.১২.২০২৪ ২. ১৪.০১.২০২৫ ৩. **১৬,৪৮,৬২৬.৬৭ টাকা** (যোলো লাখ আটচল্লিশ হাজার ছশো ছাব্বিশ টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা) ০৮.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল ২৮.০৩.২০২৩ তারিখে, স্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত গিরাজপুর, সিউড়ি, পো : আমজোলাপাহাড়ি, থানা : মহ বাজার, জেলা : বীরভূম, মৌজা : গিরাজপুর, জেএল নং ৯৭, প্লট নং ৫৬২/১৩৮২, পূর্বতন খতিয়ান নং ৪২১, বর্তমান খতিয়ান নং ৫১৩, থানা : মহ বাজার, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ -৭৩১১৩২। **প্রেমিসেসের চৌহদ্দি : পূর্বে :** পঞ্চায়েত সড়ক **পশ্চিমে :** মহ নজরুল এর ভবন; **উত্তরে :** পঞ্চায়েত সড়ক **দক্ষিণে :** নিজ জমি।

তারিখ : ০৩.০৩.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তনুশ্রী চৌধুরি, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

যানবাহন বাজেয়াপ্তকরণ ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি অনুসারে যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি (সংযোজনী-১)

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা অস্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) ''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১২.০৩.২০২৫
সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে হাইপোথেকেটেড/ বন্ধকীকৃত/চার্জড অস্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **১২.০৩.২০২৫** তারিখে বকেয়া **২,০৪,১০,৩৮৯.৬২ টাকা (দুই কোটি চার লক্ষ দশ হাজার তিনশো উননব্বই টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র) ০১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি ভবিষ্যতের সুদ এবং পরবর্তী খরচ সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে ঋণগ্রহীতা **দেবী শক্তি প্রোডাক্টস,** ১/১/৪৫, পশ্চিম ঘোষপাড়া রোড, কাঁকিনাড়া, জগদ্দল, ভাটপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩১২৬, **শ্রীমতী কবিতা গুপ্তা,** স্বামী- সুরেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা, ৩৯, পূর্ব ঘোষ পাড়া, আর্য সমাজ, ভাটপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩১২৬, **শ্রী শৈলেন্দ্র শ',** পিতা- শ্রী রমেশ প্রসাদ শ', ৫/১, কাঁকিনাড়া বাজার রোড, কাঁকিনাড়া, ভাটপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩১২৬, **শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তা,** স্বামী- শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ গুপ্তা, ৩৯, পূর্ব ঘোষ পাড়া রোড, আর্য সমাজ, ভাটপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩১২৬, **শ্রীমতী নিকি প্রসাদ,** স্বামী- শ্রী অতুল রাজ, ৩৯, পূর্ব ঘোষ পাড়া রোড, আর্য সমাজ, ভাটপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩১২৬ -এর বকেয়া আছে।

ক্র. নং	(জ্ঞাত দায় সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	দেবী শক্তি প্রোডাক্টস, এ/সি নং ৩৯১৭১৯১৮০৫১, দেবী শক্তি প্রোডাক্টসের নামে গাড়ি মাহিন্দ্রা মারাজ্জো ৭ এসটিআর এম২ -এর রেজিস্ট্রেশন নং WB24AY4590। আরটিও- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পঃবঃ। ইঞ্জিন নং- EVLZJ08741 চেসিস নং- MA1WA2EV1L2J35027।	ক) ৩,০৬,০০০.০০ খ) ৩০,৬০০.০০ গ) ১০,০০০.০০

পরিদর্শনের তারিখ: ০৫.০৩.২০২৫ | গাড়ির সম্পত্তি আইডি IE. SBIN78131073583 | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭২০৪৫৬

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

তারিখ: ০৩.০৩.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank / ALLAHABAD)
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের ই-অকশন

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৬ (২) ও ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকী/ বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে ''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', এবং ''সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে'', আগামী ০৯.০৪.২০২৫ তারিখে **সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত** নিম্নে উল্লিখিত একাউন্ট -এর সাপেক্ষে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর প্রাপ্য। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম এবং শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) বিড বর্ধিত পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমান
১.	**মৌসুমী হালদার** পিতা, ভীষ্মদেব হালদার ১. ঠিকানা- ১ গ্রাম উত্তর কালিকাপুর, পোস্ট - দক্ষিণ বারাসাত, থানা - জয়নগর, পিন - ৭৪৩৩৭২ **মৌসুমী হালদার** পিতা, ভীষ্মদেব হালদার ঠিকানা- এফএল-১/এ, ১ম ফ্লোর, সূর্য অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৬১/১৮ পি.এল. চক্রবর্তী রোড, ওয়ার্ড নং ১৬, মৌজা রাজপুর, থানা - সোনারপুর **অ্যাকাউন্ট নং: এসি - ৭৫৯২৮৬৪৩৭৪, সিআইএফ -৩০৫৮২৩৬৯১১৮ শাখা: সাউদার্ন অ্যাভিনিউ**	'সূর্য অ্যাপার্টমেন্ট'-এর প্রথম ফ্লোরে উত্তর দিকে কমবেশি ১০৪২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সমন্বিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং এফএল-১/এ -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বই-১ খণ্ড নং ১৬০৪-২০২৩ পৃষ্ঠা ৩৫৪৫১৭ থেকে ৩৫৪৫৪৯ পর্যন্ত বিয়িং নং ১৬০৪১১১৮১ সাল ২০২৩ -তে নিবন্ধিত, সেইসঙ্গে উল্লিখিত প্রেমিসেসে সংযুক্ত সকল সুবিধাভোগী অধিকার, সুবিধা এবং সাধারণ যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা সহ। সম্পত্তিটি রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত। হোল্ডিং নং ৬১/১৮ পি.এল. চক্রবর্তী রোড, ১৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত রাজপুর মৌজায়, জেএল নং ৫৫, তৌজি নং ২৫১, আর.এস. খতিয়ান নং ২১৪৮, এবং ২৪৪৮, আর.এস. এবং এল.আর দাগ নং ৪৬২-এর অধীনে আর.এস. এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৬৪ এবং ১৫৬, থানা - সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর সোনারপুরের এবং ডিএসপি আলিপুর, এআরএ কলকাতার অন্তর্গত। উক্ত ফ্ল্যাটে ৪টি (শয়নকক্ষ), ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট, ১টি ডব্লিউসি, ১টি বারান্দা এবং ১টি ব্যালকনি রয়েছে এবং ১৩০ বর্গফুট পরিমাপের গ্রাউন্ডফ্লোরে একটি খোলা গাড়ি পার্কিং রয়েছে। **জমির সীমানা: উত্তর-** ৩ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ; **দক্ষিণ-** ২০ ফুট প্রশস্ত পান্নালাল চক্রবর্তী রোড; **পূর্বে-** ৫ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ; **পশ্চিম-** ১৯ ফুট প্রশস্ত পাশ্চাত্য পাড়া (টোবিন রোড)। **ফ্ল্যাটের সীমানা: উত্তরে-** খোলা আকাশ; **দক্ষিণে-** সিঁড়ি লবি এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট; **পূর্বে-** খোলা আকাশ; **পশ্চিমে-** খোলা আকাশ। **সম্পত্তিটি মৌসুমী হালদারের** নামে রয়েছে যার **সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি-২০০০৭৫১০৩১০৪ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি-৪০০০৭৩৬৬২৮৭৮।**	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৩৮,২৪,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩,৮২,৪০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB07592864374 ছ) ৩৬,৭৯,১৭৭/- টাকা (ছত্রিশ লক্ষ উনআশি হাজার একশো সাতাত্তর টাকা মাত্র) এবং তদুপরি ০২/০৩/২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.BAANKNET@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: https://baanknet.com এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

তারিখ: ০১.০৩.২০২৫, স্থান: **কলকাতা** — স্বা/- **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

SBI এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী অভিজিৎ চক্রবর্তী শ্রীমতি পূর্ণিমা চক্রবর্তী উভয়ের সাকিন : সোনারঝুড়ি অ্যাপার্টমেন্ট,** প্রেমিসেস নং ৭৬৫, কালীপদ মুখার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০০৮ **আরও ঠিকানা :** ১৩৩/৩২১, সত্যেন রায় রোড, কলকাতা : ৭০০০৩৪। **শাখা : এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা** **লোন অ্যাকাউন্ট নং : ক) ৩০৩৩২৪৭৬২২৯ (এইচবিএল)**	<u>তপশিল সি</u> <u>অংশ - ১</u> **নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৬, পৃষ্ঠা ২০৬২ থেকে ২০৯৫, দলিল নং ০১৮৪০ -২০০৮ সালের, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার বেহালা, অফিস এডিএসআর বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ।** (অংশ -২) **উল্লেখ্য উক্ত প্রথম তপশিল (জমির বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৬ কাঠা ১ ছটাক এবং তদস্থিত **সোনারঝুড়ি অ্যাপার্টমেন্ট** নামে ভবন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা : ঠাকুরপুকুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, পরগনা : মাগুরা, জেএল নং ১৩, আরএস নং ১৯২, তৌজি নং ৭৪-৭৭, এবং ৮২, মৌজা : মুরাদপুর, দাগ নং ৪৬১, খতিয়ান নং ৩২১, প্রেমিসেস নং ১৬৫, কালীপদ মুখার্জি রোড, ডাক ঠিকানা : পি-১১১, কালীপদ মুখার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০০৮, কলকাতা পৌর সংস্থার (সাউথ সুবার্বন ইউনিট), ওয়ার্ড নং ১২৩ অধীন, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ; **দক্ষিণে :** নিরঞ্জন দাসের জমি; **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক; **পশ্চিমে :** প্লট নং ৬। **উল্লিখিত তপশিল বি-অনুযায়ী স্বত্বাধিকারী : শ্রী অভিজিৎ চক্রবর্তী এবং শ্রীমতি পূর্ণিমা চক্রবর্তী।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট তিনতলায়, উত্তর/পশ্চিম অংশে তিনতলা ভবনে পরিমাণ কমবেশি ৩৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ১ বেড রুম,১ লিভিং তথা ডাইনিং তথা কিচেন, এবং ১ টয়লেট এবং উক্ত প্রেমিসেসে অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উল্লেখ্য অনুযায়ী।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১১.০২.২০২৫ এনপিএ তারিখ ৩০.১০.২০২৪	হাউস বিল্ডিং লোন এ/সি নং ৩০৩৩২৪৭৬২২৯ **১,৪২,০৭৫ টাকা** (এক লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পঁচাত্তর টাকা) টাকা **১০.০২.২০২৫** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৩.০৩.২০২৫
স্থান - বেহালা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা: ১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সত্যজিৎ চৌধুরি, ই-মেইল আইডি: satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

<u>স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) ও ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]</u>

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) ''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২০.০৩.২০২৫ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **গঠনমূলক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **২০.০৩.২০২৫** তারিখে, **৪,৫১,৬৪,৬৩৯.১৩ টাকা (চার কোটি একান্ন লক্ষ চৌষট্টি হাজার ছয়শো উনচল্লিশ টাকা এবং তের পয়সা মাত্র) ২০.০৭.২০২৩ পর্যন্ত গণনা করা সুদ সহ** তদুপরি ভবিষ্যতের সুদ এবং পরবর্তী খরচ সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে **মেসার্স লতিকা সী ফুড প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা:** গ্রাম - খাদালগোবরা, পোস্ট ও থানা- দীঘা, জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪২৮ **এবং** পদমপুকুরিয়া, কন্টাই, ৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ, **ডিরেক্টর ও গ্যারান্টর - শ্রী সুভাশীষ সামন্ত,** পিতা- প্রয়াত অমূল্য চরণ সামন্ত **এবং শ্রীমতী স্বরূপা সামন্ত,** স্বামী- সুভাশীষ সামন্ত, **ঠিকানা:** নিবেদিতা কমপ্লেক্স, বিএল- বি৪, হাতাবাড়ি, কন্টাই, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১ -এর বকেয়া আছে।

সম্পত্তি নং ১: সংরক্ষিত মূল্য হবে : **২৫,৬৯,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা হবে **২,৫৬,৯০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি নং ২ : সংরক্ষিত মূল্য হবে : **৯২,৯৭,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা হবে **৯,২৯,৭০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০.০০টাকা**
সম্পত্তি নং ৩ : সংরক্ষিত মূল্য হবে : **১২,৩৫,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা হবে **১,২৩,৫০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**

<u>(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)</u>

<u>**সম্পত্তি নং ১ :**</u> তৃতীয় ফ্লোর, বি ব্লক, প্রায় ১০৮০ বর্গফুট পরিমাপের ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। নির্মাণের স্পেসিফিকেশন এবং উপকরণের স্পেসিফিকেশন- ভবনটি আর.সি.সি. কলামের ভিত্তির উপর নকশা করা হয়েছে, যার গ্রাউন্ড প্লাস তিন তলা এবং একটি বেসমেন্ট ফ্লোর রয়েছে, যার মধ্যে ৭০ বর্গফুট নং ২ পার্কিং এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। সম্পত্তিটি জে.এল. নং ৩৬৯, খতিয়ান নং ১৪৮, বর্তমান এল.আর. খ. নং ১০৭৭, সাবেক প্লট নং ১৭১, মৌজা-হাতাবাড়ি, ওয়ার্ড নং ৯, এ.ডি.এস.আর. অফিস, কন্টাই-১, পরগনা-মজনমুথা, থানা- কন্টাই, কন্টাই পৌরসভা এ অবস্থিত। **দলিল নং ২১২৮/২০১১,** সম্পত্তিটি সুভাশীষ সামন্তের নামে আছে।
সম্পত্তি নং ২: জে. এল. নং ২৬৩, আর. এস. দাগ নং ৬৫০ এবং ৬৫১, এল. আর. দাগ নং ৭০৩ এবং ৭০৪, আর. এস. খতিয়ান নং ২০৪, ১৪৬, এল. আর. খতিয়ান নং ১১৬০, মৌজা - পদ্মপুকুরিয়া, ওয়ার্ড নং ১৮, এডিএসআর - কন্টাই-১, থানা- কন্টাই, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত প্রায় ১২.৫ ডেসিমেল পরিমাপের বাণিজ্যিক জমি এবং ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **দলিল নং ৬১৪৭/২০১১।** সম্পত্তিটি সুভাশীষ সামন্তের নামে আছে।
সম্পত্তি নং ৩: মৌজা - ফরিদপুর, জে. এল. নং - ৫৭৫, এল. আর. খতিয়ান নং ৪৪২, এল. আর. দাগ নং ১২১৪, থানা-কন্টাই, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর এর অধীনে প্রায় ১৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **দলিল নং ৮৪১৬/২০০৯।** সম্পত্তিটি সুভাশীষ সামন্তের নামে আছে।

পরিদর্শনের তারিখ: ১২.০৩.২০২৫ | গঠনমূলক দখল | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

তারিখ: ০৩.০৩.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

বিক্রয় নোটিশ (দায়বদ্ধ স্বর্ণ অলংকারের নিলাম)

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনগত উত্তরাধিকারীগণ, স্বর্ণের গহনা/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ করেননি। **এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল যে যদি তারা ১৭.০৩.২০২৫-এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণের ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ব্যয় সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলি ই-নিলামের জন্য জমা দেওয়া হবে ব্যাংক কর্তৃক ১৮.০৩.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ৩:০০টে পর্যন্ত** ই-নিলাম ওয়েবসাইটের **http://egold.auctiontiger.net** মাধ্যমে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ঋণগ্রহীতার খরচে। এর জন্য ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাদের মাধ্যমে দাবি করা ব্যক্তিদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। অধিকন্তু, প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ এবং সময় পরিবর্তন করার বা কোন কারণ ব্যতিরেকে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্রম নং	শাখার ঠিকানা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট	মোট নিট ওজন (গ্রামে)	মোট গ্রস ওজন (গ্রামে)	বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	ইএমডি পরিমাণ এবং অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত / পূর্ব পরিদর্শনের তারিখ
১	অশোকনগর	পার্থ কুণ্ডু	৪১০৭৭৭৬১০০০০৮৬০	৮.৮৩	৯.৩০	৫০৮১৫	ইএমডি পরিমাণ - ২৫,০০০ টাকা <u>ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত</u> অ্যাকাউন্টের নাম মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড ব্যাঙ্কের নাম: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক বর্তমান অ্যাকাউন্ট নম্বর ০০২৪০৫০১৯৪০৮ শাখা : জেএমসি হাউস শাখা, আহমেদাবাদ আইএফএসসি কোড ICIC0000024 <u>পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়:</u> <u>তারিখ:</u> ১১.০৩.২০২৫ এবং ১২.০৩.২০২৫ <u>সময়:</u> বিকাল ৩:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টে
২	বিরামনগর	রাকেশ বৈদ্য	৪৩২৬৭৭৬১০০০০৮৫৩	৪.০০	৪.২৫	২০৩৩৫	
৩	বিরামনগর	মনোজ চৌধুরী	৪৩২৬৭৩১১০০০০০৪৭	১০১.৬৫	১০৯.৮৫	৫২৮৯৭৮	
৪	চৈতাল	মায়ানুর বিবি	৪১৩০৭৭৬১০০০০৫৩০	৪.০০	৪.৪০	৬০০০	
৫	চৈতাল	মারুফ গাজী	৪১৩০৭৭৬১০০০০৫৫৩	৮.৫০	৯.০০	৩০১২৭	
৬	চাকদহ	সম্রাট দেবনাথ	৪২২১৭৭৬১০০০০৭৫৫	১৮.১৮	২৮.৪১	২৩১২৪	
৭	হাতিশালা	কার্তিক সিংহ রায়	৪২৯৫৭৭৬১০০০১২৩৭	৬০.৫০	৮২.৩৯	২৪৫৭৩৫	
৮	কইখালি	ডন বসু	৪০৭৩৭৩১১০০০০০০৭	২৪.৫০	২৮.১০	১১৫২৪৬	
৯	কইখালি	ডন বসু	৪০৭৩৭৭৬১০০০০১২০	৩৩.৮৮	৪৪.২০	১৭৮৪৬২	
১০	কাটিয়াহাট	সেখ আসমত আলী	৪২৭৫৭৭৬১০০০২৫৯৮	১৮.১৮	২৮.৪১	৮১০৫৯	
১১	পিফা বাজার	মাসুদ মন্ডল	৪৩৩৮৭৭৬১০০০০৮২০	১৭.৪৫	১৭.৮৫	৭৬০৮৯	
১২	পিফা বাজার	মাসুদ মন্ডল	৪৩৩৮৭৭৬১০০০০৮২১	৩২.১০	৫১.৫৮	১৩০১৯৯	
১৩	সাজিরহাট	অভিজিৎ গাঙ্গুলি	৪২৮৪৭৭৬১০০০০১৮৪	২২.২০	২৩.৫০	১০২৬৯০	
১৪	সোদপুর	সুশান্ত বসু	৪১৪৮৭৭৬১০০০০১৪৪	৮৪.০০	৩৩৬.৩০	৮০৪৩৯৪	
১৫	সায়েস্তা নগর	জাহিরুল গাজী	৪৩২৭৭৭৬১০০০০৪৭৫	৭.০০	৮.১৫	৩১১১৫	

<u>**নিলামের শর্তাদি :**</u>

ব্যাঙ্ক রত্ন/অলংকারের মান বিষয়ে দায়বদ্ধ নয়। অলংকার '' যেমন অছে'' ভিত্তিতে নিলাম করা হবেন। স্বর্ণের বিষয়ে যিনি বন্ধক রেখেছেন এবং যিনি সফল ডাকদাতাই দায়বদ্ধ হবেন। সফল ডাকদাতাকে স্বর্ণ বিক্রির ৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিমাণ দাখিল করতে হবে অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক নিলাম বিক্রি বাতিল করতে পারে। আগ্রহী ডাকদাতারা বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে নিলাম পোর্টাল দেখতে পারেন। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই নিলামের সূচি পরিবর্তন/সংশোধন/বাতিল করার অধিকার রাখে। স্বর্ণ অলংকার নিলামের পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না। ব্যাঙ্ক যে কোনও ডাক নিলামের যেকোনও পর্যায়ে গ্রহণ/বাতিল করতে পারে এবং পরিবর্তন,সংশোধন এবং ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে অধিকার রাখে। নিলামের ডাকে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ডাকদাতা সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ম এবং শর্তাদি পালনে এবং সমুদয় কর এবং শুল্ক, এবং অন্যান্য যাবতীয় মূল বা প্রচ্ছন্ন দাবিদারের দাবি মেটানোর ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ হিসেবে গণ্য হবেন। নিলামের সময়ে নিলামে অংশগ্রহণকারী ডাকদাতা সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে অবগত এবং সংশোধনী, যদি কিছু থাকে, বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন বলে গণ্য করা হবে। ডাক দেওয়ার পর কোনও আপত্তি বা অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না। কোনও সম্যক অবধানের ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণে নোটিশের ইংরেজি মাধ্যমকেই সঠিক বলে গণ্য করতে হবে।
অনলাইন নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ১৮.০৩.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত আইএসটি অনুযায়ী। আগ্রহী ডাকদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন ই-প্রোকিওরমেন্ট টেসনোলজিস লি. (অকশন টাইগার), যোগাযোগ ৯০২৩৭২৪৭৮০/৬৩৫১৮৯৬৬৪০ বা ইমেল আইডি : egold@auctiontiger.net নিলাম প্রক্রিয়ায় অনলাইনে অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য।

তারিখ : ০৩.০৩.২০২৫
স্থান : বারাসত
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জয়ের হ্যাটট্রিকে শেষ চারে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়ের হ্যাটট্রিক। প্রথমে বাংলাদেশ, পরে পাকিস্তান এবং রবিবার নিউজিল্যান্ডকে মাটি ধরিয়ে একনও পর্যন্ত রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া অপরাজিত টুর্নামেন্টে।*হেনরি পাঁচ-পাঁচটা উইকেট নিয়ে ভারতকে ২৪৯ রানে আটকে রেখেছিলেন। বরুণের ঘূর্ণিতে নিউজিল্যান্ড থেমে গেল ২০৫ রানে। গ্রুপের শেষ ম্যাচ ৪৪ রানে জিতল ভারত। শেষ চারে টিম ইন্ডিয়ার সামনে অস্ট্রেলিয়া।টসে হেরে ভারতের শুরুটা ভালো ছিল না। ৭ ওভারের মধ্যেই টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ফেলে দলটি। সপ্তম ওভারে বিরাট কোহলি যখন গ্লেন ফিলিপসের অবিশ্বাস্য এক ক্যাচ হয়ে ফিরলেন, ভারতের স্কোর ৩ উইকেটে ৩০। ইতিহাসের ২২তম খেলোয়াড় হিসেবে ৩০০তম ওয়ানডে খেলতে নামা কোহলি ম্যাট হেনরির করা বলটিতে স্লাশ করে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে সীমানাছাড়া করতে গিয়েছিলেন। অন্য কোনো ফিল্ডার হলে নিশ্চিত চারই হতো। কিন্তু ফিলিপস যে ‘সুপারম্যান’। দুর্দান্ত সব ক্যাচ নেওয়া যাঁর অভ্যাস, সেই ফিলিপস পুরো শরীরটাকে ডানে ভাসিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে মুঠোবন্দী করে ফেললেন বলটিকে। ১৪ বলে ১১ রান করা কোহলির যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না! পরে রবীন্দ্র জাদেজাকে ফেরাতে একই জায়গায় প্রায় একইভাবে আরেকটি দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়েছেন কেইন উইলিয়ামসন। কোহলিকে ফেরানোর আগেই শুভমন গিলকে এলবিডব্লু করে নিউজিল্যান্ডকে প্রথম উইকেট এনে দেন হেনরি। ১৫ রানে প্রথম উইকেট হারানো ২২ রানে ফিরে যান অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। এরপর সপ্তম ওভারে যায় কোহলি। ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের পর ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম ওভারের মধ্যে টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যানকে হারাল ভারত। ২০১৯ বিশ্বকাপের সেই ম্যাচে ৩.১ ওভারে মধ্যে ভারতের প্রথম তিন ব্যাটসম্যানকে ফেরানো দলটির নামও ছিল নিউজিল্যান্ড। সেই ম্যাচটি জিতে ফাইনালে উঠেছিল কিউয়িরা। এদিনের ২৪৯ রান তোলায় বড় অবদান শ্রেয়স আইয়ার (৭৯), অক্ষর প্যাটেল (৪২) ও হার্দিক পান্ডিয়ার (৪৫)। চারে নামা শ্রেয়স আইয়ার অক্ষরকে নিয়ে প্রথমে শুরু করেন ইনিংস মেরামতের কাজ। চতুর্থ উইকেটে ২২.৪ ওভারে ৯৮ রানের জুটি গড়েন দু’জন। ৬১ বলে ৪২ রান করে অক্ষরের বিদায়ের পর লোকেশ রাহুলকে নিয়ে ৪৪ রানের জুটি গড়েন। শ্রেয়স আইয়ার ফেরেন ৩৭তম ওভারে দলকে ১৭২ রানে রেখে। ৯৮ বলে ৭৯ রান করা শ্রেয়স টানা দ্বিতীয় ফিফটি পান। তাঁর মতোই ৪ চার ও ২ ছক্কায় সাজানো ইনিংসে ৪৫ বলে ৪৫ রান করেছেন অলরাউন্ডার হার্দিক। নিউজিল্যান্ডের হয়ে একাই লড়াই করেন কেন উইলিয়ামসন। ১২০ বলে তার ৮১ রানের ইনিংসটি দলের কোনো কাজে আসেনি। অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার ৩১ বলে ২৮, ওপেনার উইল ইয়াং ৩৫ বলে ২২ রান করেন। বাকিদের কেউ ২০ রানের ঘরও স্পর্শ করতে পারেননি। বল হাতে নিউজিল্যান্ড পেসার হেনরির ফাইফারের জবাব দিয়েছেন ভারতীয় স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। তিনিও সমান ৪২ রানেই ৫ উইকেট নিয়েছেন। কুলদীপ যাদব ২টি, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল ও রবীন্দ্র জাদেজা ১টি করে উইকেট নেন।

পুলিশ-পুরপিতাদের ক্রিকেট লড়াইয়ে জমজমাট বাগবাজার

রবিবার কাউন্সিলর কাপ বাগবাজার প্রিমিয়ার লিগে ৭ নং ওয়ার্ডের পুরপিতা বাপি ঘোষ, উত্তর কলকাতার অন্যতম বেসরকারি হাসপাতালের দিগ্বিজয় নায়েক সহ অন্যান্যরা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল এখনও শুরু হয়নি। তার আগেই ক্রিকেট জুড়ে হইচই। তিনদিন ধরে জমজমাট বাগবাজার। আয়োজিত হল তিনদিন ব্যাপী সাত নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কাপ বাগবাজার প্রিমিয়ার লিগ ২০২৫। ব্যাট বলের লড়াইয়ে রবিবার জমে উঠেছিল ফাইনাল। মোট ১২ দল অংশ নিয়েছিল এই টুর্নামেন্টে। রবিবার টুর্নামেন্টের ফাইনালের দিন বিশেষ আকর্ষণ ছিল কাউন্সিলর বনাম কলকাতা পুলিশের প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ। যেখানে শত ব্যস্ততার মধ্যেও খেলতে দেখা গেল সাত নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা বাপি ঘোষকে। পুরপিতার পাশাপাশি ছিলেন চিত্র পরিচালক নেহাল দত্ত, যুব তৃণমূল কংগ্রেস সহ সভাপতি পুষ্পক সাহা, উত্তর কলকাতার অন্যতম বেসরকারি হাসপাতালের ম্যানেজার দিগ্বিজয় নায়েক সহ অন্যান্যরা। পুলিশের তরফে খেলতে দেখা যায় ওসি বৌবাজার অরূপ ব্যানার্জী, শ্যামপুকুর থানার সার্জেন্ট অলোক ঘোষ, সার্জেন্ট রানা সরকার, কনস্টেবল অমিত সাহা, ইকবাল হাসান।

বেঙ্গালুরুর সঙ্গে ড্র করে প্লে-অফের দৌড়ে আর নেই ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর পর একদৃষ্টে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলেন বছর পঞ্চাশের এক সমর্থক। শূন্য দৃষ্টিতে বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর আচমকাই চোখের কোণ দিয়ে বেরিয়ে এল জল। কেউ দেখার আগেই সেই জল সকলের আড়ালে মুছে নিলেন। তার পরেই গোটা দলের উদ্দেশে হাততালি দিতে থাকলেন।

এই দৃশ্যটাই গোটা মরসুমে ইস্টবেঙ্গলের যাত্রাপথটা বলে দিল। অনেক কাছে এসেও শেষ রক্ষা হল না। কাপ আর ঠোঁটের দূরত্বটা রয়েই গেল। পাঁচ বছর আইএসএলে খেলার পরেও প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জন হল না। গঙ্গাপাড়ের পড়শি মোহনবাগান যেখানে টানা দু’বার লিগ-শিল্ড ঘরে তুলেছে, সেখানে লাল-হলুদ শিবিরে আরও এক বার শুধুই আঁধার। তবে শত দুঃখের মধ্যেও স্বস্তি একটাই, অন্তত আত্মসমর্পণ করে লজ্জাজনক ভাবে মরসুমটা শেষ করতে হয়নি। এই মরসুমে অন্তত শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে ইস্টবেঙ্গল। মরসুমের প্রথম ছ’টি ম্যাচে শূন্যের বদলে অন্তত পাঁচ পয়েন্ট থাকলে আজ এই দিন হয়তো দেখতে হত না।

রবিবার যুবভারতীতে প্রায় ৪৪ মিনিট দশ জনে লড়াই করে অসম্ভবকে প্রায় সম্ভব করে তুলেছিল ইস্টবেঙ্গল। শেষরক্ষা হল না। ৯০তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্ন শেষ করে দিলেন বাংলারই জামাই সুনীল ছেত্রী। গোলের পর উচ্ছ্বাসও করলেন না। তিনিও কি মনে মনে চাইছিলেন প্রাক্তন ক্লাব ইস্টবেঙ্গল প্রথম ছয়ে শেষ করুক? ভাবনা যা-ই হোক, বাস্তব তাতে বদলায় না।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

হত্যাকারী দলের কেউ, দাবি মৃত কংগ্রেস নেত্রীর মায়ের

চণ্ডীগড়, ২ মার্চ: কংগ্রেস নেত্রী হিমানি নারওয়ালের রহস্যমৃত্যুতে উত্তপ্ত হরিয়ানা। রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝেই এবার মেয়ের মৃত্যুতে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন হিমানির মা। তাঁর দাবি, হত্যাকারী কংগ্রেস দলেরই কেউ। শুধু তাই নয় পরিবারের অভিযোগ, মেয়ের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসার পর দলের কেউ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করেননি।

ভারত জোড়ো যাত্রার সময় খোদ রাহুল গান্ধির হাত ধরে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল হিমানিকে। হরিয়ানার এহেন কংগ্রেস নেত্রীর মৃতদেহ রোহতকের একটি বাসস্ট্যান্ডের পাশে পরিত্যক্ত নীল স্যুটকেস থেকে উদ্ধার হয়েছে শনিবার। এহেন জনপ্রিয় নেত্রীর এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি উঠেছে। ঘটনায় শাসকদল বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে কংগ্রেস। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হিমানির মা সবিতা নারওয়াল বলেন, ‘আমার মেয়ের রাজনৈতিক উত্থানে দলের অনেকেই ঈর্ষান্বিত ছিলেন। দলেরই কেউ যুক্ত রয়েছেন এই খুনের ঘটনায়।’

মৃতার মায়ের দাবি, ‘আমার মেয়ে দলের জন্য অনেক আত্মত্যাগ করেছে। কংগ্রেসের বহু শীর্ষ নেতা আমাদের বাড়িতে আসতেন। হিমানির এই রাজনৈতিক উত্থানের জেরে দলের অনেকে নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। যার জেরেই এই খুন হয়ে থাকতে পারে।’ সবিতা আরও বলেন, ‘গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শেষবার মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল তাঁর। একদিন পর কংগ্রেস নেতা ভূপিন্দর সিং হুদার সঙ্গে একটি সভায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। তবে বারবার হিমানিকে ফোন করেও ফোনে পাওয়া যায়নি। গত ১০ বছর ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হিমানি। ভারত জোড়ো যাত্রার সময় রাহুল গান্ধির সঙ্গে শ্রীনগরেও গিয়েছিল ও। মেয়ে চেয়েছিল স্বচ্ছ রাজনীতি করতে। দলের কেউ কেউ হয়ত সেটা চাইতেন না। যার জেরেই এই ঘটনা।’

শুধু তাই নয়, কাশ্মীর সফরের সফর দলের কিছু নেতার সঙ্গে তাঁর অশান্তি হয়েছিল বলেও দাবি মায়ের। এমনকি সবিতা বলেন, ‘মেয়ের মৃত্যুর খবর জানার পর কোনও নেতা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। এবং অপরাধীর ফাঁসির দাবি জানাননি।’ এদিকে এই ঘটনায় পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ‘হত্যা রহস্যের জট ছাড়াতে চারটি তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। আমরা বেশকিছু সূত্র পেয়েছি। আশা করছি শীঘ্রই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পারব।’

আত্মঘাতী নিটের প্রস্তুতি নেওয়া ছাত্রী

চেন্নাই, ২ মার্চ: ওবিসি সার্টিফিকেটের আবেদন ফর্ম পূরণের জন্য ভুল ওটিপি বলেছিল মেয়ে। বকাবকি করেন বাবা। তারপরই আত্মঘাতী হলেন নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর ভিলুপ্পুরমে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পড়ুয়ার নাম ইন্দু। বয়স ১৯ বছর। তিনি গত বছর থেকে সর্বভারতীয় মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেলেন। গতবার পরীক্ষায় বসেছিলেন তিনি, তবে সুযোগ পাননি। ফের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এর মধ্যে সরকারি ভবনে ওবিসি শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে যান। সেখানে আবেদন পূর্ণ করার জন্য ইন্দুর ফোনে ওটিপি আসে। তবে দু’বার সেই ওটিপি ভুল বলেন ছাত্রী। পরে ঠিক বললেও বাড়িতে ফিরে মেয়েকে বকাবকি করেন বাবা। তাতেই আত্মঘাতী হন তরুণী।প্রথমে বলা হয় পরীক্ষা দেওয়ার ভয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ইন্দু। পরে বাড়ির লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসল কারণ জানা যায়।

প্রাথমিক অনুমান, তরুণী পড়াশোনা নিয়ে চাপে ছিলেন। তারপর সামান্য একটি কারণে বাবার বকুনি। তা মেনে নিতে পারেননি তরুণী। আত্মঘাতী হন তিনি। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিছে। পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

১০টি গোরু পালনে মিলবে ১০ লক্ষ ঋণ

বরেলি, ২ মার্চ: ১০টি গোরু পালন করলে মিলবে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ। রাজ্যবাসীকে গোপালনে উৎসাহিত করতে এমনই পদক্ষেপ নিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। যোগী সরকারের নয়া এই প্রকল্পের নামকরণ করা হয়েছে ‘অমৃতধারা প্রকল্প’। শুধু তাই নয়, বেওয়ারিশ গরুকে সংরক্ষণ করতে সদ্য পেশ হওয়া বাজেটে ২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সব বিতর্ককে ফুৎকারে উড়িয়ে নিজের শাসনকালে উত্তরপ্রদেশে হিন্দুত্বের জয়ধ্বজা উড়িয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। গরুকে ‘মা’ হিসেবে গণ্য করে তাদের সুরক্ষায় নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে এই গরুকে সুরক্ষা দিতে একের পর বড়সড় ঘোষণা যোগী সরকারের। গো-পালনে উৎসাহ তো বটেই সরকারের দাবি অনুযায়ী, এই প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশকে জৈব পদ্ধতিতে চাষের অন্যতম হাব হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

সরকারের তরফে জানা গিয়েছে, এই অমৃতধারা প্রকল্পে রাজ্য সরকারের তরফে ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশে কৃষকদের অন্যতম মাথাব্যথা বেওয়ারিশ গরুকে সংরক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি, যারা ২ থেকে ১০টি গরু পালন করবেন তাদের জন্য সরকার ১০টি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা দেবে। এই পরকল্পে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে কোনও গ্যারান্টারের প্রয়োজন পড়বে না। যোগী সরকারের মূল লক্ষ্য হল, রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকমুক্ত কৃষিকাজ। সেই লক্ষ্যে গবাধি পশুই হয়ে উঠে পারে একমাত্র বিকল্প। সরকারের দাবি অনুযায়ী, এক্ষেত্রে গোবর ও গোমূত্রকে সার ও কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে একদিকে যেমন গোপালনে কৃষকরা দুধ পাবেন অন্যদিকে তেমনই মিলবে সার ও কীটনাশক। এর মাধ্যমে রাজ্যের গোশালাগুলিও সাবলম্বি হয়ে উঠবে।

উল্লেখ্য, যোগী আদিত্যনাথের গরুর প্রতি ভালোবাসা সর্বজনবিদিত। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই গো-সুরক্ষার উপর জোর দিয়ে আসছেন তিনি।

যুদ্ধবিরতি শেষ হতেই গাজায় ত্রাণ সরবরাহ বন্ধ করল ইজরায়েলের

জেরুজাসেম, ২ মার্চ: গাজায় সব ধরনের মানবিক সাহায্য পাঠানো বন্ধ করল ইজরায়েল। তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হল কিনা। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর দপ্তরের তরফে কোনও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি। তবে এটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে হামাস যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য ইজরায়েলের মার্কিন প্রস্তাব মেনে না নিলে পরিণাম ভালো হবে না।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ জটিলতার পর কাতার, মিশর ও আমেরিকার উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছিল গাজা ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি। যদিও একেবারে শেষ মুহূর্তে হামাসের তরফে বন্দিদের নামের তালিকা না দেওয়ায় বেঁকে বসেন নেতানিয়াহু। এরপর নামের তালিকা প্রকাশ করা হয় হামাসের তরফে। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ মাস ধরে চলতে থাকা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হয়েছিল সাম্প্রতিক ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে। বেসরকারি মতে নিহতের সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে শিশুর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। যদিও সরকারি হিসেবে তা ৬১ হাজারের কিছু বেশি। এর মধ্যে গাজাতে মৃত্যু হয়েছে ৪৮ হাজার। জখম ১ লক্ষেরও বেশি। যুদ্ধবিরতি শেষ হয়েছে শনিবার। দ্বিতীয় দফায় যুদ্ধবিরতি কবে শুরু হতে পারে তা ঠিক হবে দুই দেশের মধ্যে ‘দরাদরি’ শেষ হলে। বলাই বাহুল্য, হামাসকে অবশিষ্ট ইজরায়েলি পণবন্দিদের মুক্তি দেবে এবং সেই সময় ইজরায়েল হামলা চালাবে না। এর আগে ইজরায়েল জানিয়েছিল, যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপের মেয়াদ বাড়ানোয় তাদের আপত্তি নেই। রমজান মাসে তা চলতেই পারে। যা শেষ হবে ২০ এপ্রিল। তেল আভিভ এও জানিয়েছিল, প্রস্তাবটি ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যপ্রাচ্য দূত স্টিভ উইটকফের কাছ থেকে এসেছে। এবং সেক্ষেত্রে প্রথমদিনই হামাসকে পণবন্দিদের অর্ধেককে মুক্তি দিতে হবে, এই ছিল শর্ত। এরপর স্থায়ী যুদ্ধবিরতির বিষয়ে দুই দেশ একমত হলেই বাকিদের মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু এতে রাজি হয়নি হামাস। তারা জানায়, এমন প্রস্তাবে স্পষ্ট যে ইজরায়েল আগে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলি অস্বীকার করছে।

মালিকের প্রাণ বাঁচাতে বাঘের সঙ্গে লড়াই সারমেয়র

ভোপাল, ২ মার্চ: কুকুর প্রভুভক্ত...। মধ্যপ্রদেশের উমারিয়া জেলার এক জার্মান শেফার্ড ফের সেকথা প্রমাণ করল। মালিকের প্রাণ বাঁচাতে বাঘের সঙ্গে অসম লড়াই চালাল সাহসী সারমেয়, যতক্ষণ দেহ প্রাণ ছিল। সেই কারণেই বেঁচে গেলেন জার্মান শেপার্ডের মালিক। ঠিক কী ঘটেছে?

এদেশের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে বন্যপ্রাণী বেরিয়ে আসা নতুন কথা নয়। ভারহুত মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় ব্যাঘ্র প্রকল্পের কাছে তেমনই এক গ্রাম। এই গ্রামের বাসিন্দা শিবম বারগাইয়া। শিবমের পোষ্য একটি জার্মান শেপার্ড কুকুর। ঘটনার দিন পোষ্যকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গল লাগোয়া একটি রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়ে ছিলেন শিবম। তখনই আচমকাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে একটি বাঘ। সেটি ধীর পায়ে শিবমের দিকে এগোতে থাকে। ভয়ে পাথর হয়ে যান তিনি। তখনই মালিককে বাঁচাতে তৎপর হয় জার্মান শেপার্ডটি। কুকুরটি ডাকতে ডাকতে তেড়ে যায় বাঘের দিকে। এতে খানিক সময়ের জন্য থমকে যায় বাঘটি। এর পর শিবমকে ছেড়ে কুকুরটিকে আক্রমণ করে। জার্মান শেপার্ডের গলায় কামড় বসায়। বেশ খানিকটা সময় অসম লড়াই চললেও শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি কুকুরটি। সেটিকে জঙ্গেল টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বাঘটি। কিন্তু ততক্ষণে ঘটনাস্থলে গ্রামবাসীরা ছুটে এসেছেন। তাদের চিৎকারে জঙ্গলে ছুটে পালায় বাঘ। গুরুতর আহত কুকুরকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানি যায়নি। যদিও মৃত্যু অবধি নিজের কর্তব্য পালন অবিচল ছিল সে। স্বভাবতই পোষ্য জার্মান শেপার্ডের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মালিক শিবম বারগাইয়া। এমনকী প্রতিবেশী গ্রামবাসীদেরও মনখারাপ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
E-TENDER NOTICE
Tender Notice Number: KDHM/46/PWD/01/24-25 to KDHM/46/PWD/02/24-25
E-Tender ID: 2025_MAD_822021_1 to - 2025_MAD 822021_2
Categories of Work: Construction of shade, Drain, Etc. Last date of Submission on **11.03.2025 upto 15:00 hours.** Details of tender notice can be seen at **www.khardahmunicipality.in** & **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Nilu Sarkar, Chairman, Khardah Municipality**

Howrah Municipal Corporation
Borough Commitee-IV
82, Narasingha Dutta Road, Howrah-711101
E-TENDER
NIT No: E-TN/008/ A.E./Br-IV/ 24-25, Date : 01.03.2025
For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough-IV & also H.M.C. website i.e. **www.myhmc.in** & **www.wbtenders.gov.in** Bid submission starting date **04.03.2025.** Bid submission closing date **11.03.2025.** **Sd/- Assistant Engineer Borough-IV, H.M.C.**

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No. KDHM/45/WS/24-25, E-Tender ID: 2025_MAD_821956_1
Categories of Work: leakage repairing of Pipe line. Last date of Submission of Tender **11.03.2025.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman Khardah Municipality**

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১,
টেলি-২৬৩৮-৩২১১-১৩ , ফ্যাক্স-২৬৪১-০৮৩০ www.myhmc.in তে আমাদের দেখুন
কনজারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট

সংবাদপত্রে প্রকাশনার জন্য সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস

ওএসডি অ্যান্ড এক্স-অফিসিও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচ.এম.সি. নীচে বর্ণিত ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। আগ্রহী দরদাতাদের বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পি.টি., আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।

ক্র নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং ও তারিখ	বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ ও সময়
১	এইচ.এম.সি. এর ওয়ার্ড নং-০৩, ০৯ (জোন-১), ১০, ৪৪, ৫০ (জোন-১) এর আওতাধীন বিভিন্ন স্থানের ড্রেন পরিষ্কার করা।	নং-৩২/কন্স/২৪-২৫ তারিখ-২৮/০২/২০২৫	১৮.০৩.২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
২	এইচ.এম.সি. এর ওয়ার্ড নং-০৬, ০৭, ০৮ (জোন-২), ১৯ (জেন-১), ১৯ (জোন-২), ২০, ৩৮ (জোন-১), ৪১ (জোন-৩), ৪২ (জোন-১), ৪৫ (জোন-১), ৪৫ (জোন-২), ৪৬ (জোন-১), ৪৭ (জোন-১), ৪৭ (জোন-২), ৪৭ (জোন-৩), ৫০ (জোন-২) এর আওতাধীন বিভিন্ন স্থানের ড্রেন পরিষ্কার করা।	নং-৩৩/কন্স/২৪-২৫ তারিখ-২৮/০২/২০২৫	২১.০৩.২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
৩.	এইচ.এম.সি. এর ওয়ার্ড নং-০১, ০২, ০৪, ০৫, ০৮ (জোন-১), ০৯ (জোন-২), ০৯ (জোন-৩), ১১ (জোন-১), ১১ (জোন-২), ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২১, ২২ (জোন-১), ২২ (জোন-২), ২৩ (জোন-১), ২৩ (জোন-২), ২৪, ২৫ (জোন-১), ২৫ (জোন-২), ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ (জোন-১), ৩০ (জোন-২), ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ (জোন-১), ৩৫ (জোন-২), ৩৬, ৩৭, ৩৮ (জোন-২), ৩৮ (জোন-৩), ৩৯, ৪০, ৪১ (জোন-১), ৪১ (জোন-২), ৪২ (জোন-২), ৪৩ (জোন-১), ৪৩ (জোন-২), ৪৬ (জোন-২), ৪৬ (জোন-৩), ৪৮ (জোন-১), ৪৮ (জোন-২), ৪৯ (জোন-১), ৪৯ (জোন-২) এর আওতাধীন বিভিন্ন স্থানের ড্রেন পরিষ্কার করা।	নং-৩৪/কন্স/২৪-২৫ তারিখ-২৮/০২/২০২৫	২৫.০৩.২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।

অনুগ্রহ করে দেখুন https://wbtenders.gov.in তারিখ-২৮/০২/২০২৫ ১৮৪(৩)/২৪-২৫ ১/৩/২৫
ওএসডি অ্যান্ড এক্স-অফিসিও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

সম্পাদকীয়

বাড়তি পণ্য উৎপাদনের জন্য সাধারণ মানুষ বেকার হন

এআই-এর ব্যবহার যত বেশি হতে থাকবে, বাড়বে বেকার বাহিনী। খোঁজ নিলে দেখা যাবে পৃথিবীর উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে একই চিত্র। এ সঙ্কট মেটার নয়। সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যাবে আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে দাসব্যবস্থা, আবার দাসব্যবস্থা ভেঙে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এসেছে। প্রতিটি সমাজে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে হাতিয়ার করে উৎপাদিকা শক্তি এগিয়েছে এবং এই শক্তির সঙ্গে স্থিতিশীল উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব হয়েছে। এর পরিণতিতে প্রচলিত সমাজ ভেঙে পরবর্তী সমাজ তৈরি হয়েছে। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কিত লেখায় জোসেফ স্তালিনের কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য; উৎপাদিকা শক্তিকে বিপুল ভাবে বিকশিত করে পুঁজিবাদ এমন দ্বন্দ্বের জালে জড়িয়ে পড়েছে, যা থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা তার নেই। উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে, আর তার দাম কমিয়ে পুঁজিবাদ প্রতিযোগিতাকে তীব্র করেছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যক্তিমালিকদের ধ্বংস করছে, তাঁদের সর্বহারায় পরিণত করছে এবং তাঁদের কেনার ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। অপর দিকে উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বিরাট বিরাট কলকারখানায় একত্র করে পুঁজিবাদ উৎপাদনকে সামাজিক চরিত্র দিয়েছে। এর ফলে পুঁজিবাদের নিজের ভিত্তি ক্ষয় হচ্ছে। কারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়ার এই সামাজিক চরিত্র উৎপাদন উপকরণের সামাজিক মালিকানা দাবি করে। কিন্তু উৎপাদন উপকরণ এখনও পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই অবস্থা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের এই ক্রমান্বয় দ্বন্দ্বের ফলে মাঝে মাঝে অতি উৎপাদনের সঙ্কট দেখা দেয়। জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা নিজেরাই কমিয়ে তখন পুঁজিপতিরা দেখতে পান, তাঁদের পণ্যের কার্যকর চাহিদা নেই। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা উৎপন্ন দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলেন, উৎপাদিত জিনিসপত্র নষ্ট করে দেন, উৎপাদন বন্ধ করে দেন এবং যে সময় লক্ষ লক্ষ লোক কাজ ও খাদ্যের অভাবে হাহাকার করেন, সেই সময় উৎপাদিকা শক্তিকে পঙ্গু করে দেন। পণ্যের অভাবে নয়, বরং বাড়তি পণ্য উৎপাদনের জন্যই সাধারণ মানুষ বেকার হয়ে যান, অনাহারে থাকেন।

শব্দবাণ-২০৮

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পুকুর ৩. দীনদরিদ্র, অনুকম্পার পাত্র ৫. বিস্তারিত ৬. (আল.) তীব্র রসাত্মক বাক্য ৭. সম্পূর্ণ ৯. আশা, কামনা ১১. শিব ১২. রুটি সেঁকবার বিশেষ ধরনের বড়ো উনুন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মুসলমানদের জপমালা ২. গুরু ৩. কুল গাছ ৪. শক্ত ৭. অবসান, পরিত্রাণ ৮. পায়চারি ৯. পরন্তু, পক্ষান্তরে ১০. শ্যামবর্ণ।

সমাধান: শব্দবাণ-২০৭

পাশাপাশি: ২. প্রত্যবসান ৩. বলপূর্বক ৬. নগরপাল ৭. সমীকরণ।

উপর-নীচ: ১. আত্মগোপন ২. প্রত্যবহার ৪. পূর্বলক্ষণ ৫. করণাধ্যক্ষ।

জন্মদিন

আজকের দিন

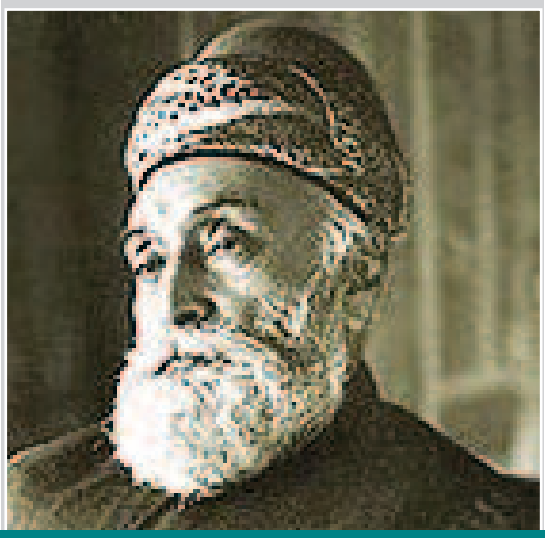

জামশেদজি টাটা

১৮৩৯ *বিশিষ্ট শিল্পপতি জামশেদজি টাটার জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শঙ্কর মহাদেবনের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরের জন্মদিন।*

তুমি নারী — জাগো, গর্জে ওঠো

মতিউর রহমান

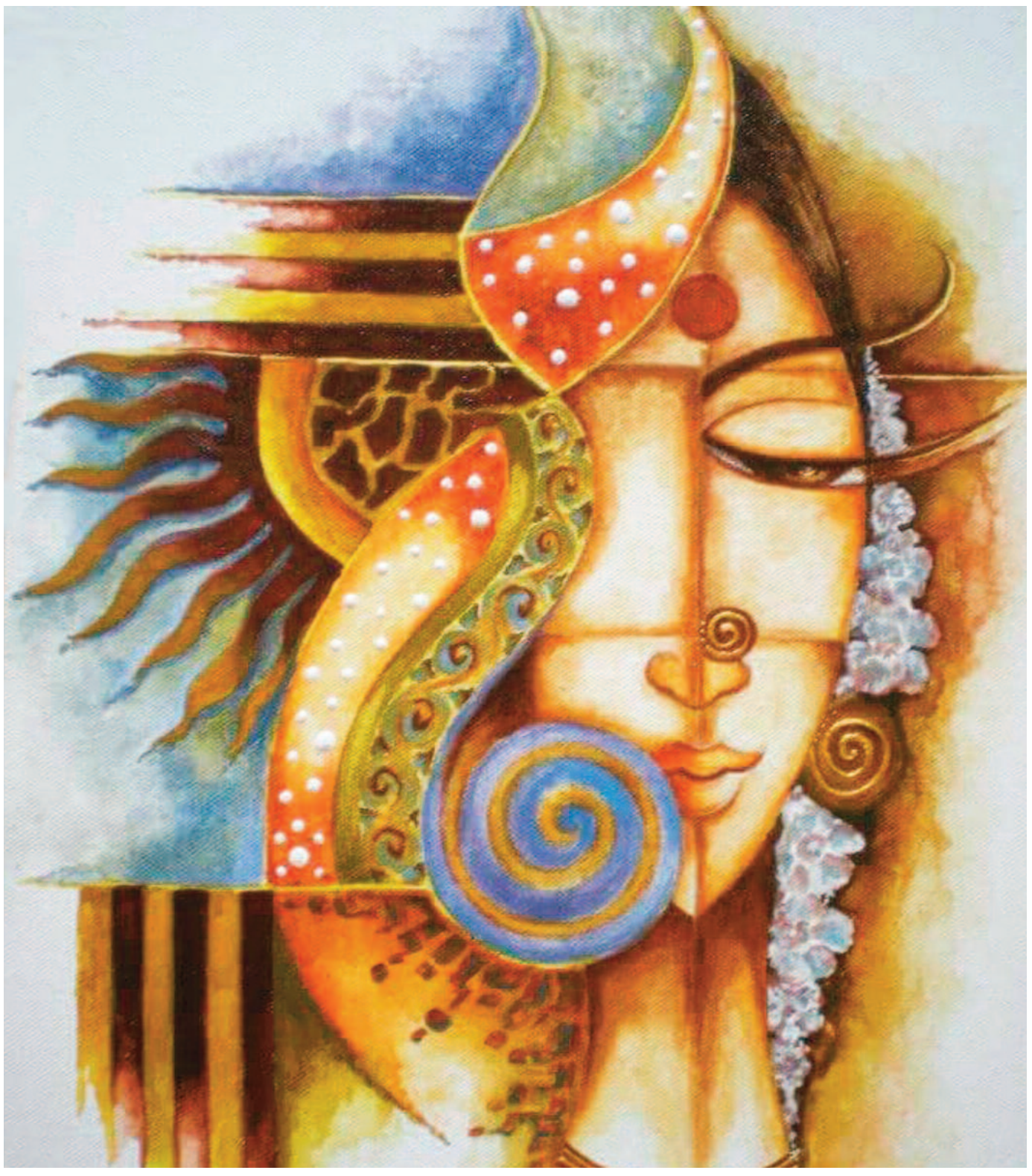

রহস্যময়ী

তুমি নারী। তুমি লক্ষ-কোটি পুরুষ-হৃদয়ের স্বপ্ন। তুমিই পৃথিবীর প্রথম স্টেশন, তুমিই পৃথিবীর শেষ স্টেশন! তোমার প্রেম-সমুদ্রে অবগাহন করে পুরুষ খুঁজে পায় জীবনের সার্থকতা। তোমার জন্যই এত যুদ্ধ, এত সংঘাত, এত রক্ত। তুমি কুহকিনী- মায়াবিনী, তুমি লাস্যময়ী অনন্যা। তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-রহস্যের ন্যায় অপার রহস্যের আধার। তোমার হৃদয়-রহস্য উন্মোচনে হাজার হাজার বিজ্ঞানী, গবেষক হাঁপিয়ে ওঠে। তবুও খুঁজে পায় না তার সঠিক কিনারা। তোমার রূপে-গুণে-মোহিনী শক্তিতে পুরুষ মুগ্ধ , মোহিত । তোমার হাসি তো হাসি নয়, যেন গোলাপি ঠোঁটের ফ্রেমে মুক্তোর ঝিলিক। সময় সময় তা মোনালিসার হাসির মতো চিরন্তন রহস্যের আধার। নারী, কোথায় পেলে এমন মায়াবী চোখ, মোমঢালা ত্বক? তোমার এমন মেঘকালো কেশ, কখনো সোনালী চুলের ঢেউ প্রভাতের নবারুণে উদ্ভাসিত ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্যকেও ম্লান করে দেয়। তোমার শরীরী তরঙ্গের অব্যর্থ চুম্বক পুরুষের চিন্তাভাবনাকে উথাল-পাথাল করে দেয় ,কেড়ে নেয় রাতের ঘুম। তোমার চোখের ইঙ্গিতপূর্ণ ইশারা কামনা বাসনার আগুনে জ্বালিয়ে দেয় পুরুষকে ,তার হৃদয়তটে আছড়ে পড়ে সুনামির ঢেউ। সৃষ্টির আনন্দে তখন দুচোখ ভরে দেখতে থাকে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন। তোমাকে নিয়েই বোনে স্বপ্নের মায়াজাল, তোমার মায়াবী মনের লুকোচুরি খেলায় মর্ত্যের মাটিতে খুঁজে পায় স্বর্গের সন্ধান। আজও কোটি কোটি পুরুষ তোমার প্রতীক্ষায় থাকে পথ চেয়ে।

ছলনাময়ী

নারী তুমি ছলনাময়ী। ছলা-কলা-লীলা পুরুষ বধের এই মহৌষধের একচেটিয়া স্বত্বাধিকার তো শুধু তোমারই। তোমার ছলনাজালে আবদ্ধ হয়ে পুরুষ ছটফট করে দিবারাত্র। পতঙ্গ যেমন আগুনের আকর্ষণে ছুটে গিয়ে পুড়ে মরে , পুরুষও তেমনি তোমার ছলনার বহ্নিশিখায় জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায় । তোমার সম্মোহনী শক্তি, শরীরী সম্ভারের পাহাড়ি ঢালে গড়াগড়ি খেতে খেতে তলিয়ে যায় মহাকালের রহস্যময় অতল গহ্বরে। তোমার ছলনাবাণে যুগে যুগে কত রথীমহারথী হয়েছে ধরাশায়ী। শুধু তোমার জন্য সে রোম জ্বালিয়ে দিয়েছে, লঙ্কা করেছে তছনছ, বাঁধিয়েছে কুরুক্ষেত্র, ধ্বংস করেছে মেবার। তোমার পাতা ত্রিকোণ প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে সে শহীদ হয়েছে কতবার! তবুও তোমার ভয়ংকর সুন্দর রূপ তাকে টানে তোমার দিকে বারবার।

স্নেহময়ী

নারী তুমি স্নেহময়ী। তোমার স্নেহের সিন্ধুতে অবগাহন করে ধন্য হয়েছে স্রষ্টার সৃষ্টি। স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা - এ তো ঈশ্বরের দেওয়া তোমার শুধু শ্রেষ্ঠ অলংকারই নয় , অহংকারও । তুমি করুণার প্রতিমূর্তি। তুমি ধরিত্রীর মতো সহনশীল। সেবার ধর্মে তুমি মহান। আত্মত্যাগেও তুমি তুলনাহীন। তুমি করুণার সিন্ধু মমতাময়ী মাদার টেরেজা, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুমূর্ষুদের স্নেহময়ী সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল ।

প্রেরণাদায়িনী

তুমি সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণা। তুমি ব্যতীত স্রষ্টার সৃষ্টিও অসম্পূর্ণ। তুমি কবির কল্পনা, বড় মানুষদের বড় হয়ে ওঠায় প্রেরণা, তুমি বিরহীর বাঁশির সুর, ব্যর্থ-প্রেমিকের শোকগাথা। তুমি সাহিত্যিকের মন-বীণায় সুরের ঝংকার, তুমি শিল্পীর শিল্প। তুমি ভাস্করের ভেনাস , দ্যা ভিঞ্চির মোনালিসা। জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত সৈনিকের কাছে তুমি একঝলক ম্লানরোদের হাসি, নতুন কর্মপ্রেরণার মন্ত্র। তুমি হতাশ হতোদ্দমের আশ্রয়, সঞ্জীবনী শক্তি, জীবনযুদ্ধে নতুন উদ্যোমে ঝাঁপিয়ে পড়ার অক্সিজেন। তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি বর্ণহীন জীবনকেও রাঙিয়ে দেয় সুরে সুরে, রঙে রঙে।

বাসনার বহ্নিশিখা

নারী তুমি আগুন। তুমি কামনা-বাসনার বহ্নিশিখা। তুমি আগ্নেয়গিরির লাভা, তোমার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়েই শান্তি! তোমার শরীরে সাজানো যৌবন- সম্ভার পুরুষের শরীরে জাগায় শিহরণ, রক্তে তোলে তুফান। তোমার শরীরী চুম্বকের টানে রক্ত মাংসের মানুষ ছুটে যায় দুর্বার বেগে যেমন নদী ছুটে যায় মোহনার দিকে। তোমার ছোঁয়ায় জেগে ওঠে ঘুমন্ত সিংহ! তোমার আগুনে পুরুষ সেঁকে নেয় ঠান্ডায় জমে যাওয়া শরীর। যৌবন-জোয়ার ভাসিয়ে দেয় সংযমের বেড়াজাল। সঙ্গমের সমুদ্র-স্রোতেই শান্ত হয় উত্তাল সিন্ধু।

জননী

তুমি মা। তুমিই সৃষ্টির প্রথম কথা, তুমিই সৃষ্টির শেষ কথা। বিশ্বজনীন মাতৃত্বের একচেটিয়া অধিকার তো শুধু তোমারই। ফুটফুটে একটি সন্তান তোমার জীবনে নিয়ে আসে পূর্ণতা। তোমার কোলই তো শিশুর কাছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান , তুমিই তো তার নির্ভরতার প্রতীক। তোমার স্নেহের আঁচলেই সে খুঁজে পায় ভালোবাসার পরশমণি। তুমি না থাকলে এই পৃথিবী হয়ে যেত বন্ধ্যা, প্রাণের ধারা শুকিয়ে গিয়ে হয়ে যেত মরুভূমি। কল্লোলিত প্রাণের তরঙ্গ থেমে গিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসত শ্মশানের নীরবতা।

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে

সংসার! দাম্পত্য সম্পর্কের আশ্রয়স্থল! সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে সুখের নীড়! তিল তিল করে বাবুই পাখির মতো যে গড়ে সে তো নারী। সংসার-সজ্জার নিপুণ কারিগর, পাকশালার প্রাণভোমরা — নারীর মেধা মননের ছোঁয়ায় জ্বলজ্বল করে সংসার। তার মরমী হৃদয়ের ছোঁয়ায় প্রাণ পায় ইট-কাঠ -পাথরের কড়ি-বর্গা। সংসারে সুখপাখি বাঁসা বাঁধে যার সৌজন্যে সে তো নারী। স্বামী-সেবা, সন্তান-সেবা, গৃহ-সেবা তার ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে সে হয়ে ওঠে মহৎ মহীয়সী। নারীই সংসার বেঁধে রাখে মায়ার বাঁধনে, সুখের আতর ছড়িয়ে দেয় সমাজ সংসারে।

পদদলিত

নারী বর্তমানে অত্যাচারিত, পদদলিত, শোষিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত, দলিত, দংশিত। সে আজ বন্দিনী। দুপায়ে সংসার নামক সোনার শেকল। তার স্বাধীনতা আজ লুণ্ঠিত। সে ইচ্ছা করলেই মুক্ত ,খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতে পারে না। নিষেধের লালবৃত্ত প্রতিটি মেয়ের চারিদিকে। পুরুষ তাদের শোষণ করে, লুণ্ঠন করে, পরাধীন করে। নারীকে সে শুষে নেয়, তারপর প্রয়োজনে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে। এ জীবন, এ সংসার, এ পৃথিবীকে ভালোবাসে নারী আজ পণ্য হয়ে গেছে। পুরুষের দৌলতে নারীর লজ্জা-সম্ভ্রম বিক্রি হয় হাটেবাজারে! পুরুষের লালসা ও নীচতা, হিংস্রতা ও আধিপত্য, চাতুরী ও দখলদারির কাছে নারী হেরে গেছে। তাই তার এত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার, অপমান, শোষণ, বঞ্চনা। সে আজ বন্দী পুরুষের তৈরি কারাগারে। সে বন্দী নীতি-নিয়ম সংস্কারের কাছে। সে বন্দী সর্বত্র। কোথাও তার মুক্তি নাই। কোথাও তার স্বাধীনতা নাই। কোথাও তার শোষণহীন বঞ্চনাহীন সুখী সুন্দর জীবনের অধিকার নাই। সে পুরুষের দাসী। তার লালসা। তার ভোগ্যপণ্য। পুরুষ নারীকে পণ্য করে, শৃঙ্খলিত করে, বাঁদী করে। এতেই তাদের শান্তি। এতেই সুখ। মরুক নারী গুমরে গুমরে। সে পচুক কারাগারে - অন্ধকারাচ্ছন্ন সামাজিক গুহার ভিতরে। পুরুষ তাদের গণ্ডি বেঁধে দিয়েছে। এর বাইরে বেরিয়ে আসার তার অধিকার নাই। ধর্ম তাদের ইন্ধন যোগাচ্ছে। সমাজ তাদের আশকারা দিচ্ছে। রাষ্ট্র নারীর নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ - তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নেই, সামাজিক নিরাপত্তা নেই, রাজনৈতিক নিরাপত্তাও নেই। পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বধূহত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, নারী পাচার — তার ভাগ্যলিপি। নারীর প্রধান যোগ্যতা পুরুষকে তৃপ্ত ও তুষ্ট করা। পুরুষ নারীর রূপরস শোষণ করে, গুণগন্ধ শোষণ করে। প্রতিবাদ করলে তুমি মরবে, মরবে। বিড়ম্বিত, বিপন্ন, দুর্গত, নিরাশ্রয় নারী তুমি বন্দী পাকশালা আর শিশুপালন ঘরে। পুরুষ তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে ওটাই তোমার স্বর্গ।

বৈষম্যের কালাপাহাড়

সামাজিক বিধি-বিধান, সংস্কার-সমন, ধর্মীয় অনুশাসন-চোখরাঙানি নারীকে অত্যাচারিত, নিগৃহীত, শোষিত, ধর্ষিত, শৃঙ্খলিত করছে শরীরে, মনে। নারীর নিরাপত্তা দিতে রাষ্ট্রীয় অক্ষমতা ওইসব বীরপুঙ্গবদের উৎসাহিত করছে প্রতিনিয়ত। নারীকে পদদলিত, লুণ্ঠিত, ধর্ষিত করেই পুরুষের পৈশাচিক উল্লাস! সর্বত্রই নারী শোষিত, দ্বিখন্ডিত। নারী আজ পুরুষের হাতের পুতুল, ক্রীতদাস। সর্বত্রই বঞ্চনা আর বৈষম্য। শত দোষ করেও পুরুষ ধোওয়া তুলসী পাতা। আর নারী সামান্য দোষেই পাপী, অসতী, বেশ্যা। পুরুষ রচে দিয়েছে নারীর সংবিধান - নারী স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে, পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে, পুরুষের কথার উপর কথা দেবে না। নারীকে ভোগ কর, নারীকে মারো, নারীকে শৃঙ্খলে বন্দি কর। পুরুষের কোন ভয় নেই কারণ সামাজিক আইন-কানুন-বিধান তাকে সমর্থন দিয়েছে, ধর্মীয় কালাকানুন তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে , রাষ্ট্রীয় অক্ষমতা তাকে সাহস জুগিয়েছে। তাই পুরুষ যা খুশি করতে পারে, যেখানে খুশি যেতে পারে । কিন্তু নারী পারেনা, কারণ তার পায়ে বেড়ি, নারীত্বের বেড়ি। বাড়ি থেকে বেরোলেই , স্বাধীন হতে চাইলেই সে পারবে না। বাইরে লক্ষ কোটি বুনো ষাঁড় তাকে ছিঁড়ে খাবে, টুকরো করবে, পিষে দেবে। শরীরে, প্রাণে মেরে দেবে। পুরুষ ব্যভিচারী হলে তার সাত খুন মাফ আর নারীর ক্ষণিক দুর্বলতার জন্য সে বেচারি চিরজীবনের জন্য দাগী রয়ে যায়, তার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। নারীর দুর্নাম কলের কালো ধোঁয়ার মত নিমেষে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। পুরুষের বেলায় আইনটা আলগা আর নারীর বেলায় শক্ত। কেন? কেন? একটা পুরুষ একা একা জীবন কাটাতে পারে কিন্তু একটি নারী তা পারে না। তাহলে তাকে অনেক কু কথা শুনতে হয়। পুরুষকে তাদের আশ্রয় হিসাবে নিতে হয়। না হলে ভয়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় তার জীবন তরুর প্রতিটি পাতা। পুরুষের মন জোগানো ছাড়া, তাদের সঙ্গ দেওয়া ছাড়া নারীর যেন বাঁচার অধিকার নাই । একা একা বাঁচার চেষ্টা করলে নারীকে হতে হয় পাপিষ্ঠা, ভ্রষ্টা, কলঙ্কিনী। সমাজ তাকে ছিঁড়ে খাবে, পুরুষ তাকে ছিঁড়ে খাবে। মূর্খ, শিক্ষিত সব পরিবারেই মেয়ে সন্তান জন্মালে হাঁড়ির কালির মত কালো হয়ে যায় সকলের মুখ - কি শ্বশুর, কি শাশুড়ি, কি স্বামীর। নারীকে অপরাধী হতে হয়। কিন্তু এতে নারীর দোষ কোথায়? সন্তানের বীজটি তো আসে পুরুষের কাছ থেকে। পক্ষান্তরে পরিবারে যদি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে সন্তানের মা সেখানে যুদ্ধে বিজয়ী বীরের সম্মান পায়। কেন এই বৈষম্য? কেন? কেন? বর্তমানে মানুষ আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে জানতে পারছে মায়ের পেটে কি সন্তান। কন্যা সন্তান হলে বহু ক্ষেত্রেই ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে। কেন? কেন? একজন পুরুষ নিত্য নিত্য স্ত্রী বদল করছে কিন্তু নারী তা পারে না। পারলেও মুষ্টিমেয়। একটি পুরুষ পাঁচটি বিয়ে করছে শোনা যায় কিন্তু তা নারীর ক্ষেত্রে শোনা যায় না। একমাত্র মহাভারতেই এই ঘটনা দেখা যায়, বাস্তবের মাটিতে নয়। একটি মেয়ের বিয়ের পর স্বামী মারা গেলে তার সহজে বিয়ে হচ্ছে না — কেউ বিয়ে করতে চাইছে না । কেন? কি অপরাধ তার? অথচ পুরুষের স্ত্রী আজ মারা গেলে কাল তার বিয়ে করতে দোষ নাই। বৈধব্যের বিষাদ শুধু নারীর জন্য, পুরুষের জন্য নয়। কেন? অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় ও ভার কেন শুধু নারীকেই বহন করতে হয়? কেন? কেন? বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন — ওসব বড় বড় ব্যাপার। ওগুলি দেখবে পুরুষ! বিদ্যাবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, মনুষত্ব নাকি পুরুষকে মানায়, নারীকে নয়! সম্বর্ধনা পাবে পুরুষ। পুরস্কার পাবে পুরুষ। নারী তাদের গলায় ফুলের মালা পরাবে, মঞ্চের শোভা বাড়াবে। এর বাইরে নারী নৈব নৈব চ। সমাজ তাকে সুযোগ দেয় নি, পরিবার তাকে সুযোগ দেয়নি। কারণ বড় বড় ব্যাপারগুলো পুরুষের জন্য, নারীর জন্য নয়। দু'একটি ব্যতিক্রম দেখে উল্লসিত হলে চলে না। চারিদিকে বৈষম্যের পাহাড়। বৈষম্যের বেড়াজালে সে বন্দি, বন্দি ।

নারী মুক্তি সম্ভব!

সম্ভব। নারী মুক্তি সম্ভব। রূপ-যৌবন ভাঙিয়ে বড় হওয়ার চেষ্টা নয়, গুণে বড় হতে হবে নারীকে। বিদ্যাবুদ্ধি , ব্যক্তিত্ব, মনুষত্বে বড় হতে হবে নারীকে। আত্মশক্তির উদ্বোধন করতে হবে। নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে। নিজে খোঁড়া সেজে পুরুষ নামক অবলম্বনের সাহায্যে নয় । দ্বিধাদ্বন্দ্ব , ভয় , পারস্পরিক হিংসা-ঈর্ষা ত্যাগ করে নিজেদের শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। পুরাতনের ভিতে গড়তে হবে নতুনের সৌধমালা। তাকে একত্রিত, সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। জীবনের সমস্ত ধারায় এগিয়ে আসতে হবে। আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করতে হবে। সমস্ত শৃঙ্খল থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে। সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চাই পরিবর্তন। ধর্মীয় শৃংখল, সামাজিক শৃংখল, বিধি-নিষেধ-সংস্কারের শৃংখল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে নারীকে । প্রলোভন আর কানে কানে মন্ত্রণার শৃংখল, মিথ্যা-ভালোবাসার শৃংখল। আরও কত শৃংখল । সমস্ত শক্তি নিয়ে, ইচ্ছা নিয়ে, মনোবল নিয়ে, তেজ নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে নারী যেদিন সমস্ত শৃঙ্খল চূর্ণ করে বেরিয়ে আসবে সেদিনই সম্ভব হবে নারী মুক্তি ।

তুমি কামদুনি-কাঠুয়া-আরজিকর

নারী তুমি কামদুনি-কাঠুয়া-আরজি কর। তুমি পুরুষের পশুত্ব -লালসা-বিকৃত বাসনার বলি। তুমি আট বছরের শিশুকন্যা, নাকি আশি বছরের বৃদ্ধা বিবেচ্য নয় । তুমি স্কুল পড়ুয়া, না বার বধূ, ডাক্তার, না বিমানবালা বিবেচ্য নয়। তুমি নারী - তোমার লিঙ্গে অধিকার চায়। তুমি ইচ্ছুক, না অনিচ্ছুক বড় কথা নয়। চায় অধিকার, চায় দখলদারিত্ব। যে কোন মূল্যে ইচ্ছার চরিতার্থতা চায়। তুমি মানলে ভালো কথা, না মানলে জোর করে মেরে-ধরে ইচ্ছপূরণ চায়। তোমাকে মেরে-ধরে-কেটে, তোমার যৌনাঙ্গ ছিঁড়ে-খুঁড়ে টুকরো করে হলেও তোমার শরীরে অধিকার চায়। প্রয়োজনে তোমাকে প্রাণে মেরে মৃত শরীরে চায় বাসনার পরিতৃপ্তি! প্রয়োজনে পঞ্চভূতে বিলীন করে দিতেও হাত কাঁপে না বিকৃতকাম পুরুষের। প্রয়োজনে প্রমাণ লোপাটে রাতের অন্ধকারে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে তোমাকে। ভস্ম করে তুমি। এভাবেই প্রতিদিন কত নারী হয়ে যাচ্ছে পঞ্চভূতে বিলীন। জাগো, জেগে ওঠো নারী, এই ভস্মের ভেতর থেকে ফিনিক্স পাখির মত তুমি জেগে ওঠো।

জাগো, গর্জে ওঠো নারী

আর নয়। আর ঘুমায়ো না নারী। অনেক হয়েছে। এবার তুমি জাগো। সমস্ত শক্তি নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বেরিয়ে এসো নারী। তুমি গর্জে ওঠো। তুমি ভেঙে ফেলো সব শৃংখল। তুমি দুর্বল নও। তুমি মহামায়ার অংশ। তুমি দুর্গতিনাশিনী - দানবদলনীর শক্তি। নারী তুমি একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো নিজের চেহারাটা। তুমি ক্লিষ্ট, জীর্ণ, রুগ্ন, মূর্খ, অন্ধ, বধির, বোবা হয়ে গেছো। তুমি সামাজিক মিথ্যার উপর দাঁড়ানো একটি ফ্যাকাশে পুতুল হয়ে গেছো। সতীদাহের আগুন, সামাজিক বিধি-বিধানের আগুন, পণপ্রথার আগুন, নির্যাতনের আগুন — কোন আগুনে পুড়তে হয় না তোমায়? পুড়ে পুড়ে তোমার চেহারা আজ কালো হয়ে গেছে। আর পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়। সকল শেকল ছিঁড়ে এবার তুমি উঠে দাঁড়াও, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াও। এসে দাঁড়াও মুক্ত আকাশের নিচে। সকল মিথ্যা সংস্কার ভেঙে এবার তুমি মানুষ হও। ভয় পেয়ো না, জীবন স্রোতস্বিনী নদীর মত। এক পাড় ভাঙে তো আর এক পাড় গড়ে। ক্ষোভগুলোকে জমাট বেঁধে বেঁধে বিস্ফোরণের রূপ দাও। ভোঁতা চেতনায় ছোড়ো লক্ষ্যভেদী তির। তাবৎ নিন্দার মুখে থুতু ছিটিয়ে ভয় দ্বিধা দূর করে সকল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। শৃঙ্খলাবাদীদের দিকে নিক্ষেপ কর ঘৃণা। নষ্ট সমাজ ও সভ্যতার দুই গালে কষিয়ে দাও বিরাশি সিক্কের থাপ্পড়। এ জীবন, এ পৃথিবী তোমারও। নদী, নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস, ঝরনা, সমুদ্র তোমারও। এ পৃথিবীতে বাঁচবার, চলবার, বলবার, ভালবাসবার অধিকার তোমারও। তুমি একাই অসংখ্য, বিপুল, বিস্তৃত। চেতনার গভীরে অন্ধকার রেখে পৃথিবী আলোকিত হয় না। নারীকে অবদমিত বঞ্চিত রেখে সৃষ্টি সার্থক হয় না। নারী তোমাকেই জ্বালতে হবে আলো। অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পৃথিবীতে অপরূপ হৃদয়ের আলো। তুমি দেখিয়ে দাও পুরুষকে, সমাজকে, পৃথিবীকে — তুমি পারো। কারণ তোমার সহিষ্ণুতা, সততা, একাগ্রতা অনেক বেশি। তাই আর দেরি নয়। দুনিয়াজুড়ে একসাথে ঐ শোষক অত্যাচারী জাতটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে দাও, গুঁড়িয়ে দাও মেকী পৌরুষত্ব আর শক্তির দম্ভ। চূর্ণ করে দাও তাদের পৌরুষত্বের অহংকার আর সামাজিক বৈষম্যের কালাপাহাড়। হ্যাঁ নারী, তুমি তা পারো। তোমার সমবেত প্রতিরোধ কাঁপিয়ে দিতে পারে তামাম দুনিয়া। তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করলে পুরুষ জীবনে নিভে যাবে সূর্য, পৃথিবী হয়ে যাবে অন্ধকার। তুমি পুরুষের জীবন থেকে সরে এলে তাদের জীবন হয়ে যাবে মরুভূমি, শেষ হয়ে যাবে সব কেরামতি। হ্যাঁ, তুমি পারো। জেগে ওঠো নারী, 'তুমি মহাশক্তি' ।